উদ্দেশ্য।

চারি বৎসর পূর্ব্বে "জন্মভূমি" মাসিক পত্রিকায় "অভিজ্ঞান শকুন্তল এবং পদ্মপুরাণ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। "শকুন্তলা-রহস্য" নাম দিয়া সেই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। অনেক স্থল পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণান্তর্গত শকুন্তলা উপাখ্যানটী প্রকাশ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে মহাকবি কালিদাস তদীয় "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" গল্পাংশ পদ্মপুরাণের উপাখ্যান হইতে গ্রহণ করিয়া কাব্যে ও চিত্রে কিরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, আমার অধিকার ও শক্তি অনুসারে বিচার করিয়া তাহা কতকটা বুঝাইবার জন্য সংক্ষেপে "অভিজ্ঞান শকুন্তলের"ও কতক কতক আলোচনা করিয়াছি।

কালিদাস "অভিজ্ঞান শকুন্তলে"র গল্পাংশ মহাভারতের শকুন্তলোপাখ্যান হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই চির-প্রসিদ্ধ। আমাকে সেই প্রসিদ্ধির বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এরূপ করায়, হয়ত কেহ মনে করেন, কালিদাসের কৃতিত্ব সম্যক স্বীকার করা হয় নাই। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, "শকুন্তলা-রহস্য" পাঠ করিলে, আমার প্রতি এরূপ কলঙ্কারোপ করিবার কোন কারণ থাকিবে না। কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে উপা-

খ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অধুনা একটী অভিনব তত্ত্বস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন "জন্মভূমিতে" প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, এতৎসম্বন্ধে সাহিত্যানুরাগী-দিগের মধ্যে নানারূপে নানা কথা উঠিবে; কিন্তু কেবল পাক্ষিকপত্র "অনুসন্ধান" ভিন্ন এ সম্বন্ধে অন্য কেহ আর কোন কথাই বলেন নাই। সে সময় পূজনীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় অনুসন্ধানের সম্পাদক ছিলেন। তিনি সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, একস্থলে বলিয়াছিলেন, পদ্মপুরাণের শকুন্তলা উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ ছিল না। বিদ্যানিধি মহাশয় প্রমাণের ভার লইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ দেখি নাই।

অতঃপর এ সম্বন্ধে সুধীগণ কিরূপ মতামত প্রকাশ করেন, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

কৃতজ্ঞতা।

পূর্ব্বস্থলীনিবাসী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া, পদ্মপুরাণের হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া না দিলে, চিরকালই হয়ত "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র গল্পাংশ সংগ্রহ সম্বন্ধে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিতাম। অন্যান্য অনেক মহা-

ন্যাও প্রাচীনতম কীটদষ্ট হস্তলিখিত পুঁথি দিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁদের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। তবে, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত পুঁথির পাঠ সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। সেই পাঠই এই পুস্তকে প্রকটিত হইল। ভট্টপল্লীনিবাসী পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, পূর্ব্বস্থলীনিবাসী পণ্ডিতবর বহু বিজ্ঞ শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরসিংহ শাস্ত্রী এবং বর্দ্ধমান-গোবিন্দপুর-নিবাসী সাহিত্যবিশারদ শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যনিধি মহাশয় এতৎসম্বন্ধে অনেক সহায়তা করিয়াছেন। ইহাঁদের নিকটও চির-বাধিত। ইতি তারিখ ১৩০৩ সাল, ১লা আষাঢ়।

কলিকাতা,
১০, রামচাঁদ নন্দীর গলি। } শ্রীবিহারিলাল সরকার।

শেষ কথা।

আমি সংসারী। সাংসারিক হিসাবে আমি কিন্তু বড় মন্দভাগ্য। বাল্যকাল হইতেই পিতার স্নেহযত্নে পালিত হইতেছিলাম। পিতৃদেব ৺উমাচরণ সরকার অনন্ত গুণের আধার ছিলেন। তাঁহার একটী গুণও এ অধম অকৃতী সন্তান গ্রহণ করিতে পারে নাই। পিতৃদেবের নিকট সাহস পাইয়াছিলাম। তাঁহার শ্রীচরণে নির্ভর করিয়া এ "শকুন্তলা-রহস্য" প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হই। মনে বড় আশা ছিল, তাঁহার শ্রীচরণ-কমলে উহার উৎসর্গ করিব। কিন্তু আশা করিতে নাই। আশা করিলেই নিরাশ হইতেই হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার তাহাই হইয়াছে। এ পুস্তকের মুদ্রণকালে, আমার পিতৃদেব এ মানবদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূজনীয় দাদা মহাশয়, তখন বর্ত্তমান। আশা করিলাম, সংসারের ঝঞ্ঝাবাত, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া সহ্য করিব। এ হতভাগ্যের এ আশাও বিফল হইল। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর দুই মাস না যাইতেই, অগ্রজ মহাশয় তাঁহারই শ্রীচরণসেবার নিমিত্ত সেই অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। হতভাগ্য আমিই পড়িয়া রহিলাম। সংসারের সকল ভারই এখন আমার মাথায় পড়িল। আমি দরিদ্র, পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনায় সদা বিব্রত। এ

অবস্থায় আমাকে এই "শকুন্তলা-রহস্য" প্রকাশ করিতে হইল। এ অবস্থায় পুস্তক আর প্রকাশ করিতাম না; কিন্তু কারণ আছে। সে কারণ এই,—

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ইহজগতে সততই আমার প্রতিষ্ঠার বড় আকাঙ্ক্ষা করিতেন। বাল্যকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া আমি দশজনের নিকট যখন প্রকাশ করিতাম, তখন ভবিষ্যতে আমি সমাজে সুকবি বলিয়া পরিচিত হইব, ভাবিয়া পরমারাধ্য পিতৃদেব কতই আশা করিতেন। শুদ্ধ মনে মনে নহে; বাক্যেও তাঁহার এ ভাব স্ফূর্ত্তি পাইত। পিতৃদেবের এ আশা পূর্ণ করিবার সৌভাগ্যশক্তি আমার হয় নাই। তাই অন্য ক্ষেত্রে তাঁহার আশাপূরণের চেষ্টা পাইয়াছি। "শকুন্তলা-রহস্য" এ সম্বন্ধে আমার প্রথম চেষ্টা। বিদ্যাসাগর প্রকাশের পরে ইহার প্রকাশ হইলেও, উদ্যোগ তৎপূর্ব্বেই হইয়াছিল। আমি হতভাগ্য, তাই পিতৃদেব জীবিত থাকিতে পুস্তকাকারে "শকুন্তলা-রহস্য" তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে পারি নাই। পিতা আমার এখন স্বর্গের দেবতা। জগতের তুষ্টিতেই তাঁহার তৃপ্তি, এই আশায় বুক বাঁধিয়াই, সকলের করে, এই "শকুন্তলা-রহস্য" প্রদান করিয়া, পিতৃদেবের এ অধম-সন্তান আজ কতকটা শান্তি পাইবার আশা করিতেছে।

"শকুন্তলা-রহস্য" সংগ্রহ করিতে যত্ন-চেষ্টা ও শ্রমের ত্রুটী কিছুমাত্র করি নাই। বুদ্ধিদোষে এবং বিচারশক্তির অভাবে ইহাতে যদি কিছু ত্রুটী হইয়া থাকে, তবে সে দোষ ষোল-আনা

আমারই। আমি বহু দোষে দোষী। সহৃদয় পাঠকগণ দোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহাতে যাহা কিছু যৎসামান্য গুণ আছে, তাহা গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের মাহাত্ম্যও প্রকাশিত হইবে, এ হতভাগ্যের শ্রমচেষ্টাও সফল হইবে। আমি কৃপাপ্রার্থী। ইতি তারিখ, ১৩০৩ সাল, ১লা আষাঢ়।

কলিকাতা
১০, রামচাঁদ নন্দীর গলি। } শ্রীবিহারিলাল সরকার।

নিজস্ব ও পরস্ব।

এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের মুখবন্ধস্বরূপ "নিজস্ব ও পরস্ব" নামে একটী প্রবন্ধ জন্মভূমির প্রথম খণ্ডে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছিল। এইখানে সেই প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"অহং", জ্ঞানে পৃথিবী পূর্ণ। দর্প দশ দিকে দেদীপ্যমান। প্রকৃতিভেদে দর্পও নানা প্রকার। অদ্যকার এ প্রবন্ধে কেবল একটীমাত্র আলোচ্য।

দু-দিনে হউক, দশ দিনে হউক, দু-বৎসরে হউক, দশ বৎসরে হউক, অর্দ্ধ-জীবনে হউক, পূর্ণ জীবনে হউক, প্রবল চিন্তা-প্রভাবে আমার মস্তিষ্ক হইতে যাহা প্রসূত হইয়াছে বা হইবে, তাহা আর কাহারও মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হয় নাই বা হইবে না এবং তাহা আমারই "নিজস্ব" এরূপ একটা অতি-প্রখর দর্প প্রায়ই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে। ইংরেজিতে যাহাকে "অরিজিনলটী" বলে, বাঙ্গালায় তাহাকে "নিজস্ব" বলিয়াই ব্যবহার করিলাম। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, আচার, আইন প্রভৃতি সকল বিষয়েই এ "নিজস্ব"-দর্প নিহিত আছে। সত্য সত্যই কি এরূপ দর্প করিবার অধিকার, এ সংসারে কাহারও আছে? এইরূপ প্রশ্ন প্রায় উঠিয়া থাকে। অতি-বড়

বিজ্ঞ বিদ্বজ্জন-সমাজে এ প্রশ্ন শুনা যায়। আবার বিদ্বজ্জন-সমাজ হইতে ইহার মীমাংসা হইবার চেষ্টা হইয়া থাকে।

যাঁহারা এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের কথা,—"আমরা পুস্তকের আদর করি; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা পুস্তকের আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিয়া থাকেন; যেহেতু জ্ঞান-গবেষণা অনেকটা পুস্তকেরই অন্তর্ভূত। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, অন্বেষণ ও আলোচনা, জ্ঞান-গবেষণার মূলীভূত কারণ। এই জ্ঞান-গবেষণায় ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, মানুষমাত্রেই অনুকরণ-প্রবণ। নূতন ও পুরাতনে প্রতিমুহূর্ত্তেই টানা-পোড়েন হইতেছে। এমন এক পাছি সূতা নাই যে, এই টানা-পোড়েনে পড়িয়া একবার না একবার ঘুর-পাক খাইয়া আসিয়াছে। কাহারও অনুকরণে স্বাভাবিক অনুরক্তি আছে; কাহারও অনুকরণ একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। শিল্পে, সাহিত্যে ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে অনুকরণ দেখিতে পাইবে। এমন কি ঘরে, মন্দিরে, আসনে, বসনে, কুত্রাপি অনুকরণের অসদ্ভাব নাই। সকল নিত্য ব্যবহার্য্য কলকব্জা পুনঃ পুনঃ উদ্ভাবিত ও পুনরুদ্ভাবিত হইয়াছে এবং হইতেছে। জাহাজের দিগ্‌যন্ত্র, নৌকা, ঘড়ির পেণ্ডুলুন, কাচ, হরফ্, রেলওয়ে প্রভৃতি কতবারই মিশর, চীন, পম্পে, ভারত প্রভৃতি স্থানে কালে উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং কালে লোপ পাইয়াছে। পাথুরে-কয়লা-জাত তৈলের বাষ্প-কৌশলে কীটে কাষ্ঠ নষ্ট করিতে পারে না; কাষ্ঠ যেন একরকম অজর ও অমর হইয়া

যায়। এ কৌশল সে-দিনের উদ্ভাবিত বলিয়া পরিচিত; কিন্তু প্রাচীন মিশরে এইরূপ একটা প্রকরণ প্রচলিত ছিল। সেই প্রকরণে প্রাচীন মিশরের মৃত মানব-দেহ চারি সহস্র বৎসর অক্ষত রহিয়াছে।

সত্য সত্যই তবে "নূতন" বলিয়া দর্প করিবার অহঙ্কার কিছুরই নাই। আমি যাহা ভাবিতে পারি, তুমিও তাহা পার। ভাবিতে যখন মানুষমাত্রেই পারে এবং ভাবিবার মূলাধার যখন সবারই এক; বিশেষত বিশ্বব্যাপিনী মূলপ্রকৃতির সহিত সম্পর্ক যখন সবারই সমান, তখন একে যাহা ভাবিয়া ঠিক করিবে, আর একজন তাহা পারিবে না, এ কথা কেমন করিয়া বলিতে পারি?

আমি আজ যাহা ভাবিলাম, তুমি হয় ত কাল তাহা দেখিবে, সংবাদপত্রে কালীর অক্ষরে উজ্জ্বল-বিভায় ফুটিয়াছে। এক জনের সঙ্গে আর এক জনের কোন কালে দেখা নাই, এক জনের কথা আর এক জনের কোন কালে শোনা নাই, এক জনের ভাষা আর এক জনের কোন কালে জানা নাই; কিন্তু দেখিবে, পরস্পরে বিষয় বা ভাবাদির কেমন একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ঘটিয়া গিয়াছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

এইটুকু সহজে বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তস্থলে বাল্মীকির রামায়ণ এবং হোমারের ইলিয়ড উল্লিখিত হইয়া থাকে। রামায়ণ ও ইলিয়ডের বিষয়গত সামঞ্জস্যটুকু বুঝাইতে অবশ্য আর আমা-

দিগকে প্রয়াস পাইতে হইবে না। এটি অতি-বড় পুরাতন প্রসঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে এখন কোন কোন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, হয়ত হোমার, বাল্মীকির রামায়ণ হইতেই সার সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের কথার প্রমাণ এই,—হোমার যে প্রাচীন গ্রীক্ ভাষায় ইলিয়ড লিখিয়াছেন, তাহা কতকটা সংস্কৃত ধরণের। দৃষ্টান্ত-স্থলে তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন, ইলিয়ডের প্রথম ছত্রেই আছে,—"মিনিন্ আবড থেবা পিলি উড়িঅস্ অখিলেয়শ"; ইহা ঠিক্ সংস্কৃতে "মানং বদ দেবি! পিলুসৌরসস্য অখিলেশঃ" এইরূপই হইতে পারে। অনেকেই কিন্তু এ কথা স্বীকার করেন না। যৎকিঞ্চিৎ বিষয়গত মিলের অনুরোধে তাঁহারা হোমরের সংস্কৃতাভিজ্ঞতা স্বীকার করিতে অসম্মত। যাহা হউক, হোমরকৃত "অডিসির" সহিত পালি গ্রন্থ মহাবংশে বর্ণিত বিজয় বৃত্তান্তের সহিত যে অনেক স্থলেই ছত্রে ছত্রে সামঞ্জস্য রহিয়াছে,ইহা হয় ত অনেকেই বিদিত নহেন। "অডিসিতে" ইউলিসিস বৃত্তান্ত এবং মহাবংশে বিজয়-বিবরণ বিবৃত আছে। ইউলিসিসের যেরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল, বিজয়েরও ঠিক্ সেইরূপ হইয়াছিল। ইউলিসিস্ ট্রয়-সমরান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিলেন। সার্স দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার অনুচরবর্গকে ধরিয়া পশু করিয়া রাখিয়া দেন। ইউলিসিস্ সশস্ত্রে সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আক্রমণ করেন। বিজয় এক জন বঙ্গ-বীর। তিনি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি স্বদলবলে অর্ণবপোতারোহণে সিংহলা-

ভিমুখে যাত্রা করেন। সমুদ্রে তাঁহারও দারুণ দুর্দ্দশা সংঘটিত হয়। ভাগ্যক্রমে তিনি ও তাঁহার সহচরবর্গ সিংহল দ্বীপে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। সিংহলে কুবের নাম্নী এ যক্ষিণী তাঁহার অনুচরবর্গকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়। বিজয়ও স-শস্ত্রে কুবেরীকে আক্রমণ করেন। তখন কুবেরী কাতর কণ্ঠে বলিল,—

"জীবিতং দেহি মে সামি! রজ্জং দজ্জামি তে।
অহংকরিস্সামিথি কিচ্চঞ্চ অন্নং কিঞ্চি যদীচ্ছিতম্॥"

মহাবংশ, ৭ম পরিচ্ছেদ।

ইহার ভাবার্থ এই;—"হে স্বামিন্! আমার প্রাণ রক্ষা করুন, আমি আমার রাজ্য, আমার হৃদয়ের ভালবাসা, আর যাহা কিছু আপনি ইচ্ছা করেন, আপনাকে অর্পণ করিলাম।"

ইউলিসিস্ যখন সার্সদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আক্রমণ করেন, তখন সেই দেবীও বলিয়াছিলেন,—

"Let mutual joys our mutual trust combine,
And love, and love-born confidence be thine."

Pope's Odyssey X 397-98.

পোপের "অডিসি" হোমরের অবিকল অনুবাদ। মহাবংশ "অডিসির" বহুপরে রচিত। খৃষ্ট জন্মিবার সাত শত বৎসর পূর্ব্বে হোমরের আবির্ভাব হয়; কিন্তু বিজয়, খৃষ্ট জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। তাহার পর অবশ্য মহাবংশ রচিত হইয়াছে। ইহাতেই মনে সহজে উদয় হয়, অডিসির অনুকরণে মহাবংশ রচিত; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া

যায় নাই; অনেকেই সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফল-কাম হন নাই; বরং যাঁহারা এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্ক্ষরূপে পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারা সামঞ্জস্য-সন্দর্শনে সবিস্ময়ে বিমোহিত হইয়া থাকেন।

এরূপ ভাবাদি-সামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত-সংগ্রহ গভীর গবেষণাগুণেই হইয়া থাকে। বিশ্বাস করিতে ইহাতেই প্রবৃত্তি জন্মে; ইহ-সংসারে প্রকৃতপক্ষে নূতন কিছুই নহে। অনন্তসম্ভবা উদ্ভাবনা, ব্রহ্ম ও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন মানব-সাধারণে সম্ভব-পর নহে। আধুনিক দার্শনিকগণের যাহা উচ্চাঙ্গের উদ্ভাবন-ফল বলিয়া ঘোষিত হয়, গবেষণায় প্রতিপন্ন হইবে, প্রাচীন-তম দার্শনিকগণ তাহাই ভবিষ্যদ্বাণী রূপে বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহ-সংসারে উদ্ভাবনার মূল-ধন বড়ই অল্প। প্রেম-প্রস্রবণের সরস পীযূষধারা প্রবলবেগে বহিতেছে; অবিরল কার্য্যকারিতায় ভাবেরও অভাব হয় না; কিন্তু প্রকৃত উদ্ভাবনা কোথায়? যুগ-যুগান্তর চলিয়া গেল, কোটি কোটি মানব আসিল এবং যাইল; কিন্তু একশত ছত্র প্রকৃত পদ্যের সৃষ্টি হইল না; দর্শনের একটী সূত্রও মানবজীবনের গূঢ় মর্ম্ম সাধন করিতে সক্ষম হইল না; কোন শিক্ষাই জগতের অভাব পূর্ণ করিতে পারিল না। তবে উপায় কি? এ উদ্ভাবন-শূন্যতামাঝে জীবন বহে কিসে? মানুষের কালই বা কাটে কিরূপে? জ্ঞানান্বেষণ ভিন্ন অন্য উপায় ত দেখি নাই। দেখিতে হয়, আমার পূর্ব্বে কে কি করিয়া গিয়াছেন। দেখিতে

হয়, বুঝিতে হয়, সারসংগ্রহ করিতে হয় এবং সারসংযোগ করিতে হয়।

সাহিত্য-জগতের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে সহজেই বুঝা যায়, সারসংগ্রহই সর্ব্বত্র; বর্ত্তমান চিন্তাপ্রসূত বিষয় ভূতগত চিন্তাশীলতার সন্নিকট ঋণগ্রস্ত। এ পথ পরিত্যাগ করিতে কেহই পারেন না। কেবল দেখিবে, হয় অবিকল বা আংশিক অনুকরণ; না হয় ছায়া বা আভাসের অবলম্বন। সর্ব্বাগ্রে বিদেশী সাহিত্যের বিচার করিয়া দেখ না কেন? টাসো পড়, বর্জ্জিলকে মনে পড়িবে। বর্জ্জিল দেখ, হোমারকে মনে পড়িবে। যদি হোমার ও বর্জ্জিল না থাকিতেন, তাহা হইলে, মিল্টনের "প্যারাডাইস্ লষ্ট" হইত কি না সন্দেহ। প্লেটো পড়, দেখিবে, ধর্ম্ম সূত্রাবলী জাজ্জ্বল্যমান। প্রোক্লসে হিজেলের অস্তিত্ব বিদ্যমান। আলবার্ট, সেণ্টবুনাভেনচুরা এবং টমাস্ আকুইনাস্ যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে, ইহ-জগতে 'দান্তে' বোধ হয়, ফুটতেন না। মুসেলি গ্রাণ্ড দেখাইয়াছেন,—মলিয়ার, লাফণ্টেইনি, বুকাসি এবং ভলণ্টিয়ারের গল্পাংশ অতি প্রাচীনতম গল্পসমূহ হইতে সংগৃহীত। এমন কত বলিব এবং বলিবারই বা স্থান কোথায়? কবি বর্ণসকেও পারস্য কবি হাফিজের নিকট হইতে ভাব সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। রাবিলে, সুইডেনবর্গ, বেমেন, স্পিনেজা, গেটে, বেকন প্রভৃতি যাবতীয় চিন্তাশীল গ্রন্থকারদিগকেও অন্যত্র হইতে ভাবাদি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সেরিডেনকে, "ডি আর জেন-

সনের" শরণ লইতে হইয়াছে। যে সেক্সপিয়র ইংলণ্ডের কবি-কুল-শিরোমণি, যিনি কাব্য-জগতে চিরকীর্ত্তিমান্ এবং যিনি স্বদেশে ও বিদেশে রাজ-রাজ্যেশ্বর রাজ-চক্রবর্ত্তী রাজা অপেক্ষা গরীয়ান্, তাঁহারই সম্বন্ধে, একবার আলোচনা কর না ? সেক্সপিয়র সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬।৩৭ খানা নাটক রচনা করিয়াছেন। এই সকল নাটকের গল্পাংশের সার প্রাচীনতম গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কেবল একমাত্র "লভস্ লেটরস্ লষ্ট" গ্রন্থখনির সার কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আজি পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। ক্রমে গবেষণা-ফলে ইহাও নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা। যখন সেক্সপিয়র ও মিলটন সম্বন্ধে এইরূপ, তখন "অন্যপরে কা কথা।" বিখ্যাত মার্কিণ গ্রন্থকার এমারসন্ বলিয়াছেন,—

"The human mind would be a gainer if all the secondary writers were lost, say, in England, all but Shakespeare, Milton and Bacon, through the profounder study drawn to those wonderful minds,"

এই গ্রন্থকারই বলিয়াছেন, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার অনেক গল্পের সার প্রাচীন জার্ম্মাণ এবং নরওয়ে-সুইডেনের গ্রন্থে দেখিতে পাইবে। এই জার্ম্মাণ এবং নরওয়ে-সুইডেনের গল্পভাগ আবার ভারতীয় গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত।

বিদেশী ধর্ম্ম-সাহিত্যসম্বন্ধে বিদেশী গ্রন্থকারেরা এইরূপ বলিয়াছেন,—"ধর্ম্ম সাহিত্য, ধর্ম্মসংক্রান্ত গীতাবলী, ধর্ম্মসম্বন্ধীয়

লিখন-বচন প্রভৃতিতে এই সারসংগ্রহ-প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়াছে। যুগের পর যুগে, নানাবিধ ভাল-মন্দ মিশ্রিত বচনাবলী লোক-লোকান্তরে চলিয়া আসে। ক্রমে ইহারই মধ্য হইতে মন্দ ভাগ পরিত্যক্ত হয় এবং ভাল ভাগ রহিয়া যায়। ইহাই আবার শেষে লোকের উপাসনার উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়। বাইবেলে যাহা খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের উপাসনার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহারই সম-ভাবাক্রান্ত বচনসার প্রাচীন রোম ও গ্রীসের কাব্যসমূহে দেখিতে পাইবে। নীতিগ্রন্থের বহু-সূত্র অনেক দিন নূতন বলিয়া লোকের ধারণা ছিল; কিন্তু চীন দার্শনিক কনফি-উসিয়সের গ্রন্থ এবং ভারতীয় পুরাণাদির পর্য্যালোচনায়, সে ধারণা অনেকেরই মন হইতে অপসৃত হইয়াছে।

এইরূপ সারসংগ্রহ প্রক্রিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিসর্পিত। জীব-জগতে সারসংগ্রহই ধর্ম্ম। কীটপতঙ্গেও দৃষ্টিক্ষেপ কর; দেখিবে, মক্ষিকা, মশক, মাছিটি পর্য্যন্ত সবাই সার-শোষণেই পরিতৃপ্ত। মানুষ আপনার ন্যায় সম বুদ্ধিবীবী বা সমচিন্তাশীল অথবা আপন অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিজীবী বা অধিক চিন্তাশীল ব্যক্তি-বর্গ হইতেই সার-সংগ্রহ করিয়া থাকে। এইজন্য বার্ক বলেন,—

"He that borrows the aid of an equal understanding doubles his own ; he that uses that of a superior elevates his own to the stature of that he contemplates."

ইহার ভাবার্থ এই,—"যিনি সম-বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির সাহায্য

গ্রহণ করেন, তাঁহার ভাবাদি দ্বিগুণিত হয়; আর যিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চতর বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির সাহায্য লইয়া থাকেন, তাঁহার ভাবাদি ক্রমে উচ্চতর ব্যক্তির মতনই হইয়া দাঁড়ায়।"

কোন বহুদর্শী বিদেশী গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

"Swedenburg, Behmen, Spinoza will appear original to uninstructed and to thoughtless persons, their originality will disappear to such as are either well read or thoughtful; for scholars will recognise their dogmas as reappearing in men of similar intellectual elevation throughout History."

ইহারও ভাবার্থ এই,—"যাঁহারা অগাধ অধ্যয়ন-শীল, তাঁহাদের নিকট নূতন কিছুই মনে হয় না; বহুদর্শী ব্যক্তিদিগের ভাবাদি সম-বুদ্ধিজীবীদের ভাবাদিতেই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।"

সারসংগ্রহ-ব্যাপার সর্ব্বত্রই বিদ্যমান; কিন্তু কয় জন সে সব তত্ত্ব রাখিয়া থাকেন বা রাখিতে পারেন? "রেনার্ড দি ফক্স" ত্রয়োদশ শতাব্দীর একখানি জর্ম্মাণ পদ্যগ্রন্থ। লোকে জানিত, ইহা কাহারও অনুকরণ বা অনুবাদ নহে। বরাবরই এই বিশ্বাসই চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ জার্ম্মাণ গ্রন্থকার গ্রিম্ ইহার একশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত ঠিক এইরূপ গ্রন্থের কতক অংশ আবিষ্কার করেন। বাহিরের কথা আর কাজ কি? ঘরের কথাই বলিয়া কেন।

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পুরাণাদিতে উল্লেখ দেখিবে,—
"অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥"

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশেই বলিয়াছেন,—

"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥"

কালিদাসের অনেক উপমাদির পূর্ণ বা আংশিক আভাস প্রাচীনতম পুরাদিতেও পাওয়া যায়। সখীরা বিরহ-বিধুরা শকুন্তলাকে পদ্মপত্রের বাতাস করিতেছেন। শকুন্তলার তাহা অনুভবই হইতেছে না। এইরূপ ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণেও দেখিবে, কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকা পদ্মপত্রে শায়িতা; কিন্তু পদ্মপত্র বিরহ-তাপে শুকাইয়া যাইতেছে। *

কালিদাসের কুমারসম্ভব এবং শিবপুরাণের উত্তর খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে, অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিলে বলিতে হইবে, শিবপুরাণের পার্ব্বতী, জন্ম বিবরণাদি কুমারসম্ভবে প্রতিফলিত হইয়াছে। এ সামঞ্জস্য বুঝাইতে হইলে উভয় গ্রন্থেরই নানা শ্লোক উদ্ধৃত করিতে হয়। পাঠকবর্গের কতক কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য গোটাদুই শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিলাম। পার্ব্বতীর জন্ম-উপলক্ষে কুমার সম্ভবে লিখিত আছে,—

---

* পদ্মপুরাণান্তর্গত শকুন্তলোপাখ্যান ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের যে সামঞ্জস্য আছে, এ প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাহাঁইত শকুন্তলা-রহস্যের আলোচিত বিষয়।

"প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং
শঙ্খস্বনানন্তরপুষ্পবৃষ্টি।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং
সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব ॥" ১।২৩॥

শিবপুরাণে আছে,—

"দিশঃ প্রসেদুঃ পবনঃ সুখং ববে
শঙ্খং নিদধ্মুর্গগনেচরাস্তথা।
পপাত মৌলৌ কুসুমাঞ্জলিস্তদা
বভূব তজ্জন্মদিনং সুখপ্রদম্ ॥"

কুমারসম্ভবে ইন্দ্রের নিকট কামদেব বলিতেছেন,—

"কামেকপত্নীব্রতদুঃখশীলাং
লোলং মনশ্চারুতয়া প্রবিষ্টাম্।
নিতম্বিনীমিচ্ছসি মুক্তলজ্জাং
কণ্ঠে স্বয়ং গ্রাহনিষক্তবাহুম্ ॥" ৩॥৭॥

শিবপুরাণে আছে,—

"করিষ্যে কাং সতীং দেব!
তবাগ্রে ত্যক্তলজ্জিকাম্।"

এখন সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা ধরা যাউক। বাঙ্গালা ধরিলে, বঙ্গের সুবিখ্যাত সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার বঙ্কিম বাবুর পুস্তকাবলীর বিশ্লেষণ সর্ব্বাগ্রেই করিতে হয়। সেও বড় সোজা কথা নহে এবং সংক্ষেপেও হইবার নহে। বঙ্কিম বাবুকেও যে উপন্যাসাদি লিখিতে অপরের অল্প-বিস্তর সাহায্য লইতে হইয়াছে, তাহা তিনি

কয়েকখানি পুস্তক ছাড়া প্রায় সকল পুস্তকেরই সূত্রপাতে স্বীকার করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে আমরা "আইভানহো" বা "দুর্গেশ-নন্দিনী", "রজনী" বা "পুয়র মিস্‌ফিঞ্চ", "বিষবৃক্ষ" বা "সিস্‌টর্‌ আন্‌" "কৃষ্ণচরিত" বা "হসক্‌ এণ্ড কারনেল" প্রভৃতির আলোচনা করিব না। তবে এইটুকু সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, সীতারামের রাণী রমার চরিত্র-চিত্রখানি দেখিলে, সেক্সপিয়রকৃত "উইণ্টার্স টেলের" রাণী "হারমিওনের" কথা মনে পড়ে। যদি পরমায়ুর পরিমাণ একটু রহিয়া বসিয়া পর্য্যবসিত হয় এবং ঈশ্বরের কৃপায় একান্ত সময়াভাব ঘটিয়া না উঠে, তাহা হইলে বঙ্কিম বাবু কেন, অন্যান্য প্রথিতনামা বাঙ্গালী ও ইংরেজি গ্রন্থকারদের এক এক খানি গ্রন্থ লইয়া সাধ্যানুসারে তুলনায় সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যদি সাহসে কুলাইয়া উঠে এবং সাহসও পাই, তাহা হইলে, সংস্কৃত-সাহিত্যাদিচর্চ্চায়ও প্রবৃত্ত হইব।

এখন আমাদের সেই মূল কথা,—"খাঁটি নিজস্ব" কোথাও আছে কি না। পর্য্যালোচনায় ত প্রতিপন্ন হয়, "খাঁটি নিজস্ব" এ সংসারে অপ্রতুল। কেবল "বেদ"ই খাঁটি সারসম্পন্ন।

পরমেষ্ঠি ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্মনালে প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার আদি অন্ত নিরূপণ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ বেদের আদি-অন্ত নিরূপিত হয় না। মোক্ষমূলর কূল না পাইয়াই বলিয়াছেন,—

"*The most ancient of books in library of mankind.*"

ইহাই বলিয়া তাঁহার শান্তি; নহিলে আর উপায় কি?

যাহা অপৌরুষের এবং যাহা ভগবৎবাক্য, তাহার আবার মূল কোথায়? তাহার আবার আদর্শ কি? আমাদের পুরাণ তন্ত্র, স্মৃতি, ইতিহাস এই সারসম্পন্ন বেদেরই নির্য্যাস। শাস্ত্রেই আছে,—

"ইতিহাস পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১ স্কন্ধ, ৪।২০।

মহাভারতে বেদার্থই বিবৃত হইয়াছে। তাহা হইতে স্ত্রীজাতি শূদ্র প্রভৃতি বর্ণও ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিতে পারে। স্বয়ং বেদব্যাসই বলিয়াছেন ;—

"ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদি স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৪। ২৯।

পুরাণাদি অসাধারণ প্রভাবসম্পন্ন নিখিল বেদার্থের সারভাগই বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া আছে। বেদ ভিন্ন ইহাদের আদর্শ যে আর কিছুই নহে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

এখন কথা হইতেছে, যদি সংসার জুড়িয়া সার-সংগ্রহ-প্রক্রিয়া চলিল এবং "খাঁটি নিজস্ব" বলিবার যদি সত্য-সত্যই কিছু না রহিল, তবে এ জগতে বাল্মীকি বা কালিদাস, হোমর বা সেক্স পিয়র, জয়দেব বা চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্র, বঙ্কিম বা মাইকেল প্রভৃতি কবিগণের এত প্রতিষ্ঠা কেন? ইহার উত্তর দিতে হইলে, অনেক কথা বলিতে হয়। অদ্য এক কথায় বলি,

যিনি সারসংগ্রহে সারসংযোগ এবং সৌন্দর্য্যের সংগ্রহ ও সমাবেশ করিতে পারেন, তাঁহারই কীর্ত্তি অতুলনীয়া এবং তাঁহারই প্রতিষ্ঠা বরণীয়া। কালিদাস সমগ্র সৌরজগতের সৌন্দর্য্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া শকুন্তলাকে সাজাইয়াছিলেন। তাই গেটে বলিয়াছেন,—

Wouldst thou the young year's
blossoms and the fruits of its
decline
And all by which the soul is charmed
enraptured feasted, fed ?
Wouldst thou the earth and heaven
itself in one sole name combine ?
I name, thee, O Sakoontala ! and
all at once is said."

গেটের কথা অবশ্য জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত। ইহার ইংরেজীতে অনুবাদ হইয়াছে।

ল্যাণ্ডার সেক্সপিয়রের সৌন্দর্য্যসংগ্রহ শক্তিতে বিমোহিত হইয়া বলিয়াছেন,—

"He was more original than his originals. He breathed upon dead bodies and brought them into life.

শারদ পূর্ণ শশীর সহিত প্রেয়সীর সুন্দর মুখখানির তুলনা হয়। সূর্য্যের আলোক না থাকিলে, চন্দ্রের দেখা কোথায়

পাইতাম? মলভোজী মক্ষিকারও ক্ষুদ্র অঙ্গে বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া সূক্ষ্মদর্শী প্রকৃতির বরপুত্রবর্গ সবিস্ময়ে সহস্রবার মস্তক অবনত করেন। কিন্তু সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিতে এবং সৌন্দর্য্য দেখিতে জানে কয় জন?

শকুন্তলা-রহস্য।

সূচনা।

এ মর্ত্ত্যভূমে কালিদাস মহা-কবি। অতি সুদুর্ল্লভ কবিত্ব-শক্তি লইয়াই কালিদাস এ ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন,—"যাঁহারা কাব্যশাস্ত্রের রসাস্বাদে যথার্থ অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্ব-শক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহা-কাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ড-কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কোনও দেশের কোন কবি, কালিদাসের ন্যায়, সর্ব্ববিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না।"

কোন্ স্মরণাতীত কালে কালিদাস মর্ত্ত্যভূমে আবির্ভূত হইয়া, কীর্ত্তি-পথে অনন্ত পদাঙ্ক রাখিয়া, স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন।* আর একটী কালিদাস এ পর্য্যন্ত পাইলাম না। এই জন্যই বলিতে হয়,—

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥"
অগ্নিপুরাণ।

মহা-কাব্যই বল, খণ্ড-কাব্যই বল, আর দৃশ্য-কাব্যই বল, কোন্ কাব্যে কালিদাসের কৃতিত্ব নাই?

---

* কালিদাসের কালনির্ণয় সম্বন্ধে মতবৈষম্য আছে। এতৎসম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু তদীয় কৃষ্ণ-চরিত্রে লিখিয়াছেন,—"এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক; এবং বিক্রমাদিত্য খৃঃ পূঃ ৫৬ বৎসরে জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার ভাও দাজি স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। এখন ইউরোপ সুদ্ধ এবং ইউরোপীয়-দিগের দেশী শিষ্যগণ সকলে উচ্চৈঃস্বরে সেই ডাক ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহ্য করি না। অতএব কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হউন।" বিশ্বকোষ প্রকাশক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, উপরি-উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন।

এই পুস্তকে কেবল কালিদাসের দৃশ্য কাব্য-সম্বন্ধে কৃতিত্ব-তত্ত্ব কতকটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। “শকুন্তলা”ই কালিদাসের উৎকৃষ্ট দৃশ্য-কাব্য। দৃশ্য কাব্যের যে অষ্টাবিংশতিবিধ ভেদবিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, সে ভেদ-বিধানে “অভিজ্ঞান-শকুন্তল” নাটক বলিয়া আখ্যাত। এই নাটকের নাটকত্বের তুলনায় ভারতে কালিদাস অদ্বিতীয়। বিদেশে সেক্সপিয়র ভিন্ন আর কেহ তুলনীয় নহেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-স্তর-বিন্যাসে শকুন্তলা অনুপমেয়। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে যোগ দিয়া বলি,—“এই অপূর্ব্ব নাটকের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। * * * এই নাটক পাঠ করিলে, সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে নিঃসংশয়ে এই প্রতীতি জন্মে, মানুষের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তল’ অলৌকিক পদার্থ।” বঙ্গের শক্তিশালী সাহিত্য-সমালোচক সুতীক্ষ্ণ-দৃষ্টি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, কালিদাসের এই “অভিজ্ঞান-শকুন্তল” নাটকের গুরু-গৌরবসূচক যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই পর্য্যাপ্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেটুকু বলিতে

বাকি ছিল, চন্দ্রনাথ বাবু সেইটকু পূরাইয়া দিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবুর এই কথাটা স্মরণ রাখিবেন;—"দুষ্মন্ত প্রকৃত পুরুষ বলিয়াই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছেন। মহা-কবি তাঁহার বিশাল চিত্রপটে এই আশ্চর্য্য পরিণতি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। চিত্রে গ্রীক নাটকের অকারগত সৌন্দর্য্য, জর্ম্মাণ নাটকের প্রণালীগত আধ্যাত্মিকতা এবং ইংরেজি নাটকের কার্য্যগত জীবন্তভাব পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর গূঢ়-রহস্যব্যঞ্জক মহাপটের নাম "অভিজ্ঞান-শকুন্তল।"

চন্দ্রনাথ বাবু এই "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র নায়ক দুষ্মন্ত এবং অন্যান্য অপ্রধান ব্যক্তিবর্গের চরিত্র-চিত্র বিশ্লেষণ করিয়া এবং নাটকের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্যরাশি অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দেখাইয়াছেন,—মানব-চরিত্র-চিত্রঅঙ্কনে কালিদাসের কীদৃশী অদ্ভুত শক্তি ছিল। বাঙ্গালী সমালোচকের সমীচীনতার ও প্রখরবুদ্ধিমত্তার .পরিচয়, ইহা অপেক্ষা বোধ হয়, আর অধিক হইতে পারে না। চন্দ্রনাথ বাবুর

"শকুন্তলা-তত্ত্ব" বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারের যে এক অপূর্ব্ব মনোহর সমুজ্জ্বল রত্নস্বরূপে দেদীপ্যমান, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। "শকুন্তলা-তত্ত্ব" বিদ্যমান থাকিতে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" নাটকের নাটকত্ব প্রতিপন্ন করিতে, আর কাহাকেও প্রয়াস পাইতে হইবে না সুতরাং এ সম্বন্ধেও আমরা বেশী কথা বলিব না। আমাদের যা কিছু কথা অছে, তাহা প্রধানত কেবল তাঁহার উপসংহারের কয়েক ছত্র মাত্র লইয়া। কথা কেবল ধারণা বা বিশ্বাস-ভেদে। কালিদাসের কৃতিত্ব কীর্ত্তন-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একটু মতবিরোধ ঘটিয়া গিয়াছে।* চন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছেন ;—"অভিজ্ঞান-শকুন্তলের গল্প মহাভারতের গল্প অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট, তাহা দেখা হইল। দুই গল্পের মূল এক ; কিন্তু পরিণতি বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার গুণেই নাটকের গল্পটীর উৎকর্ষ, এই বিভিন্নতা সম্পাদনই নাটককারের কার্য্য।"

কালিদাস যদি প্রকৃত পক্ষে মহাভারতের গল্পাংশ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে চন্দ্রনাথ বাবুর এই কয়েকটী কথার একটী ছত্রও

* দুষ্মন্তের চরিত্র-বিশ্লেষণে একটু মতবিরোধ আছে।

কাটিতে পারা যায় না; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, কালিদাস মহাভারতের গল্পাংশ অবলম্বন না করিয়া, পদ্মপুরাণের "শকুন্তলোপাখ্যান" ভাগ অবলম্বন করিয়া, "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটক লিখিয়াছেন। এইটুকু দেখাইতে পারিলে, বুঝা যাইবে, গল্পাংশের পরিণতিবিষয়ে বিভিন্নতা কত অল্প। মহাভারতের গল্পাংশের সহিত "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র গল্পাংশের তুলনা করিলে, সহজেই প্রতীতি হইবে;—"দুর্ব্বাসার শাপ" কালিদাসের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব। চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন;—"এই ঘটনা আছে বলিয়া শকুন্তলার উপন্যাস, নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।" এই ঘটনা যে জীবন্ত নাটকত্বের পরিচায়ক, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ইহাতে নাটকত্ব থাকিলেও কিন্তু কৃতিত্ব কালিদাসের নহে। কালিদাসের কৃতিত্ব,—কবিত্বে, নাটক-গত চরিত্র-চিত্রস্ফুটনে এবং অন্যান্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির শক্তিপ্রয়োগে। "দুর্ব্বাসার শাপ"-বিবরণাদি কালিদাসের কল্পনাপ্রসূত নহে। না হইলেও তাহাতে তাঁহার অগৌরব নাই। তিনি "পদ্মপুরাণে"র প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা হইতে এ প্রসঙ্গ সংগ্রহ করিয়া আপনার "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে" সমা-

বেশিত করিয়াছেন। ইহাতে যে নাটক-লক্ষণের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহাই তাঁহার পরম চিত্তপ্রসাদ।

নাটক লিখিতে হইলেই, কোন প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়াই লিখিতে হয় ;—

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।"

সাহিত্যদর্পণ, ২২৭ সূত্র।

"শকুন্তলা" নাটক লিখিতে হইলে, হয় মহাভারতের, না হয় পদ্মপুরাণের গল্পভাগ অবলম্বন করিতে হয়। যখন "পদ্মপুরাণের" শকুন্তলোপাখ্যানের সহিত, "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র গল্পভাগের সম্যক্ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তখন বলিতে হইবে, কালিদাস "পদ্মপুরাণ"ই অবলম্বন করিয়াছেন।

"পঞ্চাঙ্গানি পুরাণেষু আখ্যানকমিতি স্মৃতম্।
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"

মৎস্যপুরাণ, ৫৩ অঃ, ৬৪।

সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, বংশবর্ণনা, মন্বন্তর-কথন এবং বংশানুচরিত-কীর্ত্তন, পুরাণের এই পঞ্চাঙ্গের নাম "আখ্যান"। পুরাণে এই পঞ্চ লক্ষণ থাকে। শকুন্তলাপ্রসঙ্গ এই আখ্যানের অন্তর্ভূত। এই জন্য

"শকুন্তলা" উপাখ্যান। এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া নাটক রচিত হইয়াছে। পার্থক্য এই যে, নাটকের অভিনয় হয়; উপাখ্যানের হয় না।

এরূপ অবস্থায় উপাখ্যান অবলম্বনীয় হইলেও, উপাখ্যান ও নাটকে ত বিভিন্নতা থাকিবেই; সুতরাং পদ্মপুরাণের শকুন্তলোপাখ্যান, কালিদাস-কৃত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র অবলম্বনীয় হইলেও, প্রকৃতি-গঠন প্রভৃতিতে বিভিন্নতা ত থাকিবেই। বেণীসংহার নাটক মহাভারতের অবলম্বনে রচিত; বেণীসংহারের গঠন-প্রকৃতিতে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত না হইবে কেন? এবং সেক্সপিয়রের "রোমিও-জুলিয়েট" "হামলেটের" সৃষ্টি হইবার বহুপূর্ব্বে বহুবার, এইরূপ চরিত্র-চিত্র সাধারণে প্রদর্শিত হইয়াছিল; সে চিত্র কিন্তু অসম্পূর্ণ ও অস্ফুট। সেক্সপিয়রের হাতে তাহার সম্যক্ পুষ্টি ও পূর্ণতা সাধিত হয়। সেক্সপিয়রের সকল নাটক সম্বন্ধেই এইরূপ। সৃষ্টির প্রত্যেক কার্য্যই এই প্রকার। অতি-অপরিচ্ছন্ন খনিজ স্বর্ণখণ্ড হইতে সুন্দর সুষমা-সম্পন্ন নানাকৃতিশালী অলঙ্কার গঠিত হয়; এবং মালিন্যময় আদর্শ হইতে অসীম সৌন্দর্য্যময়ী প্রতি-

কৃতি প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। সেক্সপিয়রের নাটক-সমালোচনায় 'স' সাহেব এই কথাই বলিয়াছেন।*

প্রসঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, নাটক-লক্ষণাক্রান্ত রস-প্রবাহ না ভাঙ্গিয়া এবং নাটকের লক্ষণাদি পূর্ণ-ভাবে বজায় রাখিয়া, যিনি যত অধিক পরিমাণে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিবেন, তিনি ততই প্রতিষ্ঠাবান্ হইবেন। পদ্মপুরাণের শকুন্তলোপাখ্যান ও কালিদাসের "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" পাঠ করিলেই সহজেই এ প্রতীতি হইবে। নাটককারের এ অধিকারও আছে;—

"অবিরুদ্ধন্তু যদ্বৃত্তং রসাদিব্যক্তয়েহধিকম্।
তদপ্যন্যথয়েদ্ধীমান্ ন বদেদ্ বা কদাচন॥'
সাহিত্যদর্পণ, ৪৯৯ সূত্র।

---

* *We thus are in a position to compare the changes introduced by the consummate art of Shakspare into the rude draughts of his theatrical predecessors, and to appreciate the wise economy he showed in retaining what suited his purpose, as well as the skill he exhibited in modifying and alltering what did not. History of English Literature.*

ঋষি-প্রণীত আখ্যানে যাহা বিবৃত হয়, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যো নাই। পুরাণের "শকুন্তলা"ই সত্যকার। শকুন্তলা-চরিত্রনির্ণয়ে কালিদাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে গিয়াছেন; তাহা হইলেও প্রকৃতি ছাড়াইয়া যান নাই। কালিদাস পুরাণ ছাড়িয়া অনেকগুলি চরিত্র-সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতেও প্রকৃতির অধিকার পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। এই জন্যই কালিদাসের এত অপরিমেয় প্রতিষ্ঠা। গল্পভাগের বিভিন্নতা-সম্পাদনে কালিদাস প্রয়াস পান নাই। বিভিন্নতা অন্য রকমে। যে রকমেই হউক; অপ্রাসঙ্গিক নহে। তৎসম্বন্ধে কালিদাসের অপূর্ব্ব-কৌশলময়ী প্রতিভা সন্দর্শনে বাস্তবিকই বিমোহিত হইতে হয়।

মহাভারতের শকুন্তলা-বৃত্তান্ত অনেকেই পড়িয়াছেন; কালিদাসের "অভিজ্ঞান-শকুন্তল"ও অনেকেরই পঠিত; কিন্তু পদ্মপুরাণের শকুন্তলা-বৃত্তান্ত বোধ হয়, অনেকেরই অবিদিত। যখন চন্দ্রনাথ বাবুও সে কথার উল্লেখ করেন নাই, তখন এ কথা বলিতে অনেকটা সাহস হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ

করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"মহাভারতের আদি পর্ব্বে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার যে উপাখ্যান আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, কালিদাস অভিজ্ঞান-শকুন্তলা রচনা করিয়াছেন। উভয়বিধ শকুন্তলো-পাখ্যান পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কালিদাস মহাভারতীয় অকিঞ্চিৎকর উপাখ্যানে কি অদ্ভুত কৌশল ও অলৌকিক চমৎকারিত্ব সমা-বেশিত করিয়াছেন।"

এরূপ অবস্থায় পদ্মপুরাণের শকুন্তলোপাখ্যান পাঠকবর্গকে উপহার দিলে বোধ হয়, অনুপাদেয় হইবে না। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, প্রকৃতপক্ষে কালিদাসের কৃতিত্ব কোথায়? অতি প্রাচীন কাল হইতে ধার্ম্মিক গৃহস্থের গৃহে এই পুরাণের পাঠ হইয়া আসিতেছে। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র প্রতি অঙ্কে নায়ক দুষ্মন্তের চরিত্র-চিত্র ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। নাটকের কর্ত্তব্য এবং উদ্দেশ্য তাহাই ;—

"প্রত্যক্ষনেতৃচরিতো রসভাবসমুজ্জ্বলঃ।
ভবেদগূঢ়শব্দার্থঃ ক্ষুদ্রচূর্ণকসংযুতঃ॥"
সাহিত্যদর্পণ ২৭৮ সূত্র।

প্রতি অঙ্কের চিত্রব্যষ্টি একত্র করিলে যে এক মহা-চরিত্র-সমষ্টির ধারণা হয়, পদ্মপুরাণের উপাখ্যানকার প্রথমে দু-দশ কথায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এ উপাখ্যানে দুষ্মন্ত সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—

দুষ্মন্তো নাম রাজর্ষিশ্চন্দ্রবংশবিভূষণঃ।
পৌরবঃ সুমহাতেজা বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥
ধনুর্বিদ্যাসু নিপুণঃ সর্ব্বরাজগুণান্বিতঃ।
কন্দর্প ইব সৌন্দর্য্যে ধৈর্য্যে চ তুহিনাচলঃ॥
সমুদ্র ইব গম্ভীরঃ কুবের ইব ঋদ্ধিমান্।
প্রতাপে বাসবসমস্তেজস্বী ভানুমানিব॥
সৎসু স্নিগ্ধো যথা চন্দ্রো ধর্ম্মতন্ত্রে যথা মনুঃ।
স প্রজাঃ পালয়ামাস নৃপঃ পুত্রানিবৌরসান্॥"

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ১ম অঃ।

দুষ্মন্ত নামে চন্দ্রবংশবিভূষণ সুমহত্তেজশালী বেদবেদার্থপারগ সর্ব্বরাজগুণান্বিত পৌরবারাজর্ষি ছিলেন। তিনি ধনুর্বিদ্যায় সুনিপুণ, রূপে মদন, ধৈর্য্যে হিমাদ্রি, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, ঐশ্বর্য্যে কুবের, প্রতাপে ইন্দ্র, তেজে সূর্য্য, স্নেহে চন্দ্র ও ধর্ম্মতন্ত্রে মনুর সমান ছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে নিজ ঔরসজাত পুত্রবৎ পালন করিতেন।

গান্ধর্ব্ব বিবাহ ও নাটকত্বের সূচনা।

পদ্মপুরাণের ন্যায় মহাভারতেও দুষ্মন্তের চরিত্র-ভাব কয়েক ছত্রে প্রকটিত হইয়াছে। অবশ্য সে বর্ণনা-চাতুর্য্য অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও ভাবসমন্বিত। ইহার পর মৃগয়া-ব্যাপার ;—

> কদাচিন্মৃগয়াং রাজা স জগাম বলৈর্বৃতঃ।
> রম্যং স্যন্দনমারুহ্য নানামণিগণাচিতম্॥
> অথারণ্যে দদর্শাসৌ মৃগমত্যন্তমূর্জ্জিতম্।
> তমন্বধাবদ্ রাজর্ষির্ম্মৃগমাত্তশরাসনঃ॥
> মৃগোঽপি বলবাংস্তস্মিন্নুৎপ্লবেন মহাযশাঃ।
> ধাবত্যেব ততো রাজা বদ্ধামর্ষোঽনুধাবতি॥
>
> পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

কোন সময় রাজা নানামণি-খচিত মনোহর রথে আরোহণ করিয়া সসৈন্যে অরণ্য মধ্যে মৃগয়ার্থ গমন করেন। অরণ্য মধ্যে এক ঊর্জ্জিত মৃগ অবলোকন করিয়া, তিনি ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক তৎপশ্চাৎ ধাবমান হন। মৃগও উৎপ্লব গতিতে সবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজাও ক্রোধভরে তাহার অনুধাবন করিলেন।

এই মৃগয়াব্যাপারে কালিদাসের কৃতিত্ব কিরূপ, তাহা অভিজ্ঞানশকুন্তল-পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। মৃগানুসারী রাজাকে দেখিয়া সারথি বলিতেছেন :—

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্ম্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্॥

সারথি যাহা বলিলেন, দর্শক অভিনয়ে তাহা দেখিলেন। উপাখ্যানে অবশ্য সে আশা থাকে না। পশ্চাদ্ধাবিত মৃগের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, উপাখ্যানকার তাহা দেখান নাই, নাটককার সে সুন্দর চিত্র-পট চক্ষুর উপর ধরিলেন ;—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি।

কি অপরূপ সুন্দর চিত্র ! কি অলৌকিক অভাবনীয় স্বর্গীয় কবিত্ব ! ইতালীর চিত্রকর-গুরু গুইডোর হস্তে চিত্রিত সুন্দরী ক্লিওপেট্রার একখানি চিত্রের মূল্য শুনিয়াছি, ৭৫ হাজার টাকা।* পাঠক ! এ

*কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে এই চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

চিত্রের মূল্য নিরূপণ করিতে পারেন কি? এরূপ হৃদয়াদ্রাবক কবিত্ব অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ছত্রে ছত্রে। এরূপ মনোহর চিত্রও তাহার পত্রে পত্রে।

নাটকের মৃগয়া-ব্যাপারে নাটককারের কৃতিত্ব বহুপ্রকার। প্রস্তাবনায় সূত্রধার, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে বলিয়া দিলেন,—"মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগের পশ্চাদ্ধাবনে আসিতেছেন।" সম্মুখেই দেখিলাম, রথারোহণে, ধনুর্ব্বাণ হস্তে, মৃগের পশ্চাদ্ধাবনে, মহারাজ দুষ্মন্ত, দ্বিতীয় পিনাকীবৎ আসিয়া উপস্থিত। তাহার পর দেখিলাম, পশ্চাদ্ধাবিত মৃগের পশ্চাতে পশ্চাতে রথ যাইতেছে; মৃগ বারংবার ঘাড় বাঁকাইয়া, সুচারুভাবে সেই রথের দিকে চাহিতেছে; আর শর-নিক্ষেপভয়ে শরীরের পশ্চাৎ-ভাগ, সম্মুখ ভাগের দিকে অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়া রহিয়াছে; অর্দ্ধ-চর্ব্বিত কুশগ্রাস এই মৃগের শ্রম-শিথিল বদন-কুহর হইতে পথে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অত্যন্ত অধিক লম্ফন করিতেছে বলিয়া, মৃগ আকাশ-পথে অধিকতর এবং পৃথিবীতে অল্পমাত্র গমন করিতেছে।

নাটক-পাঠে বুঝা যায়, ভূমির বন্ধুরতানিবন্ধন, রথের গতি মন্দীকৃত হওয়ায়, মৃগ অতি দূর-বর্ত্তী হইয়াছে। আবার রশ্মি শ্লথ হওয়ায় দেখিলাম,—

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্ব্বকায়া
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্দ্ধকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ॥

কি সুন্দর চিত্র! কি অলৌকিক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! উপাখ্যানে এ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কৈ? রথ-বাহী অশ্বনিচয়ের সম্মুখাবয়ব আর সঙ্কুচিত নাই; তাহারা ইচ্ছামত তাহা দীর্ঘ করিয়া লইয়াছে; কেশর এবং চামর ইহাদের এখন নিশ্চল; কর্ণপুট উর্দ্ধীকৃত এবং অচল। অশ্বদিগের আত্ম-উত্থাপিত ধূলিও, তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। যেন ইহারা হরিণের গতিবেগের প্রতি ঈর্ষা করিয়া, এত বেগে দৌড়িতেছে। *

---

* এইরূপ বর্ণনাপাঠে মনে হয়, প্রাচীনকালে অতি বিস্তীর্ণায়তন ভূমি ব্যাপিয়া নাট্য-মঞ্চ প্রস্তুত হইত।

ক্রমে অশ্ব-বেগ দ্রুত হইতে দ্রুততর। এই খানে বুঝিলাম,—দার্শনিকের ভাব্য বিষয়, কবিরও কাব্যান্তর্ভূত ;—

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখ-নয়নয়ো-
র্ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে রথজবাৎ ॥

যাহা সূক্ষ্ম দেখাইতেছিল, রথের বেগবশতঃ তাহাই সহসা বৃহৎ দেখাইতেছে ; যাহার মধ্যস্থলে "ফাঁক", রথের বেগে তাহাই হঠাৎ যেন "যোড়ালাগা" বোধ হইতেছে ; যাহা স্বাভাবিক বাঁকা, রথবেগে তাহা সোজা দেখাইতেছে ; এবং ক্ষণমাত্রও আমার পার্শ্বে বা দূরে কোন পদার্থই থাকিতেছে না।

এ সব ত আর উপাখ্যানে নাই। ছায়ামাত্রে কি বিরাট চিত্র প্রকটিত হইল !

কালিদাসের সম্যক কৃতিত্ব বুঝাইয়া দিতে গেলে তিনখানি মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থেও সংকুলান হয় না। কাব্য-রসাস্বাদী কাব্যামোদী পাঠকগণ নিজে নিজে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া লউন। আমরা এখন উপাখ্যানকারের উপাখ্যান বিবৃত করিয়া যাই।

মধ্যে মধ্যে সাধ্যমত কালিদাসের কৃতিত্বের একটু একটু আভাস দিয়া যাইতে চেষ্টা করিবমাত্র।

মৃগয়াব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া, রাজা দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বের শান্তরসাস্পদ আশ্রম-সন্নিধানে এক আশ্রম-মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

ততঃ কণ্বাশ্রমাভ্যাসে মৃগং প্রতি মহাবলঃ।
সন্দধে শরমত্যুগ্রং শব্দভেদিনমাশু বৈ॥
তং তথা সংহিতশরং কণ্বশিষ্যাঃ সুদূরতঃ।
অব্রুবন্নাশ্রমমৃগো ন হন্তব্যো মহীপতে॥
তদাশ্রমমৃগেত্যেবং কর্ণার্দ্ধমাগতে শরে।
সংজহার মহাবাণং পৌরবঃ পৌরুষান্বিতঃ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবল নরপতি, মহর্ষি কণ্বের আশ্রম-সমীপে সমাগত হইয়া, মৃগের প্রতি অত্যুগ্র শর সন্ধান করিলেন। কণ্বশিষ্যেরা সুদূর হইতে বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! এ আশ্রম-মৃগ; ইহাকে বধ করিবেন না।" ইহা আশ্রম-মৃগ, এ কথা শুনিয়া, পৌরুষান্বিত পৌরবরাজ শর সংহার করিলেন।

এইখানে উপাখ্যানকার অপেক্ষা নাটক-কার কালিদাস আর একটু অগ্রসর হইলেন।

নিরপরাধে অস্ত্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; দীন জন উদ্ধারার্থই তাহা প্রযোজ্য। কালিদাস এই মহা শিক্ষা দিয়াছেন। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে" এই স্বল্পাক্ষর গুরুভাবপূর্ণ ছত্রটী দেখিতে পাইবে,—"আর্ত্ত-ত্রাণায় তে শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি।" ইহাই মহত্তম লোক-শিক্ষা। ইহাই রাজনীতির মূল মন্ত্র। মৃগয়া-ব্যপদেশে মহারাজ তুষ্মন্ত মুনিশিষ্যের নিকট এই মহা শিক্ষা পাইলেন।

ইহার পর রাজা, সেই অনির্দ্দেশ্য তেজস্বী অতুল-তপোবল-সমন্বিত ধ্বতিমান্ মহাত্মা কশ্যপ-নন্দন মহর্ষি কণ্বের সেই মধুকর-নিকর-ঝঙ্কার-নিনাদিত, নানাবিধ-বিহঙ্গনিচয়-সেবিত এবং ব্রহ্ম লোকসদৃশ শান্তরসাত্মক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, সেই কমলাসদৃশী রূপবতী তাপস-বেশধারিণী অনবদ্যাঙ্গী বরারোহা অসিতেক্ষণা অশ্রমললাম-ভূতা শকুন্তলাকে সখীগণসহ দেখিতে পাইলেন। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র এই খানে কালিদাসের কল্পনা কল্প-তরু। রস-রচনা পরম রমণীয় এবং কবিত্ব ও নাটকত্ব অতুলনীয়। বস্তুতঃ এই খানে কালিদাসের কৃতিত্ব অদ্বিতীয়। স্বভাব-সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার;

প্রেম-অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ ; মানব-চরিত্রের আমূল আলেখ্য এই খানে দেখিবে। এই খানে দেখিতে পাইবে, কালিদাসের চরিত্র-সৃষ্টির অমানুষিক্ শক্তি। স্ফুলিঙ্গে দাবানল,—বীজে মহীরুহ,—পরাগে পরার্দ্ধ, এই খানেই প্রকটিত। প্রেম-পরিণতি পরিণয়ের পূর্ব্বে (পূর্ব্বরাগে) আশার স্নিগ্ধ-শীতলোজ্জ্বল সিত-জ্যোৎস্নার এবং নৈরাশ্যের গভীর কুন্তল-কৃষ্ণ অন্ধকারের যে ঘাত-প্রতিঘাত এই খানে প্রবহমান, এ সংসারে আর কোন সাহিত্য-সাগরে তাহা আছে কি না, সন্দেহ।

কালিদাসের কৃতিত্ব অর্থাৎ নাটক ও উপাখ্যানের বিভিন্নতা আরও সোজা কাথায় বুঝাইতে হইলে, "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র এই স্থানটী তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। * (১) সেই কনক-কান্তি-মতী সরলা তাপস-বালা শকুন্তলা এবং তদেকপ্রাণা সখীদ্বয়ের রহস্য-রসালাপ। (২) বৃক্ষের অন্তরাল হইতে শকুন্তলা-সৌন্দর্য্যে দুষ্মন্তের আত্মবিসর্জ্জন ও

*সত্য সত্যই "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র এইরূপ এক একটী অংশ কাশীর রাজবাটীতে এক বৃহৎ প্রকাষ্ঠের প্রাচীরে চিত্রিত আছে।

আত্মসংগ্রাম। (৩) শকুন্তলা, সখী ও রাজার সম্মিলন। আশ্রম-পাদপলতায় আশ্রম-পালিতা শকুন্তলার সোদরা-স্নেহ কত, রাজা দুষ্মন্তের আত্ম-সংগ্রাম কেন, রাজাকে একটীবার দেখিয়া লইবার জন্য, সেই তাপসবালারও চরণযুগল কুশাগ্রে ক্ষত ও বসনাঞ্চল কুরুবককুঞ্জে আকৃষ্ট হইল কেন; উপাখ্যানকার সে সব কথার উল্লেখ করেন নাই। শকুন্তলার সেই অন্তস্তলবাহিনী অন্তঃসলিলা প্রেম-প্রবাহিণীর গভীরতাই বা কত, কালিদাস ভিন্ন আর কেহ তাহা দেখাইতে পারেন নাই। তবুও কি বুঝাইতে হইবে, কালিদাসের কৃতিত্ব কোথায়?

পুরাণে কি বিদুষক আছে? বিদুষক না থাকিলে কালিদাসের দুষ্মন্তকে হয়ত অন্তস্তাপের পুটপাকেই দগ্ধীভুত হইতে হইত। উপাখ্যানে আছে কেবল,—

> প্রত্যাখ্যাতসমুদ্‌যোগস্তুষার্ত্তঃ স মহিপতিঃ।
> তোয়মন্বেষয়ন্ কন্যা দদর্শপ্সরসাং সমাঃ॥
> স্বানুরূপঘটৈঃ কক্ষ বিন্যস্তৈঃ সরসঃ পয়ঃ।
> আহৃত্য সিঞ্চতীর্বালা বন্যানাশ্রমপাদপান্।
> তাসাং মধ্যেঽতিরম্যাঙ্গী কন্যা নাম্না শকুন্তলা।

রাজানং প্রেক্ষ্য সুস্নিগ্ধমুবাচ বচনং দ্বিজ ॥
ত্বমদ্যাতিথিরায়াতঃ সৎকৃতো যাস্যসি ধ্রুবম্
ইদমাসনমেতৎ তে পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ গৃহ্যতাম্ ॥
তদ্বাগমৃতসন্তুষ্টো গৃহীত্বাতিথিসৎক্রিয়াম্।
মদনাশুগসম্পাতকিঞ্চিৎস্পৃষ্টমনোরথঃ ॥
উবাচ রাজা দুষ্মন্তঃ কাসি কন্যাসি ভাবিনি।
পশ্যামি ত্বাং বরারোহে দেবীমিব দিব্যশ্চ্যুতাম্ ॥
রাজন্যোঽহং পুরুকুলে দুষ্মন্তো নাম ভূপতিঃ।
তচ্ছ্রুত্বা সা সখীং প্রাহ কথয় ত্বং মমোদ্ভবম্ ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

রাজা মৃগের অনুসরণবশতঃ তৃষ্ণাতুর হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে অপ্সরাসমা কন্যা-দিগকে দেখিতে পাইলেন। তাহারা স্বানুরূপ ঘট কক্ষে রাখিয়া, সরোবর হইতে জল সংগ্রহ করিয়া, বন্য-আশ্রম তরুদিগকে সিক্ত করিতেছে। তাহাদের মধ্যে অনবদ্যাঙ্গী শকুন্তলা-নাম্নী কন্যা রাজাকে দর্শন করিয়া, সুস্নিগ্ধ-বচনে বলিলেন, আপনি অদ্য অতিথিরূপে আসিয়াছেন। নিশ্চয়ই সৎকৃত হইয়া যাইবেন। এই আপনার আসন, এই পাদ্য, এই অর্ঘ, গ্রহণ করুন। রাজা তাঁহার বচন-সুধায় পরিতৃপ্ত হইয়া, অতিথিসৎক্রিয়া গ্রহণ করি-

লেন। তৎকালে মদনবাণ-সম্পাতে তদীয় মনোরথ কিয়দংশ স্পৃষ্ট হইলে, তিনি বলিলেন,—"ভাবিনি! তুমি কাহার কন্যা? বরারোহে! তোমাকে স্বর্গ-ভ্রষ্টা দেবীর ন্যায় দেখিতেছি। আমি ক্ষত্রিয়; পুরুকুলে আমার জন্ম; নাম দুষ্মন্ত।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলা সখীকে বলিলেন, তুমি আমার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

মহাভারতে কোন সখীরই উল্লেখ নাই। পদ্ম-পুরাণে অনেকেরই কথা পাওয়া গেল। নাম কিন্তু কাহারও নাই। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র সখীদ্বয় প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া। মহাভারতের শকুন্তলা নিজমুখেই আপনার জন্ম-কথা বলিতেছেন। পদ্ম-পুরাণ ও "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে" ইহা সখীমুখেই ব্যক্ত। কালিদাসের শকুন্তলা, মহাভারতের শকুন্তলা নহে; পদ্মপুরাণেরও নহে; এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কাহারও নহে; কেবল "কালিদাসের" নিজেরই সম্পত্তি। কালি-দাসের শকুন্তলা অন্তরের দাবানলে পুড়িয়া মরিতে পারেন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া অতিথির দুটো সাদর সম্ভাষণ করিতে পারেন না; জন্ম-বৃত্তান্তত অনেক কথা। মুখ নাইই ফুটুক; ঋষির আশ্রমে,

ঋষিপালিতা শকুন্তলা দ্বারা অতিথিসৎকারের ত্রুটি হইতে পারে না। শকুন্তলার অন্তর্নিহিত হৃদয়ের ভাবব্যঞ্জক সঙ্কেতে এবং লজ্জাভারাবনত কটাক্ষের নীরব ইঙ্গীতে সখীগণ দ্বারা অতিথির পরিচর্য্যা ? যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। আবার সখীমুখেই জন্ম-বিবরণ বর্ণিত হইল। পদ্মপুরাণের উপাখ্যানে তাহাই হইয়াছে। উপাখ্যানে সখীই বলিতেছেন, —

রাজন্যো গাধিতনয়ো বিশ্বামিত্রো মহামনাঃ।
বশিষ্ঠেন জিতো যুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যেন বলীয়সা ॥
গর্হয়ন ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মণ্যং বহুমানয়ন্।
ব্রহ্মণ্যার্থী তপস্তেপে বহুবর্ষসহস্রকম্ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা ভয়মাপন্নঃ শক্রঃ সংমন্ত্র্য দৈবতৈঃ।
মেনকাং প্রেষয়ামাস তপোবিঘ্নায় পার্থিব ॥
সাগত্য পুরতস্তস্য স্বর্গাভরণভূষিতা।
প্রলোভয়ামাস মুনিং বিশ্বামিত্রং সবিভ্রমৈঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়োঽপি কামেন তদপাঙ্গধনুশ্চ্যুতৈঃ।
কটাক্ষবাণৈ রাজেন্দ্র বিব্যধে গাধিনন্দনঃ ॥
ধৈর্য্যচ্যুতেঽথ বাহুভ্যামাশ্লিষন্ মেনকাং মুহুঃ।
রেমে চ মদনাবিষ্টঃ ক্ষণাৎ সংজ্ঞামবাপ সঃ ॥
ব্রীড়িতস্তাং বিসৃজ্যাথ বনেঽস্মিন্ প্রযযৌ দ্রুতম্।
মেনকাপি চ তং গর্ভং বিমুচ্য গহনে বনে ॥

শক্রলোকং সমাপেদে ন প্রৈক্ষত পুনর্নৃপ।
শকুন্তৈরথ গর্ভোঽসৌ ররক্ষে পৃথিবীপতে।
অতঃ শকুন্তলা নাম নৃপেয়ং বরবর্ণিনী॥
কণ্বস্তু সুমহাতেজাঃ কন্যাং বীক্ষ্য বনে স্থিতাম্।
অনুকম্প্য স্বসুতাত্বে কল্পয়ামাস সুন্দরীম্॥
মুনিনা সংভৃতা কন্যা তং তাতং মন্যতে সদা।
সুতাং কণ্বস্থ বিদ্ধীমাং মুনিবর্য্যস্থ ভূপতে॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

গাধিতনয় মহামনা রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তদীয় ব্রহ্মণ্যবলে পরাজিত হন। তখন তিনি ক্ষত্রিয়বলে ধিক্কার দিয়া এবং ব্রহ্মণ্যবলই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, ব্রাহ্মণ হইবার জন্য বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্র আত্মপদনাশ-শঙ্কায় ভীত হইয়া, দেবগণসহ মন্ত্রণা করিয়া, বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্নার্থ মেনকা অপ্সরাকে পাঠাইয়া দিলেন। দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, সেই মেনকা বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং নানা হাবভাবে মুনির মন ভুলাইয়া ফেলিল। বিশ্বামিত্র জিতেন্দ্রিয় হইলেও, মেনকার অপাঙ্গবিনির্ম্মুক্ত কটাক্ষবাণে বিদ্ধ ও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, মেনকাকে ভুজযুগলে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া

মদনাবিষ্ট-হৃদয়ে রমণ করিলেন। ক্ষণমধ্যে তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইল। তখন তিনি বড় লজ্জিত হইয়া, মেনকাকে বনে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর প্রস্থান করিলেন। মেনকাও গহন বনে গর্ভ ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রলোকে গমন করিল। গর্ভের সন্তানের প্রতি আর ফিরিয়াও চাহিল না। রাজন্! শকুন্তগণ ঐ সন্তান পোষণ করিতে লাগিল। এই জন্য এই বরবর্ণি-নীর নাম শকুন্তলা। সুমহাতেজা কণ্ব, কন্যাকে বনে পতিত দেখিয়া অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে আপনার পুত্রীত্বে কল্পনা করিলেন। কন্যাও মুনি-কর্ত্তৃক পালিত হইয়া, তাঁহাকে পিতা বোধ করিতে লাগিলেন। রাজন্! আপনি ইহাকে মুনিশ্রেষ্ঠ কণ্বের পুত্রী বলিয়া অবগত হউন।

শকুন্তলার জন্ম-বিবরণের গল্পভাগ মহাভারতেও এইরূপ বিবৃত হইয়াছে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'ও এই রূপ আছে। তবে গঠন তাহার অন্যরূপ। নাটক ও উপাখ্যানের তারতম্য এই খানে। গল্প-ভাগের অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা শুনিতে কষ্ট হয় না; অভি-নয়ে কিন্তু বড়ই বিরক্তি জন্মে; তাই নাটককারকে অভিনয়-সৌকর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, গল্পভাগে

ব্যবচ্ছেদ আনিতে হয়। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' তাহাই হইয়াছে। উপাখ্যানে দুষ্মন্তের আত্মগোপন নাই; "অভিজ্ঞানে" কিন্তু আছে। শকুন্তলার প্রেম-প্রগাঢ়তার পরীক্ষার জন্যই এই আত্মগোপন। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রেম-পরিণতি গোপনীয় পরিণয়। উপাখ্যান ও নাটকে এ পরিণতির বিভিন্নতা আদৌ নাই; কিন্তু প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য যে সম্পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। উপাখ্যানে যাহা প্রচ্ছন্ন থাকে, নাটকে তাহাই ফুটাইতে হয়। এই জন্য কোন কবি বলিয়াছেন,—"মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে যতগুলি গূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা আধ্যাত্মিক দর্শনের অপ্রাপ্য, তাহা কেবল কবিই দেখিতে পান। তাহার প্রকটনই নাটকের উদ্দেশ্য; সেই জন্য নাটকের সৃষ্টি।" এখন দেখুন, উপাখ্যানে কি আছে। শকুন্তলার জন্ম-বৃত্তান্ত শুনিয়া দুষ্মন্ত বলিলেন,—

> সুব্যক্তং রাজপুত্রীত্বং যথা কল্যাণি ভাষসে।
> অন্যথা পৌরবাণাং হি মনো নৈবানুরজ্যতি॥
> ভার্য্যা ভবতু সুশ্রোণী মমেয়ং মৃগলোচনা।
> সুবর্ণমালাং বাসাংসি কুণ্ডলে পরিহাটকে॥
> নানাপত্তনজে শুভ্রে মণিরত্নে চ শোভনে।
> আহরামি মহাভাগে নিষ্কাদীন্যতুলানি চ।

সর্ব্বং রাজ্যং প্রদাস্যামি ভার্য্যা ভবতু তে সখী॥
গান্ধর্ব্বেণ চ মাং বীরবিবাহেণ বৃণোতু চ।
বিবাহানাং হি রম্ভোরু গান্ধর্ব্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

কল্যাণি! তোমার কথামতে এই কন্যা নিশ্চয়ই রাজকুমারী; নহিলে পৌরবগণের মনে কখন অনুরাগ-সঞ্চার হয় না। অতএব এই মৃগলোচনা সুশ্রোণী আমার ভার্য্যা হউন। মহা-ভাগে! আমি ইহাঁকে সুবর্ণমালা, বিবিধ বস্ত্র, সুবর্ণ-ময় কুণ্ডলযুগল, নানাপত্তন-সমুৎপন্ন শুভ্র শোভন মণিরত্ন, অতুল নিষ্কাদি এবং সর্ব্বরাজ্য প্রদান করিব। তোমার সখা আমার ভার্য্যা হউন এবং গন্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করিয়া আমাকে বরণ করুন। অয়ি রম্ভোরু! যাবতীয় বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র এই খানে দুষ্মন্ত-সম্মুখে শকুন্তলার মুখ ফুটিয়াছিল। এই খানে দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি-সংগ্রামে সেই বজ্রাপেক্ষা দৃঢ়দেহ বলসম্পন্ন বিচিত্র-বীর্য্যবান্ দুষ্মন্ত পরাজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু কোমল-কলেবরা সরলা লজ্জাবতী অবলা শকুন্তলা মহা-জয়

লাভ করিয়াছিলেন। আত্মগৌরব, পবিত্র আশ্রমের মর্য্যাদা, অকলুষ ঋষিকুলের পবিত্রতা এবং আর্য্য-রমণী-মণ্ডলীর মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্যই লজ্জা-বতী লতাও, বিদ্যুৎবলে চমকিয়া বলিয়াছিলেন ;— "পৌরব! শীলতার নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন না। আমি আপনাকে ভালবাসি বটে ; কিন্তু আত্মসমর্পণে আমার কোন ক্ষমতা নাই।" দুষ্মন্তের যাহাই হউক; প্রকৃতির বিরোধে শকুন্তলা চরিত্রের অবিরোধ অক্ষুন্ন রহিয়াছে। উপাখ্যান ও নাটকের দুই ভিন্ন স্রোত, এই মহাসাগরে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে, উপাখ্যানের শকুন্তলা বলিতেছেন,—

ফলাহারগতো রাজন্ পিতা মে ইত আশ্রমাৎ।
মুহূর্ত্তস্তু প্রতীক্ষস্ব স মাং তুভ্যং প্রদাস্যতি।
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

আমার পিতা ফলাহরণ জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছেন। আপনি মুহূর্ত্তমাত্র প্রতীক্ষা করুন। তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিবেন।

রাজা কিন্তু ইহাতেও বাগ মানিলেন না। আবেগে আজ ত্রিভুবনবিজয়ী বীরাগ্রগণ্য মহীপতি আত্মহারা। রাজা বলিলেন,—

ইচ্ছামি ত্বাং বরারোহে ভজমানামনিন্দিতে।
ত্বদর্থং মাং স্থিতং বিদ্ধি ত্বদ্গতং হি মনো মম॥
আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব গতিরাত্মৈব চাত্মনঃ।
আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্ত্তুমর্হসি সুব্রতে॥
অষ্টাবেব মহাভাগে বিবাহা বেদসম্মতাঃ॥
ব্রাহ্মো দৈবস্তথার্ষশ্চ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ॥
মনুঃ স্বায়ম্ভুবো ধর্ম্মান্ পূর্ব্বপূর্ব্বান্ পুরাব্রবীৎ।
প্রশস্তাংশ্চতুরঃ পূর্ব্বান্ ব্রাহ্মণস্যোপধারয়॥
ষড়ানুপূর্ব্ব্যা ক্ষত্রাণাং বিদ্ধি ধর্ম্মাননিন্দিতে।
রাজ্ঞান্তু রাক্ষসোঽপ্যুক্তো বিট্শূদ্রস্বাসুরঃ স্মৃতঃ॥
পঞ্চানান্তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্ম্যৌ স্মৃতাবিহ।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন॥
গান্ধর্ব্ব-রাক্ষসৌ ক্ষত্রধর্ম্মৌ তৌ মা বিশঙ্কিথাঃ।
মিশ্রৌ বাপি পৃথগ্বাপি কর্ত্তব্যৌ দ্বৌ মহীভুজাম্॥
সা ত্বং মম সকামস্য সকামা বরবর্ণিনি।
গান্ধর্ব্বেণৈব ধর্ম্মেণ ভার্য্যা ভবিতুমর্হসি॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

হে বরারোহে! হে অনিন্দিতে! আমার ইচ্ছা, তুমি আমাকে ভজনা কর। আমি তোমারই জন্য অবস্থিতি করিতেছি। তুমি জানিও, আমার মন তোমাতেই আসক্ত হইয়াছে। আত্মাই

আত্মার বন্ধু ও আত্মাই আত্মার গতি, অতএব আপনি আমাকে সম্প্রদান কর। মহাভাগে! আট প্রকার বিবাহ বেদসম্মত। যথা,—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মনু, এই সকল বিবাহের পূর্ব্বে পূর্ব্বকে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম চারিটী বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত; প্রথমাবধি ছয়টী ক্ষত্রিয়ের, রাক্ষস-বিবাহ রাজাদের এবং আসুর বিবাহ বৈশ্য এবং শূদ্রের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত জানিবে। অয়ি অনিন্দিতে! শেষ পাঁচটীর মধ্যে তিনটী আবার ধর্ম্মসঙ্গত; পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। উহারা অধর্ম্মের আকর বলিয়া পরিগণিত। গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত। অতএব তোমার কোন শঙ্কা নাই, রাজারা হয় মিশ্রিত, না হয়, পৃথক্‌রূপে গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ করিবেন। বরবর্ণিনি! আমার যেমন তোমার প্রতি কামনা আছে, তোমারও তেমন আমার প্রতি অভিলাষ আছে, অতএব ধর্ম্মসঙ্গত গন্ধর্ব্ববিধানে আমার ভার্য্যা হও।

কালিদাসের শকুন্তলাকে এইখানেই মহা বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। অন্তরালে গৌতমী শকুন্তলাকে

ডাকিয়াই উদ্ধার করিলেন। এই খানে গৌতমীর অবতারণা না হইলে, রাজা যেরূপ বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে নাটকের যবনিকাপতন এই খানেই হইত। শকুন্তলা-সৌন্দর্য্য সমুজ্জ্বলীকৃত হইল এবং নাটকের নাটকত্ব ও কালিদাসের কৃতিত্ব অকুণ্ঠিত রহিল। উপাখ্যানকারকে সে প্রয়াস পাইতে হয় নাই। উপাখ্যানের শকুন্তলা বলিলেন ;—

যদি ধর্ম্মপথস্ত্বেষ যদি চাত্মা প্রভুর্ম্ম।
প্রদানে পৌরবশ্রেষ্ঠ শৃণু মে সময়ং প্রভো॥
প্রতিজানীহি সত্যং মে যথা বক্ষ্যামি তেঽনঘ।
মম জায়েত যঃ পুত্রঃ স ভবেৎ ত্বদনন্তরঃ।
যুবরাজো মহারাজ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
অভিজ্ঞানঞ্চ রাজেন্দ্র দেহি স্বমঙ্গুরীয়কম্॥
যদ্যেতদেবং রাজেন্দ্র অস্তু মে সঙ্গমস্ত্বয়া॥
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

যদি ধর্ম্মপথ এইরূপই এবং আত্মাই যদি আমার প্রভু হয়, তাহা হইলে পৌরবশ্রেষ্ঠ! আমি যে নিয়ম বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। অনঘ! আমি যাহা বলিব, আপনাকে তদ্বিষয়ে সত্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে আপনার পর যুবরাজ হইবে। মহারাজ! আমি ইহা সত্য

বলিতেছি। রাজেন্দ্র! অভিজ্ঞানস্বরূপ স্বীয় অঙ্গুরীয় আমাকে প্রদান করুন। যদি এই নিয়মে সম্মত হন, তাহা হইলে আমাকে বিবাহ করুন।

কালিদাসের শকুন্তলা কি এ কথা বলিতে পারেন? যে সলজ্জা-সরলা বালার কষিত বল্কলবাস সখীদিগকে শিথিল করিয়া দিতে হয়, গুঞ্জৎ-ভ্রমর-তাড়ন-ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি রবে যাঁহাকে সখীদিগের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে হয়, দুষ্মন্তের অসীম সৌন্দর্য্যে যাঁহার প্রাণ পরিপুর্ণ, দুষ্মন্তের বিরহে যিনি অনলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন, অথচ দুষ্মন্তকে পাইয়া, প্রাণ ভরিয়া, মুখ তুলিয়া, দুটী কথা বলিতেও যিনি লজ্জা পাইতেন, সেই ঈষৎ-স্ফুরণমুখী-কমলিনীসমা বিনয়ীবতী শকুন্তলা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এত বড় গলায়, এত বড় কথা কি বলিতে পারেন? পরিণয়-সম্বন্ধে দুষ্মন্তের নির্ব্বন্ধাতিশয্য উপাখ্যানে যেরূপ, নাটকেও সেইরূপ; কিন্তু নাটকে শকুন্তলা-চরিত্রে যে প্রেমাকাঙ্ক্ষিতার হৃদয়ব্যাপিনী ব্যাকুলতা দেদীপ্যমান, উপাখ্যানে তাহা আদৌ নাই। এরূপ অবস্থায় উপাখ্যানের শকুন্তলা, দুষ্মন্তের পরিণয়নির্ব্বন্ধতায় ভবিষ্যৎ ভাবিবার স্থান হৃদয়ে

অনেকটা পাইয়াছেন। নাটকের শকুন্তলা প্রেমা-কাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ; ভবিষ্যৎ ভাবিবার স্থান তাঁহার হৃদয়ে থাকিবে কেন? ভূত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, অনন্তই তাঁহার বর্ত্তমান। সেই বর্ত্তমানেই প্রাণ নিমজ্জিত। অনন্ত প্রেমে অনন্ত প্রাণ; অনন্ত প্রাণে অনন্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা; সুতরাং তাঁহার ভাবনা,—তাঁহার প্রাণের দেবতা প্রাণেই থাকুন; মুহূর্ত্তের জন্য যেন অন্তর্হিত না হন। উপাখ্যানের শকুন্তলা জানিতেন, রাজার অন্তঃপুরে আরও রাণী আছেন; নাটকের শকুন্তলাও বুঝিতেন তাহাই। বুঝা এক; কিন্তু ভাবনা বিভিন্ন। নাটকের শকুন্তলা একটু অনুরাগে অভিমানে, সখী প্রিয়ংবাদাকে বলিয়াছিলেন মাত্র "কেন সখি! উঁহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছ; উনিত অন্তঃপুরচারিণী প্রিয়তমা মহিষীদের বিরহে ব্যাকুল; সুতরাং ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র।" শকুন্তলার অনুরাগার্ণবে রাজা দুষ্মন্ত আজ পূর্ণভাবে নিমগ্ন; সুতরাং তাঁহার আর বলিতে বিলম্ব হইল না;—"শকুন্তলে! এ হৃদয়ের তুমি একমাত্র অধীশ্বরী!" চতুরা ও রসিকা প্রিয়ংবদা

এইবার পথ পাইয়া চাপিয়া ধরিল ;—"মহারাজ! আপনার অনেক প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী আছেন ; দেখিবেন যেন, আমাদের প্রিয়সখী কোন রকমে আমাদের কষ্টের কারণ না হন।" রাজার আর উপায়ান্তর কি? রাজা বলিলেন ;—

দুষ্মন্তের অন্যান্য সহধর্ম্মিণী থাকিলেও, দুষ্মন্ত কেবল আপন কুলগৌরব,—সাগর-মেখলা উর্ব্বী ও শকুন্তলাকেই বহু-মন্য করিবেন বলিয়াই প্রতিশ্রুত হইলেন। উপাখ্যানেও অন্য ভাব নহে ;—

এবমস্তিতি তাং রাজা প্রত্যুবাচাবিচারয়ন্।
অয়ি চ ত্বাং হি নেষ্যামি নগরং স্বং শুচিস্মিতে।
তথা ত্বমর্হা সুশ্রোণি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥
এবমুক্ত্বা স রাজর্ষিস্তামনিন্দিতবিগ্রহাম্।
জগ্রাহ বিধিবৎ পাণাবুবাস চ তয়া সহ।
বিশ্বাস্য চৈনাং স প্রায়দব্রবীচ্চ পুনঃপুনঃ॥
প্রেষয়িষ্যে চ নেতুং ত্বাং বাহিনীং মন্ত্রিভিঃ সহ।
বিভূত্যা পরয়োপেতাং নায়য়িষ্যামি সুব্রতে॥
ইতি তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায় স নৃপো মুনিসত্তম।
মনসা চিন্তয়ন্ প্রায়াদ্দত্বা চাপ্যঙ্গুরীয়কম্॥
কাশ্যপস্তপসা যুক্তঃ শ্রুত্বা কিংনু করিষ্যতি।
এবং বিচিন্তয়ন্নেব প্রাবিশন্নগরং নৃপঃ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

শকুন্তলা যাহা চাহিয়াছিলেন, রাজা কোন বিচার না করিয়া, 'তাহাই হইবে' বলিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "অয়ি শুচিস্মিতে! আমি তোমাকে অচিরেই স্বীয় নগরে লইয়া যাইব। আমি তেমার নিকট সত্যই বলিতেছি,—তুমি নগর-বাসের উপযুক্তা।" রাজর্ষি এই কথা বলিয়া, সেই অনবদ্যাঙ্গীর পাণিপীড়ন ও তাঁহার সহিত বাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার বিশ্বাস-সমুৎপাদনপূর্ব্বক গমনে উদ্যত হইয়া, বারংবার বলিতে লাগিলেন; "সুব্রতে! তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য মন্ত্রিদিগের সহিত বাহিনী প্রেরণ করিব।" রাজা তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া, মনে মনে চিন্তা করত অঙ্গুরী দান করিয়া প্রস্থান করিলেন; এবং 'তপস্বী কণ্ব এই ঘটনা শুনিয়া কি করিবেন,' ইহা ভাবিতে ভাবিতে নগরে প্রবেশ করিলেন।

উপাখ্যানের শকুন্তলা জোর করিয়া চাহিয়া যাহা পাইলেন, নাটকের শকুন্তলা না চাহিয়াও প্রকারান্তরে তাহাই পাইলেন। একের পাওনা জোরে, অপরের পাওনা অনুরাগে। এই স্বাতন্ত্র্যটুকুতে নাটক-চিত্রিত শকুন্তলা-চরিত্র অপ্রতিহত রহিয়াছে।

শকুন্তলার তপোবন-ত্যাগ ও নাটকত্বের পুষ্টি।

মহর্ষি কণ্বের তপোবনে মহারাজ দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। রাজা নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য, দুষ্মন্ত যতক্ষণ না, শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহার চিত্ত-প্রসাদ উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছিলেন, ততক্ষণ তিনি শকুন্তলাকে অঙ্গ-দানে সম্মত করাইতে পারেন নাই। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র এই ভাব; উপাখ্যানে অবশ্য সেই প্রতিশ্রুতি-ব্যাপার। উপাখ্যানে দুষ্মন্ত, কাজটাকে নিশ্চিতই ভাল মনে করেন নাই; নহিলে এ কথা বলিবেন কেন,—"তপস্বী কাশ্যপ এই ঘটনা শুনিয়া কি করি-বেন?" মহাভারতের দুষ্মন্তও ইহাই ভাবিয়া-ছিলেন,—"তপোযুক্ত ভগবান্ কণ্ব আশ্রমে আসিয়া, এ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, কি বলিবেন, কি করিবেন?" নাটকের দুষ্মন্তকে এরূপ ভাবিতে দেখি নাই। উপাখ্যানে যাহা প্রকৃত, নাটকে তাহা প্রকৃত না

হইলেও, প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া যায় নাই। যিনি সরল বিশ্বাসে, গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তিনি এরূপ ভাবিতে পারেন না। পূর্ণ প্রেমের পরিণতি-সাধনের অবশ্যম্ভাবী ফলে, ঘটনাচক্রে পড়িয়া দুষ্মন্তকে এইরূপই করিতে হইয়াছিল। তবে নাটকের দুষ্মন্ত নাই ভাবুন; প্রিয়ংবদাকে ভাবিতে হইয়াছিল; নহিলে প্রিয়ংবদা কেন এ কথা বলিবেন,—"পিতা কণ্ব এ কথা শুনিয়া কি বলিবেন ?"

শাস্ত্র-মর্ম্মানভিজ্ঞ সরলা রমণীর এরূপ ভাবনা অস্বাভাবিক নহে। উপাখ্যান বা নাটকে কাহারও দুর্ভাবনা ফলবতী হয় নাই। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া, এ কথা শুনিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বিরক্ত হন নাই। উপাখ্যানে এইরূপ আছে,—

এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র কণ্বোঽপ্যাশ্রমমাগমৎ।
শকুন্তলা তু পিতরং হ্রিয়া নোপজগাম তম্॥
বিজ্ঞায়াথ চ তাং কণ্বো দিব্যজ্ঞানেন মারিষ।
উবাচ ভগবান্ প্রীতো ব্রীড়মানাং শকুন্তলাম্॥
ত্বয়াদ্য ভদ্রে রহসি মামনাভাষ্য যঃ কৃতঃ।
পুংসা সহ সমাযোগো নাসৌ ধর্ম্মোপঘাতকঃ॥
ক্ষত্রিয়স্য হি গান্ধর্ব্বো বিবাহঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।

সকামায়াং সকামস্য নির্মন্ত্রো রহসি স্মৃতঃ॥
মহাত্মাসৌ মহারাজঃ পুরুবংশপ্রদীপনঃ।
যৎ পতিং প্রতিপন্না ত্বং ভজমানং শকুন্তলে॥
মমাপি চিন্তা হৃদ্যাসীৎ ত্বৎপ্রদানায় সুন্দরি।
যয়াহং নিয়তং দগ্ধো দাবেনেব মহাদ্রুমঃ॥
বরং ত্বৎসদৃশং লোকে নান্যমালোকয়ামি তে।
তেনায়ং নিশ্চিতো রাজা ময়াপি সদৃশো বরঃ॥
স যদি স্বয়মাগত্য ত্বামগৃহ্লাৎ করে নৃপঃ।
অভ্যর্থনার্থলঘুতা ন মমাভূদ্ গরীয়সী॥
মহাত্মা ভবিতা পুত্রস্তব সুভ্রু মহাবলঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যতে কৃৎস্নাং ভূমিং সাগরমেখলাম্॥
স্বনাম্না খ্যাতিমপ্যত্র বংশে সংজনয়িষ্যতি॥
পরঞ্চাভিগতস্যাস্য চক্রং নাম মহাত্মনঃ।
ভবিষ্যত্যপ্রতিহতং নিয়তং চক্রবর্ত্তিনঃ॥
ততঃ প্রক্ষাল্য পাদৌ সা সন্নিধায় ফলানি চ।
উপবিষ্টং গতশ্রান্তিমব্রবীৎ তং শুচিস্মিতা॥
যো ময়াসৌ বৃতো রাজা পৌরবঃ পুরুষোত্তমঃ।
স ত্বয়ানুমতো যস্মাৎ কৃতার্থাস্মি পিতঃ প্রভো॥
প্রসাদং কুরু তস্যাপি সামাত্যস্য মহীপতেঃ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইহার পর মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে সমাগত হইলেন। লজ্জাবতী শকুন্তলা পিতার নিকট যাইতে পারিলেন

না । কণ্ব দিব্য জ্ঞানে সমস্ত অবগত হইয়া, প্রীত মনে লজ্জাশালিনী শকুন্তলাকে বলিলেন;—"তুমি আমাকে না বলিয়া, পুরুষের সহিত যে সংসর্গ করিয়াছ, ইহাতে তোমার ধর্ম্মহানি হয় নাই । ক্ষত্রিয়ের গান্ধর্ব্ব বিবাহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত । নির্জ্জন স্থানে সকামা কামিনীর সহিত সকাম পুরুষের যে মন্ত্ররহিত সংসর্গ, তাহাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে । মহাত্মা মহারাজ দুষ্মন্ত পুরু-বংশের প্রদীপক । শকুন্তলে ! তিনি তোমাকে ভজনা করিয়াছেন ; এবং তুমিও তাঁহাকে পতিরূপে ভজনা করিয়াছ । তোমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিব, সতত আমার এই চিন্তা হইত । দাবানলে যেমন বৃক্ষ দগ্ধ হয়, সেইরূপ সেই চিন্তায় আমি দগ্ধ হইতে-ছিলাম । তোমার সদৃশ পাত্র কোথাও দেখি নাই । দুষ্মন্তকেই তোমার যোগ্য পাত্র মনে করিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম । তিনি যখন স্বয়ং আসিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর আমাকে অভ্যর্থনার জন্য গুরুতর লঘুতা স্বীকার করিতে হইল না । তোমার গর্ভের মহাবল মহাভাগ পুত্র এই সাগরমেখলা পৃথিবী ভোগ এবং স্বনামে বংশ প্রতিষ্ঠা করিবে । বিপক্ষের প্রতি রণযাত্রাকালে

সেই মহাত্মা চক্রবর্ত্তীর রথচক্র সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হইবে।" শুচিস্মিতা শকুন্তলা তাঁহার (ঋষির) পাদযুগল ধৌত করিয়া, ফলাদি আনায়ন করিলেন এবং মহর্ষি উপবিষ্ট ও বিগতশ্রান্তি হইলে পর, বলিলেন,—"প্রভো! পিতঃ! আমি সেই পৌরবরাজকে বিবাহ করিয়াছি, ইহা তোমার অনুমোদিত, ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে প্রার্থনা করি, সেই সামাত্য মহীপতির প্রতি প্রসন্ন হও।"

মহাভারতের এইখানে ঠিক এই ভাব। নাটকেরই বা কোন নয়? কিন্তু নাটকের এই খানে এই ভাব কি অপূর্ব্ব কৌশলে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা "অভিজ্ঞান-শকুন্তল"-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। নাটকের শকুন্তলাকে লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। মহর্ষি কণ্ব ইতিপূর্ব্বে দৈবাদেশে বুঝিয়াছিলেন,—শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের নির্জ্জনসম্মিলন সংঘটিত হইয়াছে। মহর্ষি কণ্বকে দৈবাদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইয়াছিল। সেই অগ্নিহোত্রগৃহে, অলক্ষ্যে যে অশরীর স্বর্গীয় মহা আরাবরূপে মহা আদেশ উত্থিত হইয়াছিল,—

"দুষ্মন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব॥"

তাহা কে উপেক্ষা করিতে পারে? যে শংসিত-ব্রত মহামুনি আজন্ম-মরণ-কালই তপোবনের নিভৃত নিলয়ে দেবসেবায় নিরত, তিনি দৈবাদেশ অবহেলা করিয়া, সংসার-সমাজের ভাবনা লইয়া, বিব্রত হইবেন কেন? যাহা দেবতার আদেশ, তাহা অবশ্যই সাধিত হইবে। এই জন্য শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্বের এত প্রসন্নতা।

নাটকে দৈববাণীর উল্লেখ আছে; উপাখ্যানে নাই। উপাখ্যানের কণ্ব দিব্য জ্ঞানে সকলই অবগত হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝায়, ত্রিকালের সর্ব্ব বিষয়, সর্ব্বদা কণ্বের সম্মুখে প্রতিভাত হইত। এই জন্য দৈববাণীর আবির্ভাব করিতে হয় নাই। কালিদাস নিশ্চিতই কণ্বকে এরূপ মনে করেন নাই। সকল ঋষি এরূপ নহেন। কাহারও সম্মুখে সতত সর্ব্ব কালের ব্যাপার প্রতিভাত থাকিত, কাহাকেও যোগবলে ধ্যান-ধারণায় সকল বিষয় অবগত হইতে হইত। কণ্ব শেষোক্ত শ্রেণীর ঋষি; নহিলে দুর্ব্বাসার অভিশাপের বিষময় ফল অবগত হইয়া, তিনি কি

শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইতে সাহসী হইতেন? শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের সম্মিলন-ব্যাপার জানিতে হইলে, যোগানুষ্ঠানে ধ্যান-ধারণা করিতে হইত। তাহার প্রয়োজন হয় নাই। শকুন্তলা-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহই ছিল না। তবে তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছিল। শকুন্তলা তাঁহাকে নিশ্চিতই এ বিবাহের কথা বলিতে পারিতেন না। তিনিও হয় ত অকস্মাৎ এ কথা কোনরূপে অবগত হইয়া, ক্রোধ করিতে পারিতেন। এই জন্য পূর্ব্বেই দৈববাণীতেই প্রকাশ হইয়া রহিল, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার সম্মিলন দেবসম্মত। এই দেবাদেশের অবতারণায়ও কালিদাসের কৃতিত্ব।

কি সুন্দর কৌশলে প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার কথোপকথনচ্ছলে, সেই দৈবশক্তির অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ হইয়াছে এবং কালিদাসের অলৌকিক কৃতিত্বই বা তথায় কিরূপ সংরক্ষিত হইয়াছে, অভিজ্ঞান-শকুন্তল-পাঠক ভিন্ন কে তাহার মর্ম্ম গ্রহণে সক্ষম হইবে?

দুষ্মন্তের শুভ কামনায় মহর্ষি কণ্বের নিকট উপাখ্যানের শকুন্তলা মুখ ফুটিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন; নাটকের শকুন্তলা তাহা করেন নাই; করিতেও পারেন না। উপাখ্যানের শকুন্তলা বর চাহিলেন; মহর্ষি কণ্বও বলিলেন;—

প্রসন্ন এব তস্যাহং পূর্ব্বমেব শুচিস্মিতে।
ব্রহ্মণ্যঃ পৌরবো রাজা ধর্ম্মাত্মা চ বিশেষতঃ।
কং দদামি বরং তস্মৈ ব্রূহি কল্যাণি মা চিরম্॥
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে শুচিস্মিতে! রাজা দুষ্মন্ত পরম ধার্ম্মিক; আমি পূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; তথাপি কি বর দিব, বল।

ততো ধর্ম্মিষ্ঠতাং বব্রে রাজ্যাচ্চাস্খলনং তথা।
শকুন্তলা পৌরবাণাং দুষ্মন্তহিতকাম্যয়া॥
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

শকুন্তলা কহিলেন, পৌরবগণের রাজ্য যেন অস্খলিত থাকে ও তাঁহাদের ধর্ম্মে মতি হয়।

ইহার পর উপাখ্যানে মহর্ষি দুর্ব্বাসার অভিশাপ-বিবরণাদি বিবৃত হইয়াছে। এইবার পাঠক বুঝিবেন, এ সম্বন্ধে গল্পাংশে কালিদাস কতদূর কৃতিত্বহীন। ঘটনা-তাৎপর্য্যে কালিদাসের কৃতিত্ব না থাকি-

লেও, সেইটুকুর সমাবেশে কিন্তু নাটক-বৃত্তির সবিশেষ চাতুর্য্যই রক্ষিত হইয়াছে। সেইটুকুর জন্য চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভক। নাটকের লক্ষণানুসারে বিবাহ, ভোজন, যুদ্ধ, রাজ্যবিপ্লব ও অভিসম্পাতাদির অভিনয় নিষিদ্ধ আছে বলিয়া, দুর্ব্বাসার আবির্ভাব ও শাপ, নেপথ্যেই সারিতে হইয়াছে। *

এখন পদ্মপুরাণোল্লিখিত বিবরণটুকু মনোযোগের সহিত পাঠ করুন ;—

পরেঽহনি মুনৌ যাতে বিরহেণ শকুন্তলা।
ন লেভে মনসঃ শান্তিং চিন্তয়ন্তী মহীপতিম্॥
ক্ষণং নিশ্বাসবহুলা সুষ্বাপ ধরণীতলে।
লিলেখ চ নখেন ক্ষ্মাং নাললাপ সখীজনৈঃ॥
ক্ষণং বিলোকয়ামাস দিগন্তান্ লোললোচনা॥
ধ্যায়ন্তী জগতীনাথং ক্ষণং প্রাপ্তমনোরথা।
আস্তে স্ম ধরণীপৃষ্ঠে ধ্যানস্তিমিতলোচনা॥

---

* দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যু রতং তথা।
দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমন্যদ্ ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ।
শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যুপরোধনম্।
স্নানানুলেপনে চৈভির্ব্বর্জ্জিতো নাতিবিস্তরঃ॥
সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র দুর্ব্বাসাস্তপসা জ্বলন্।
আজগামাশ্রমপদং কণ্বস্য দ্বিজসত্তম॥
দূরাদুচ্চৈর্ব্বভাষেঽথ কেয়ং পর্ণোটজে স্থিতা।
বিলোকয়তু মাং প্রাপ্তমতিথিং ভোজনার্থিনম্॥
ইত্যুচ্চৈর্মুহুরাভাষ্য ন প্রাপ্যাতিথিসৎক্রিয়াম্।
তপোধনশ্চুকোপাশু শশাপ ক্রোধনো মুনিঃ॥
যং ত্বং চিন্তয়সে বালে মনসাঽনন্যবৃত্তিনা।
বিস্মরিষ্যতি স ত্বাং বৈ অতিথৌ মৌনশালিনীম্॥
ইত্যেবমুক্তে বচনে ক্রোধাদ্ দুর্ব্বাসসা তদা।
সখী প্রিয়ংবদা নাম শুশ্রাব ক্রোধভাষিতম্॥
ত্বরয়াথ সমাগম্য পাদ্যাদিকৃতসক্রিয়া।
প্রসাদয়ামাস মুনিং মূর্দ্ধ্না তচ্চরণং গতা॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

পর দিন মহর্ষি কণ্ব প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলাও দুষ্মন্ত-বিরহে কাতরা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে আর শান্তি নাই। কেবল মহারাজ দুষ্মন্তেরই চিন্তা তাঁহার চিত্তে জাগরূক। ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস; ক্ষণে ধরাতলে শয়ন; কখন বা নখ দ্বারা মৃত্তিকা-খনন। সখীদিগের সহিত বাক্যালাপ নাই। কখন বা তিনি লোল-লোচনে চারিদিকে চাহিতেছিলেন; কখন তিনি দুষ্মন্তের ধ্যানে নিমগ্না হইয়া, তাঁহাকে পাইয়া-

ছেন বলিয়া মনে করিতেছেন, আবার কখন বা ধ্যান-স্তিমিত-লোচনে ধরাতলে শায়িতা। এমন সময় জ্বলন্ত তপোমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা ঋষি কণ্বের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"কে এই পর্ণোটজে আছে? [চাহিয়া দেখ; ভোজনার্থী অতিথি উপস্থিত।" বারংবার উচ্চৈঃস্বরে এই প্রকার আভাষণপূর্ব্বক অতিথি-সৎকার না পাইয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, এই বলিয়া শাপ দিলেন,—"হে বালে! তুমি যেমন অতিথির কথায় উত্তর দিলে না, তেমনই একাগ্রচিত্তে যাহার ধ্যান করিতেছ, সে তোমায় ভুলিয়া যাইবে।" দুর্ব্বাসা ঋষি ক্রোধে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে, শকুন্তলার সখী তাহা শুনিতে পাইলেন। প্রিয়ংবদা তখনই দৌড়িয়া গিয়া, ঋষির চরণতলে মস্তক পাতিয়া, পাদ্যাদি ক্রিয়ায় তাঁহার সন্তোষ বিধান করিল।

নাটকে শকুন্তলা-সখী প্রিয়ংবদাকে ঋষির কোপ শান্তি করিতে হইয়াছিল। উপাখ্যানেও তাহাই হইয়াছে। উপাখ্যানের প্রিয়ংবদা ঋষির চরণতলে পড়িয়া বলিলেন,—

পৌরবস্য ইয়ং রাজ্ঞী দুষ্মন্তস্য মহীভৃতঃ ।
বিশ্বামিত্রাত্মজা বালা মেনকাপ্সরসঃ সুতা ॥
কণ্বস্য দুহিতা চেয়ং পালনাৎ সুপতিব্রতা ।
চিন্তয়ন্তী পতিং মুগ্ধা বিরহেণ সুবিহ্বলা ॥
ন কিঞ্চিদভিজানাতি ন ভবাংস্তেন সৎকৃতঃ ।
নাবজ্ঞানান্ন গর্ব্বাচ্চ তত্তবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ।
যথা ন বিস্মরেদ্রাজা শাপান্তং কুরু তাপস ॥
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ইনি, পৌরবরাজ দুষ্মন্তের মহিষী ;—বিশ্বামিত্রের আত্মজা ;—মেনকার কন্যা ;—মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা। ইনি বিরহে বিমোহিত হইয়া, পতিচিন্তায় নিমগ্ন থাকাতে কিছুই জানিতে পারেন নাই ; অবজ্ঞা বা গর্ব্ববশত যে আপনার সৎকার করেন নাই, তাহা নহে ; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করুন,—রাজা যেন ইহাঁকে বিস্মৃত না হন ; শাপ সংহরণ করুন।

ঋষির চিত্তপ্রসন্নতা নাটকেও হইয়াছে। প্রিয়ংবদার কথায়, উপাখ্যানেও তাহাই হইল।

ততঃ প্রসন্নো দুর্ব্বাসাঃ প্রাহ শাপান্তকারণম্।
বিস্মৃতিস্তস্য রাজর্ষেস্তাবদেব ভবিষ্যতি ॥
প্রিয়ংবদে নৃপো যাবদভিজ্ঞানং ন পশ্যতি ।

ইতি কৃত্বা স শাপান্তং গৃহীত্বা সৎক্রিয়াং যযৌ ॥
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

দুর্ব্বাসা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—"যতক্ষণ রাজাকে কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখান না হইবে, ততক্ষণ রাজা শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন।" ঋষি এইরূপে শাপান্ত করিয়া, সৎক্রিয়া গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

উপাখ্যানের শকুন্তলা, দুষ্মেন্তর বিরহে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্যা। দুষ্মন্তেই তিনি তন্ময়ী। উগ্র তেজস্বী মহর্ষি দুর্ব্বাসার অগ্নিবর্ষিণী অভিশাপ-বাণী তাঁহার কর্ণকুহরে স্থান পাইল না। এ অভিশাপ-বৃত্তান্ত মহাভারতে নাই। কালিদাস উপাখ্যান হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। তা করুন, "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র এক ছত্রে শকুন্তলার যে বিরহ-ব্যাপকতার, যে পতি-প্রেম-তন্ময়তার পরিচয় পাই, উপাখ্যানে তাহা নাই; আর কুত্রাপিও নাই। সখীরা পদ্মপত্রের ব্যজন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"সখি! পদ্মপত্রের ব্যজনে সুখানুভব হইতেছে কি?" শকুন্তলা উত্তর দিলেন,—"তোমরা কি ব্যজন করিতেছ?" কি অভাবনীয় বিরহ-বিপর্য্যয়!! এ বিরহ-বিপর্য্যয়ের বিকাশ কালিদাসের এক ছত্রে!

মহাকবির নাটকে 'অভিজ্ঞান-তত্ত্বে'র উৎপত্তি এইখানে; কৃতিত্ব এখানে নহে। কৃতিত্ব বুঝিবেন, উপাখ্যানে আরও একটু অগ্রসর হইলে। কেবল কৃতিত্ব নহে, নাটক ও উপাখ্যানের পৃথকৃত্ব উপলব্ধি এইখানে অনেকটা হইবে। অগ্রে উপাখ্যান-বিবৃতি গ্রহণ করুন, তার পর মহাকবির সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি-শক্তির আরও আভাস পাইবেন। উপাখ্যানে এইমাত্র আছে ;—

অথ তস্যাস্তদা গর্ভো রাজর্ষেস্তেজসা ভৃতঃ।
শশীব বিশদে পক্ষে বর্দ্ধতে স্ম দিনে দিনে॥
কণ্বোঽপি ভগবান্ দৃষ্ট্বা দোহদং সমুপস্থিতম্।
মুদা পরময়া যুক্তঃ পৃষ্ট্বাভিলষিতং হিতম্।
সম্ভাবয়তি বন্যানি মূলানি চ ফলানি চ॥
অথ তাং সপ্তমে মাসি গর্ভে স্ফূর্ত্তিমুপেয়ুষি।
উবাচ ভগবান্ কণ্বো মুনিমণ্ডলমধ্যগাম্॥
কন্যা পিতৃগৃহে নৈব সুচিরং বাসমর্হতি।
লোকাপবাদঃ সুমহান্ জায়তে পিতৃবেশ্মনি॥
নার্য্যাঃ পতির্গতির্ভর্ত্তা তপশ্চ পরমং পতিঃ।
দৈবতং গুরুরার্য্যশ্চ পতিঃ স্ত্রীণাং পরং পদম্॥
যং প্রসোষ্যসি দেবি ত্বং ভবিতা স মহাবলঃ।
রাজপুত্রো বনে স্থাস্যত্যয়ং নাপ্যুচিতো বিধিঃ॥

অতস্ত্বাং প্রেষয়িষ্যামি নিকটং তস্য ভূভৃতঃ।
পত্যুঃ প্রেমা হি নারীণাং পরং সৌভাগ্যমুচ্যতে॥
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড,দ্বিতীয় অধ্যায়।

শকুন্তলা, রাজার সহবাসে গর্ভাবতী হইয়াছিলেন। অনন্তর সেই গর্ভ শুক্লপক্ষের শশীর মত দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। ভগবান্ কণ্ব শকুন্তলার দোহদ উপস্থিত দেখিয়া, পরম আহ্লাদসহকারে অভিলষিত ফলমূলাদি আনিয়া দিলেন। সপ্তম মাসে গর্ভ উপচিত হইয়া উঠিলে, মহর্ষি কণ্ব মুনি-মণ্ডলমধ্যগামিনী শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "চিরকাল কন্যার পিতৃগৃহে থাকা উচিত নহে। পিতৃগৃহে লোকাপবাদের সম্ভাবনা; বিশেষতঃ পতিই নারীর পরম গতি; পতিই নারীর পরম তপস্যা ও পতিই নারীর দেবতা, গুরু, আর্য্য, গতি ও পরমপদ। দেবি! তুমি যাহাকে প্রসব করিবে, সে মহাবলসম্পন্ন হইবে। রাজপুত্রের বনে থাকা উচিত নহে; অতএব তোমাকে স্বামিসমীপে প্রেরণ করিব। পতিপ্রেমই স্ত্রীর পরম সৌভাগ্য বলিয়া উল্লিখিত হয়।"

নাটকে প্রিয়ংবদার মুখে এইরূপ কণ্ব-কথা অনসূয়ার নিকট কথিত হইতেছে। নাটক-কলেবর বিস্তার-ভয়ে নাটককারকে এই পথ অনেক সময়

অবলম্বন করিতে হয়। কালিদাসকে তাহাই করিতে হইয়াছে। এক দৃশ্যে দুই কার্য্য হইল। সখী শকুন্তলার প্রতি সখীদ্বয়ের প্রেমানুরাগিতা এবং পতি-গৃহ-গমন-যোগ্যা পিতৃ-গৃহবাসিনী গর্ভবতী কন্যার প্রতি পিতার কর্ত্তব্যতা, দুইটী এক ক্ষেত্রে এক সঙ্গে প্রদর্শিত হইল। তবে পুরাণে ঋষির কথায়, শকুন্তলা যে উত্তরটুকু দিয়াছেন, নাটকে তাহা নাই। উপাখ্যানের শকুন্তলা বলিলেন,—

পিতস্তেঽনুগৃহীতাস্মি পতিদর্শনবার্ত্তয়া।
নানুজ্ঞাং প্রার্থয়ে তুভ্যং স্নেহভঙ্গভয়াৎ তব॥
ন জানে কো ময়া গর্ভে ধৃতোঽয়ং পুরুষোত্তমঃ।
যত্তেজসা ন শক্নোমি স্থাতুমেকত্র মারিষ॥
তদদ্যৈব গমিষ্যামি রাজর্ষেস্তস্য চান্তিকম্।
অনুজ্ঞাং দেহি মে তাত কৃপয়া তাপসোত্তম॥
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ২য় অধ্যায়।

পতি-দর্শনে যাইব, একথা শুনিয়া আমি অনুগৃহীত হইলাম। পিতঃ! পাছে তোমার স্নেহ হারাই, এই ভয়ে আমি আজ্ঞা প্রার্থনা করি নাই। জানি না, আমি কোন্ পুরুষোত্তমকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি। তাহার তেজে আমি একস্থানে থাকিতে পারি না। অতএব অদ্যই আমি রাজ-সমীপে গমন করিব। আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুজ্ঞা দিউন।

পিতৃস্থানীয় ঋষির নিকট হইতে উপাখ্যানের শকুন্তলা, পতিসকাশে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু নাটকের শকুন্তলা, সেরূপ প্রার্থনা করেন নাই; করিতেও পারেন না। কোন বয়ঃস্থা গৃহস্থ-কুলবালাও এরূপভাবে এরূপ অনুমতি প্রার্থনা করিলে, লজ্জাহীনতার কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়া থাকেন।

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কণ্বঃ স্নেহপ্রসরবিপ্লুতঃ।
অনুজ্ঞাপ্য মুনীনন্যান্ মুনিপত্নীশ্চ সুব্রতাঃ॥
উবাচ পরয়া প্রীত্যা প্রেষয়ামি শকুন্তলাম্।
ভর্ত্তুর্গৃহায় কল্যাণ্যঃ কল্যাণং কুরুত ধ্রুবম্॥
তাশ্চ বাক্যং মুনেঃ শ্রুত্বা প্রেমাশ্রুক্লিন্নলোচনাঃ।
আশীর্ভিরনুকূলাভিঃ প্রাযুঞ্জত শকুন্তলাম্॥
বিচিত্রৈরপ্যাভরণৈঃ কেশবন্ধাদিভিস্তথা।
গাত্রোদ্বর্ত্তনসংমার্ষ্টি-হরিদ্রাতৈলসঙ্গতৈঃ।
ভূষয়ামাসুরব্যগ্রা মুনিপত্ন্যঃ শকুন্তলাম্॥
শুশুভে সা মহাভাগা বিশ্বামিত্রসুতা সতী।
নিতরাং গর্ভিণী বালা চন্দ্রলেখেব বিচ্যুতা॥
অথ গুল্মলতাবৃক্ষান্ হরিণান্ হরিণাঙ্গনাঃ।
উবাচ কণ্বঃ প্রেমার্দ্রো মুঞ্চন্নশ্রুকলা মুহুঃ॥
যুষ্মাকং পরমপ্রেম্না বাসিতেয়ং সুতা মম।
সর্ব্বে কুরুত কল্যাণং সুখং যাতু শকুন্তলা॥

ইতি সর্ব্বানমুজ্ঞাপ্য কণ্বো মতিমতাং বরঃ।
আহূয় গৌতমীং বৃদ্ধাং সখীঞ্চাস্যাঃ প্রিয়ংবদাম্।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা শিষ্যৌ চাপি মহাব্রতৌ॥
যাত যূয়ং মহীভর্ত্তুর্দুষ্মন্তস্য পুরং প্রতি।
ইমাং শকুন্তলাং রাজ্ঞি সমর্প্য পুনরেষ্যথ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গৌতমী চ প্রিয়ংবদা।
মুনিঃ শার্ঙ্গরবঃ শিষ্যস্তথা শারদ্বতো মুনিঃ॥
তথেতি প্রতিগৃহ্যাথ মুনেরাজ্ঞাং স্বমূর্দ্ধসু।
শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য পন্থানং প্রতিপেদিরে॥
অথ দক্ষিণতস্তস্যাঃ শিবা ঘোরং ববাশিরে।
মৃগাশ্চ চেলুঃ সব্যেন বাতা বান্তি স্ম ধূষরাঃ॥
তদালোক্য সমুদ্বিগ্না পথি যান্তী শকুন্তলা।
নিতম্বিনী গর্ভসত্ত্বা ন শেকে চলিতুং দ্রুতম্॥
অথ মধ্যাহ্নসময়ে প্রাপ্য প্রাচীং সরস্বতীম্।
মুনেঃ শিষ্যৌ চ মধ্যাহ্নক্রিয়াং চক্রতুরেব তৌ॥
প্রিয়ংবদা গৌতমী চ সলিলং তজ্জগাহতুঃ।
শকুন্তলাপি তত্রৈব স্নানার্থমুপচক্রমে॥
প্রিয়ংবদাকরে ন্যস্য অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয়কম্।
স্নাতুং সরস্বতীতোয়মগাহত সুলোচনা॥
প্রিয়ংবদা তু তদ্ গৃহ্য বসনাঞ্চলমধ্যতঃ।
যাবন্ন্যস্তবতী তাবৎ পপাত সলিলে দ্বিজ॥
প্রিয়ংবদা ভিয়া তস্যৈ বৃত্তান্তং ন ন্যবেদয়ৎ।
শকুন্তলাপি তৎ সখ্যৈ পপ্রচ্ছাপি ন বিস্মৃতা॥

ততঃ স্নাত্বা চ তে সর্ব্বে সমাপ্য বিধিবৎ ক্রিয়াম্।
দুষ্মন্তপুরমাসেদুস্তাস্ত্রিয়স্তৌ চ তাপসৌ॥
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

শকুন্তলার কথা শুনিয়া, ভগবান্ কণ্ব স্নেহার্দ্র-চিত্তে অন্যান্য মুনি ও মুনি-পত্নীদিগকে বলিলেন,—"আমি শকুন্তলাকে স্বামি-গৃহে পাঠাইব; আপনারা অনুমতি দান ও কল্যাণ বিধান করুন।" ঋষিপত্নীরা মুনির কথা শুনিয়া, প্রেমাশ্রুক্লিন্নলোচনে শকুন্তলার গাত্রোদ্বর্ত্তন, সংমার্ষ্টি ও হরিদ্রা তৈল সমবেত কেশবন্ধাদি বিবিধ আভরণে ভুষিতা করিয়া অনুকূল আশীঃপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। শকুন্তলা গগণ-চ্যুত শশাঙ্করেখার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন কণ্ব মুনি দরবিগলিত অশ্রুধারে কাঁদিতে কাঁদিতে পুষ্প, লতা ও হরিণীদিগকে বলিলেন,—"তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, আমার পরম-প্রেম-পালিতা শকুন্তলা গমন করুক।" তাহার পর তিনি বৃদ্ধা, গৌতমী, সখী প্রিয়ংবদা ও মহাব্রত শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন,—"তোমরাও দুষ্মন্তের নিকট গিয়া, শকুন্তলাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া ফিরিয়া এস।" মুনিবরের কথা শুনিয়া গৌতমী, প্রিয়ংবদা ও শিষ্য শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত, তাঁহার

আজ্ঞা শিরোধার্য্যপূর্ব্বক শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। পথে নানা দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইল; —দক্ষিণে শৃগালসমূহ চীৎকার করিতেছে,—বামে মৃগযুগ চলিয়া যাইতেছে,—ধূলিমিশ্রিত বায়ু বহিতেছে। পথে এই সব দুর্লক্ষণ দেখিয়া শকুন্তলা উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি গর্ভভরে ও নিতম্বভারে দ্রুত যাইতে পারিলেন না। অনন্তর মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে, শিষ্যদ্বয় সরস্বতী নদীতে তৎকালোচিত কর্ত্তব্য সমাধা করিলেন। প্রিয়ংবদা ও গৌতমী অবগাহন করিলেন। শকুন্তলাও প্রিয়ংবদার হস্তে অঙ্গুরীয় ন্যস্ত করিয়া স্নান করিবার নিমিত্ত সরস্বতীতে অবগাহন করিলেন। প্রিয়ংবদাও অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া, যেমন বস্ত্রাঞ্চল মধ্যে স্থাপন করিবেন, অপনি তাহা জলে পড়িয়া গেল। তিনি ভয়ে শকুন্তলাকে একথা জানাইলেন না। শকুন্তলাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলেন। অনন্তর সকলে স্নানান্তে যথাবিধি ক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক দুষ্মন্তপুরে সমুপস্থিত হইলেন।

এই হইল উপাখ্যান-বিবৃতি। এখন কালিদাসের কৃতিত্ব, এইখানে কতটুকু, তাহা বোধ হয় আর

বেশী বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। উপাখ্যানে যাহা বুঝা গেল, নাটকে তাহাই আছে। উপাখ্যানের অভিনয় হয় না; সুতরাং উপাখ্যানে যাহা আছে, নাটকে তাহা অভিনয়ের উপযোগিভাবে সন্নিবেশিত করিতে হয়। তাহাতেই কালিদাসের অপূর্ব্ব কবিত্ব। স্থূলভাবে যাহা বর্ণিত, তিল তিল করিয়া নাটকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার উপাখ্যানে যাহা নাই, নাটকে তাহার প্রয়োজন হইয়াছে। উপাখ্যানকার বলিলেন,—"শকুন্তলা স্বামিগৃহে যাইবে, ঋষিপত্নীরা আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। নাটককার তাঁহার বিশাল চিত্রপটে আঁকিয়া দেখাইলেন,—ঋষিপত্নী কিরূপ; তাঁহারা কিরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং কি বলিয়াই বা করিলেন। কেহ বলিলেন, "তুমি পাটেশ্বরী হও;" কেহ বলিলেন,—"তুমি বীরপ্রসবিনী হও"; আবার কেহ বলিলেন,—"স্বামি-সোহাগিনী হও"। এ সময়ে ইহা অপেক্ষা আর আশীর্ব্বাদ কি আছে? কবির কৃতিত্বপ্রতিষ্ঠার পরিচয় আর অধিক কি দিব? ইহার পর উপাখ্যানকার শকুন্তলাকে সাজাইলেন। উপাখ্যানকার যাহাতে সাজাইলেন, নাটককারের

তাহাতে তৃপ্তি নাই । শকুন্তলা আশ্রম-পালিতা ঋষিবালা হইলেও ত আজ রাজরাণী । রাজরাণীর যোগ্য অলঙ্কার না হইলে, শকুন্তলা-রাজরাণীর শোভা হইবে কেন ? তাই ত প্রিয়ংবদা বলিয়া ফেলিল,—

"আহরণোইদং রবং অস্‌সমসুলহেহিং
পসাহণেহিং বিপ্পআরীঅদী ।"

আশ্রমসুলভ পুষ্পাদিরচিত অলঙ্কারে প্রিয়ংবদা তৃপ্ত নহে,—চাহে রাজরাজেশ্বরীর সৌন্দর্য্যসাধন অলঙ্কার ! অভাব কি ? অতুল তপোবল-সম্পন্ন মুনিবর কণ্বের অভাব কি ? অসম্ভবই বা কি ? শিষ্যগণ ঋষির আদেশে কুসুম সংগ্রহ করিতে গিয়া, অলৌকিক অলঙ্কার সংগ্রহ করিলেন । এমন না হইলে তপঃপ্রভাব কি ? মহাকবি কালিদাস নাটক লিখিতে বসিয়া তপঃপ্রভাবের এ পরিচয় দিতে বিস্মৃত হইতে পারেন কি ?

অলঙ্কার ত মিলিল, সাজাইবে কে ? সাজাইল সখী প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া । কোথায় কিরূপে কি অলঙ্কার পরিতে হয়, চির-আশ্রমপালিতা সরলা নিরলঙ্কারা ঋষিবালা তাহার কি জানে ? কবির বিচিত্র কৌশলে অলঙ্কৃত চিত্রিত রমণীর আদর্শেই

শকুন্তলাকে সাজান হইল। * তবুও বলিবে কালি-দাসের কৃতিত্ব কোথায়? বুঝিলে না,—নাটক ও উপাখ্যানে প্রভেদ কি?

এইবার বিদায়! এ বিদায়ে কালিদাসের কৃতিত্ব কি,—জানিতে চাও ত, চন্দ্রনাথ বাবুর "শকুন্তলা-তত্ত্ব" মনোনিবেশে পাঠ কর। সে কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া এখানে পুনরুল্লেখমাত্র। আর বুঝিতে চাও ত,--"অভিজ্ঞান শকুন্তলে"র চতুর্থ অঙ্কটা ভাল করিয়া সৎগুরুর নিকট উপদেশ লইয়া পড়িয়া দেখ। স্বহস্তে পোষিতা, সস্নেহে পালিতা অপত্যনির্ব্বিশেষা কন্যাকে বিদায় দিতে অচল-অটল-হৃদয় বনবাসী ঋষিরও মন কিরূপ বিচলিত হয়, তাহ'র সজীব চিত্র দেখিতে চাও ত দেখিবে, কালিদাসের "অভি-জ্ঞান-শকুন্তলে"। উপাখ্যানে তোমার সে চিত্র কৈ? উপাখ্যান বলিতেছে,—শকুন্তলাকে বিদায় দিতে চক্ষে জল আসিয়াছিল। নাটক বলিতেছে,—

* এইখানে নাটকে অলঙ্কার-বৃত্তির একটু ব্যত্যয় ঘটি-য়াছে। নাট্য-মঞ্চে কোন লজ্জাজনক অভিনয় দেখান উচিত নহে। এখানে কিন্তু শকুন্তলা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এটা লজ্জাজনক ক্রিয়া। কেন এমন হইল, বুঝা যায় না। বোধ হয়, এ অংশ আধুনিক সংযোজন।

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্ব্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং ন তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥"

আজ আমার প্রিয়-বস্তু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। হৃদয় আজ দুঃখে পরিপূর্ণ; শোক-প্রবাহে আমার আর কথা বাহির হইতেছে না; কি বলিব, কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না; চক্ষু আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। আমি বনবাসী, আমারই যখন এরূপ অবস্থা, তখন না জানি, সামান্য গৃহস্থের কন্যা-বিরহে কি নিদারুণ যাতনা হয়!

যখন অতুল-তপোবল-সম্পন্ন ঋষির এইরূপ অবস্থা, তখন কোমল-প্রাণা শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার কথা কি আর বলিতে হইবে? শকুন্তলা আশ্রমের মৃগ, বৃক্ষ, লতা, সখী, পিতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন বলিয়া, অবিরল অশ্রুধারে পৃথিবী ভাসাইতেছেন; আর মহর্ষি কণ্ব শোক-প্রবাহে ভাসমান হইয়া শকুন্তলাকে সুস্থির-চিত্তে সান্ত্বনা করিতেছেন; এ সজীব শোকসান্ত্বনা-পূর্ণ চিত্র জগতে আর কোথায় পাইবে? সে

অন্তর্লীন আভ্যন্তরীণ ভাব-চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়া সমুজ্জ্বল রঙ্গে উদ্ভাসিত হইয়াছে, কেবল মহা-নাটকের মহা-কলেবরে। আবার উপাখ্যান বলিতেছে,—"কন্যার পিতৃগৃহে বহু দিন থাকা উচিত নহে।" নাটকও তাহাই বলিতেছে; অধিকন্তু নাটক বলিতেছে;—"গুরু জনের সেবা করিবে; সপত্নীর সঙ্গে সখীবৎ ব্যবহার করিবে; স্বামী তোমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিলেও তুমি তাঁহার প্রতিকূলাচারিণী হইও না; ভৃত্যবর্গের প্রতি অনুকূলা থাকিবে; সুখসৌভাগ্যে অগর্ব্বিতা হইবে।"

এখানে উপাখ্যান আর্য্যমহিলাকুলকে যাহা না শিখাইল, নাটক আজ তাহা শিখাইল। আর্য্য গৃহস্থ রমণীকুলের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা আর কি আছে? উপাখ্যানে আছে, শকুন্তলার সহিত প্রিয়ংবদা চলিল; নাটকে তাহা নাই। নাটকের শকুন্তলা প্রিয়ংবদাকে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ঋষি বলিলেন, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিতে হইবে। তাহাদিগের তোমার সঙ্গে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। এতদ্ব্যতীত কণ্বের মুখ দিয়া কবি বুঝাইয়াছেন, শকুন্তলা বয়স্থা বটে; কিন্তু স্বামি-

সকাশে যাইতে তাহার কোন প্রতিবন্ধক নাই; কিন্তু সখীরা বয়স্থা; পরপুরুষ দুষ্মন্তের নিকট তাঁহাদের গমন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এ কর্ত্তব্যতা-প্রতিষ্ঠার প্রকটনেও কালিদাসের কৃতিত্ব।

কালিদাসের কৃতিত্বও অন্য প্রকারে। উপাখ্যানের প্রিয়ংবদাকে শকুন্তলার সহিত যাইতে দেখিয়া, আমরা বিস্মিত হইয়াছি। দুর্ব্বাসার অভিশাপে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই। গৌতমী, শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবকে মহারাজা দুষ্মন্ত যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ নাটকে নাই। তাঁহাদিগকে রাজা না জানিতে পারেন। প্রিয়ংবদাকে রাজা দেখিয়াছিলেন, আলাপ-পরিচয় রহস্য-রঙ্গ করিয়াছিলেন, সে প্রিয়ংবদাকে রাজা কিসে না চিনিলেন? নাটকে এই অসঙ্গতি দোষটুকু ঘটিবে বুঝিয়া, কালিদাস প্রিয়ংবদাকে শকুন্তলার সহিত পাঠান নাই। তাহা হইলে নাটক মাটী হইত।

কালিদাসের কৃতিত্ব-পরিচয় পঞ্চমাঙ্কে আরও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদের প্রকোষ্ঠে দুষ্মন্ত ও বিদূষক মাধব্য আসীন। নেপথ্যে হংসবতীর বিষাদ-সঙ্গীত। পঞ্চমাঙ্কের প্রারম্ভেই এ চিত্র কেন

বল দেখি ? উপাখ্যানে কথিত আছে, রাজা দুষ্মন্তের বহু-পত্নী ; বহু-পত্নীক পুরুষের অবস্থা উপাখ্যানকার আভাসেও বুঝান নাই ; মহাকবি নাটকে তাহা দেখাইলেন। কালিদাসের কৃতিত্ব কেবল তাহাতেই নহে। দুর্ব্বাসার অভিশাপসঞ্চার এইখানেই হইয়াছে। ধন্য কবির প্রতিভা-প্রতাপ ! রাজা হংসবতীর গান শুনিলেন ; কিন্তু ভাব আসিল শূন্যময়তা ! গান শুনিলেন,—রাজা ভাবিলেন কেন ?

"কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজনবিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি। অথবা—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥"

অহো ! গান শুনিয়া রাজার এমন হইল কেন ? পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধজনিত সুখাভাস স্মৃতিমাঝে ধীরে ধীরে আসিয়া প্রকাশ হইল ; হৃদয় আকুল হইল কেন ? কেন এমন হইল, বুঝাইতে হইবে কি ? দুর্ব্বাসার অভিশাপ-শরের অব্যর্থ সন্ধান এইখানে সূচিত। অভিশাপ-শরের বিষ-সঞ্চার হইল ; নেশার ঝোঁক লাগিল, স্বপ্নের স্মৃতিচ্ছায়া পড়িল ! কালিদাস ভিন্ন এ তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে ?

রাজসভায় প্রত্যাখ্যান।

—⊂o⊃—
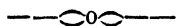
এইবার গৌতমী, শারদ্বত ও শার্ঙ্গরব সহ শকুন্তলার রাজসমীপে সমাবেশ। সবিশেষ মনোভিনিবেশপূর্ব্বক উপাখ্যান এবং নাটকের সামঞ্জস্য ও অসামাঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। এই লক্ষ্যেও বেশ বুঝা যাইবে, উপাখ্যান ভাঙ্গিয়া কেমন করিয়া নাটক গড়িতে হয় এবং উপাখ্যান ছাড়াইয়া, কোথায় কিরূপে নাটকত্বের কৃতিত্ব বজায় রাখিতে হয়।

নাটকে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার সাক্ষাৎকার হইবার পূর্ব্বে, নাটককার দুই একটী অপ্রধান চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন। এ সমাবেশে অবশ্য অপ্রাসঙ্গিকতার লেশমাত্র নাই। অপ্রাসঙ্গিকতাত পরের কথা; এটুকু না থাকিলে, বরং সৌন্দর্য্যের ত্রুটি হইত। প্রথম সমাবেশ,—কঞ্চুকী। কঞ্চুকী কালিদাসের সৃষ্টি বা সমাবেশমাত্র, তাহা বলা দুষ্কর। কালিদাসের পূর্ব্বপ্রণীত সকল নাটক পাওয়া যায় না। মৃচ্ছকটিক নাটক ভিন্ন আর কোন নাটক

এক্ষণে দেখিতে পাই না। মৃচ্ছকটিকে কঞ্চুকী নাই। মৃচ্ছকটিকে কঞ্চুকী নাই বলিয়া প্রমাণ হইল না, কঞ্চুকীর সৃষ্টি ছিল না; অথবা ছিল। তবে কালিদাসের পরবর্ত্তী প্রায় সকল রাজ-চরিত্র-প্রধান নাটকেই কঞ্চুকী আছে। কঞ্চুকী-চরিত্রের লক্ষণ-নির্ণয়ের জন্য নাটককারকে ভাবিতে হয় না।

"অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ।
সর্ব্বকার্য্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে ॥"

ইহাই কঞ্চুকী-চরিত্র-লক্ষণের স্পষ্ট নির্দ্দেশ। যে সব অলঙ্কার গ্রন্থে এই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কালিদাসের পরে রচিত। মহর্ষি ভরতপ্রণীত নাটক সূত্রাদি অবশ্য কালিদাসের পূর্ব্বরচিত। তাহাতে কঞ্চুকীর উল্লেখ আছে কি না, আমরা বলিতে পারি না। কালিদাসের পর-বর্ত্তী আলঙ্কারিকেরা কালিদাসের কঞ্চুকী দেখিয়া, অথবা মহর্ষি ভরতপ্রণীত সূত্রাবলম্বনে কঞ্চুকী-লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন কি না, তাহাও বলা দুষ্কর। তবে কালিদাসের কঞ্চুকী কালি-দাসের সৃষ্টি না হইলেও যে, তাহার সমাবেশে সম্যক সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাই, তাহাতে সন্দেহ

নাই। অভিনয় না দেখিয়া, পড়িলেই বুঝা যায়, কঞ্চুকী অতি-বড় বৃদ্ধ পুরুষ। কঞ্চুকী নিজেই বলিতেছেন,—

"অহো নু খলু কীদৃশীং বয়োঽবস্থামাপন্নোঽস্মি।
আচার ইত্যধিকৃতেন ময়া গৃহীতা
যা বেত্রযষ্টিরবরোধগৃহেষু রাজ্ঞঃ।
কালে গতে বহুতিথে মম সৈব জাতা।
প্রস্থানবিক্লবগতেরবলম্বনার্থ।"

যিনি যৌবন কাটাইয়া এক সংসারে বৃদ্ধ হইয়া গেলেন, তাঁহার আবার "গুণগণের" কি পরিচয় দিতে হইবে? রাজাকে রাজকার্য্যের অবসানে বিশ্রামাপন্ন দেখিয়াও কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে, যিনি ঋষি-শিষ্যের আগমন সংবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই, তাঁহার কার্য্য-কুশলতা আর কি বলিয়া বুঝাইতে হইবে? কঞ্চুকী-চরিত্র "অভিজ্ঞান শকুন্তলে" যেরূপ; "উত্তর-চরিতে"ও সেইরূপ। মোট কথা, কঞ্চুকীর বৃদ্ধ ও বিশ্বস্ত হওয়া চাই। নহিলে বেণীসংহারে দুর্য্যোধন, ভার্য্যা ভানুমতীর সংবাদ লইবার ভার কঞ্চুকীকে দিবেন কেন?

কঞ্চুকীর পর বৈতালিক ও প্রতিহারীর সমাবেশ। এ সমাবেশটুকু কেবল রাজকীয় ব্যবস্থার পরিচায়ক-

মাত্র। রাজা কি আর সত্য সত্যই চিরপরিচিত অগ্নিহোত্রগৃহের পথটুকু চিনিতেন না? তবে প্রতিহারীকে পথ দেখাইতে হইল কেন? "রাজ-কায়দা" বৈত নয়। কালিদাস অবসর পাইয়া এইখানে এইটুকু দেখাইয়াছেন; এছাড়া বুঝাইয়াছেন, রাজা-প্রজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধ। রাজ্যের গুরুভার ভাবিয়া, ভাবনা-ভারাক্রান্ত দেহে দুষ্মন্ত হেন মহারাজকেও অনুচরবর্গের স্কন্ধে ভর দিয়া চলিতে হইয়াছিল। উপাখ্যানের কুত্রাপি এ পরিচয় পাইবে না।

নাটকে রাজ-অনুমতি অপেক্ষায় শকুন্তলা প্রভৃতিকে রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল; উপাখ্যানেও করিতে হইয়াছে। উপাখ্যানে আছে,—

"রাজদ্বারং সমাসাদ্য কণ্বশিষ্যৌ মহামতে।*
উচতুস্তৌ প্রতীহারং তূর্ণং রাজ্ঞে নিবেদয় ॥
কাশ্যপস্য নিদেশেন রাজদ্বারমিহাগতৌ।
শিষ্যৌ তস্য শার্ঙ্গরব-শারদ্বতসমাহ্বয়ৌ ॥

* "মহামতে!" এই কথায় সম্বোধন করা হইতেছে, "বাৎস্যায়ন'কে। ভগবান্ "শেষ" "বাৎস্যায়নের" নিকট শকুন্তলার উপাখ্যান যেরূপ বিবৃত করিয়াছিলেন, পদ্মপুরাণে তাহাই সমাবেশিত হইয়াছে।

সুতা তস্য চ কল্যাণী দ্বে অন্যে চ দ্বিজস্ত্রিয়ৌ।
প্রতীহারস্ততো গত্বা রাজ্ঞে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥
রাজা পুরোধসং প্রাহ গৌতমং হৃদি চিন্তয়ন্ ॥
কথমেতৌ মুনেঃ শিষ্যৌ স্ত্রীভিরেতাভিরাবৃতৌ।
আগতাবিহ সংপ্রাপ্তৌ ভবানেবহি পৃচ্ছতু॥
কিং কণ্বস্যাশ্রমে কশ্চিদ্রাক্ষসঃ কুরুতেহনয়ম্।
ন জানাতি হি দুষ্টাত্মা দুষ্মন্তং রাক্ষসান্তকম্ ॥
কিং বনে পশবস্ত্যক্তা নিয়মং মুনিনা কৃতম্ ॥
বাধন্তে ব্যাঘ্র-সিংহাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো বালান্ জরায়ুতান্ ॥
মৃগয়াপি ময়া তাবন্ন কৃতা পুরবাসিনা॥
কিং বা বন্যফলান্যদ্য প্রভবন্তি ন কাননে।
তেনাহারবিনাভাবাদ্ দুঃখিতাস্তে তপোধনাঃ॥
যদদ্যাপতিতং ঘোরং মুনীনাং দুঃখকারণম্।
বিধুনোমি তদদ্যৈব যাহি পৃচ্ছ তপোধনৌ॥
পাদ্যাদীনি পুরস্কৃত্য বিধায়াতিথিসৎক্রিয়াম্।
বাসয়স্ব মুনী বিপ্র স্বগৃহে তাঃ স্ত্রিয়স্তথা॥
চেদ্বিশেষবিবক্ষাপি তয়োরস্তি বিবুধ্য তৎ।
বিজ্ঞাপয়িষ্যসি পুনস্তদ্বিচার্য্য করোম্যহম্॥"

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজদ্বারে সমাগত হইয়া কণ্ব-শিষ্যদ্বয় প্রতিহারীকে বলিলেন,—"রাজাকে শীঘ্র গিয়া বল, কাশ্যপের আদেশে তাঁহার দুই শিষ্য শার্ঙ্গরব ও

শারদ্বত এবং তাঁহার কন্যা ও দুইটী ব্রাহ্মণ-রমণী আসিয়াছে।” প্রতিহারী রাজসমীপে সকল কথা নিবেদন করিল। রাজা মনে মনে চিন্তা করিয়া পুরোহিত গৌতমকে বলিলেন,—“মুনি-শিষ্যেরা স্ত্রীগণের সহিত আসিয়াছে, ইহার কারণ কি আপনি গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। কোন রাক্ষস কি কণ্বাশ্রমে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছে। সে কি রাক্ষসান্তক দুষ্মন্তকে জানে না? ব্যাঘ্র সিংহাদি অন্য পশুরা কি মুনিদিগের শাসন না মানিয়া, বালক-বৃদ্ধ-বনিতার প্রতি অত্যাচার করিতেছে। আমি এখন নগরে রহিয়াছি, আমি ত মৃগয়া করি নাই? অথবা বনে ফলাদি উৎপন্ন হয় নাই; তাই কি আহারাভাবে মুনিগণ কষ্ট পাইতেছেন? যাহাই হউক, আমি অদ্য মুনিদিগের এ দুঃখের কারণ দূর করিব, আপনি গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। পাদ্যাদি প্রদান ও অতিথিসৎকার সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের সকলকে স্বগৃহে স্থাপন করুন। তাঁহাদের বিশেষ কোন কথা থাকিলে আমাকে জানাইবেন; আমি বিবেচনাপূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্য করিব।”

নাটকের দুষ্মন্তকেও ভাবিতে হইয়াছিল ;

"কিং তাবদ্‌ব্রতিনামুপোঢ়তপসাং বিঘ্নৈস্তপো দূষিতং
ধর্ম্মারণ্যচরেষু কেনচিদ্বত প্রাণিষ্বসচ্চেষ্টিতম্।
অহোস্বিৎ প্রসবো মমাপচরিতৈর্বিষ্টম্ভিতো বীরুধা
মিত্যারূঢ়বহুপ্রতর্কমপরিচ্ছেদাকুলং মে মনঃ॥"

ভাব সেই একই, তবে "আমার পাপে" এ বিনয় শিষ্টাচারের পরিচয়টুকু বাড়ার ভাগ। দুষ্মন্তে ত আর এটুকু অসম্ভব নহে। অথবা "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট" এ প্রতীতিটুকু দুষ্মন্তের ন্যায় নৃপতির থাকাই বা অসম্ভব কি?

নাটকেও যা, উপাখ্যানেও তাই। তবে শকুন্তলাদির সমাগম-বিষয়ে নাটকে ও উপাখ্যানে একটুকু বৈষম্য আছে। নাটকের এইখানে শকুন্তলাদি, পুরোহিত ও কঞ্চুকীর সঙ্গে একেবারে সভায় প্রবেশ করিয়াছেন; উপাখ্যানে কিন্তু অন্যরূপ। উপাখ্যানে এইরূপ আছে ;

'ইতি তদ্বাক্যমাদায় পুরোধাঃ স তপোধনঃ।
পাদ্যাদীনি পুরস্কৃত্য দ্বারমাগতবান্ দ্বিজ॥
রাজ্ঞোক্তং সর্ব্বমাচষ্ট দদর্শ চ শকুন্তলাম্।
অন্তঃসত্ত্বাং মহাভাগাং শিরঃ প্রচ্ছাদ্য বাসসা
অধোমুখীং চন্দ্রকলামিব দীপ্তিমতীং পুরঃ॥

পপ্রচ্ছ চ মুনী কেয়ং সুন্দরী জগদুত্তমা।
অন্তঃসত্ত্বেব কল্যাণী লজ্জয়াধোমুখী স্থিতা।"
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

পুরোহিত রাজার কথা শুনিয়া, পাদ্যাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্বারদেশে গমন করিলেন। তিনি রাজার কথাগুলি তাঁহাদিগকে বলিলেন এবং দেখিলেন, অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলা বস্ত্রাবৃত মস্তকে অধোমুখে শশি-কলাবৎ শোভা পাইতেছেন। এখন পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ লজ্জাবনতমুখী অন্তসত্ত্বা সুন্দরীটী কে?

পুরোহিতের কথায় শিষ্যদ্বয় বলিলেন,—
বিশ্বামিত্রসুতা চেয়ং মেনকাগর্ভসম্ভবা।
কণ্বেন পালিতা রাজ্ঞী দুষ্মন্তস্য মহীপতেঃ॥
সেয়ং সংপ্রেষিতা ব্রহ্মন্ কণ্বেন নৃপমন্দিরম্।
অস্যৈব ভূপতেস্তেজো বিভ্রতী মৃগলোচনা॥
রাজ্ঞে নিবেদয়ত্বস্মৈ তত্তবাংস্ত্বরয়া দ্বিজ।
নেয়ং রাজ্ঞী দ্বারদেশে স্থাতুমর্হা মহীপতেঃ॥"
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

ইনি মেনকার গর্ভসম্ভূতা বিশ্বামিত্রের কন্যা,—কণ্বের পালিতা দুহিতা এবং মহারাজ দুষ্মন্তের রাজ্ঞী। মহর্ষি কণ্ব ইহাঁকে রাজবাটীতে প্রেরণ করিয়াছেন।

এই মৃগালোচনা, ভূপতির তেজ ধারণ করিতেছেন। শীঘ্রই রাজাকে সংবাদ দিন, মহারাজ-পত্নীর আর এখানে থাকা উচিত নহে।

এই সকল কথা শুনিয়া, পুরোহিতকে রাজার নিকট সংবাদ লইয়া যাইতে হইয়াছিল; আবার ফিরিয়া আসিতেও হইয়াছিল। নাটকে ইহার প্রয়োজন হয় নাই। অভিনয়-সৌকর্য্যার্থ এটুকু পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। পরিত্যক্ত হইলেও, নাট্যাঙ্গের ক্ষতি হয় নাই।

ঋষির আদেশে সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে আরও অনেক্ষণ দ্বারদেশে দাঁড় করিয়া রাখা রাজনীতি-কুশল কবি কালিদাস নিশ্চয়ই শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ অথবা পৌরব-রাজচরিত্রানুচিত মনে করিয়াছিলেন। মনে করাও ত কিছু প্রবৃত্তি বা প্রকৃতির বহির্ভূত নহে। এরূপ মনে করায় বরং মাহাত্ম্যই বুঝা যায়। যাহা হউক, উপাখ্যানে কিন্তু এইরূপ আছে —

পুরোধাস্তদুপাকর্ণ্য সম্ভ্রমেণ মহীপতিম্।
গত্বা নিবেদয়ামাস বৃত্তান্তং মুনিভাষিতম্।
দুষ্মন্তস্তদুপশ্রুত্য বিস্মৃতিং পরমাং গতঃ।
উবাচ ব্রাহ্মণং ব্রহ্মন্ বচসা কটুনা নৃপঃ॥

নৈবং স্মরতি মচ্চেতঃ কুত্র কা মে বিবাহিতা।
গণিকা কাপি বিপ্রেন্দ্র চ্ছলেন সমুপাগতা॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

পুরোহিত এই সকল কথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে রাজার নিকট যাইলেন এবং মুনি-কথিত সকল কথা নিবেদন করিলেন। শাপপ্রভাবে বিস্মৃতচেতা রাজা এই কথা শুনিয়াও কটূক্তি করিয়া বলিলেন,—"আমি কোথায় কাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহা ত স্মরণ হয় না; বোধ হয়, কোন বেশ্যা ছদ্মবেশে আসিয়াছে।"

তবুও কিন্তু পুরোহিত ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন,—

ন তথা দৃশ্যতে রাজন্নন্তঃসত্ত্বা বরাঙ্গনা।
অনুজানীহি রাজেন্দ্র ত্বদন্তিকমুপানয়ে॥
বিলোকয় পরং রূপং যদি তে স্মৃতিরুদ্ভবেৎ।
প্রবেশনীয়া শুদ্ধান্তে নারী শ্রীরিব রূপিণী।
স্থাতুমর্হা ন চ দ্বারি দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা॥
যদি নাপি স্মৃতিস্তে স্যাৎ তদ্রূপস্তু তথাপি তে।
বিলোক্য ভবিতা নাম্নরূপদর্শনলালসা॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

সেই বরাঙ্গনা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন ; তাঁহাকে বেশ্যার মত দেখাইতেছে না। অনুমতি করুন, নিকটে আনি।

আকার দেখিয়া যদি মনে পড়ে, তবে লক্ষ্মীরূপিণী রমণীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবেন। তিনি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকিবার যোগ্যা নহেন। যদিও আপনার মনে না পড়ে; কিন্তু তাঁহার রূপ দেখিলে, অন্য রূপ দেখিতে আপনার আর লালসা হইবে না।

উপাখ্যানে যাহা উক্ত হইল, তাহা অবিশ্বাস করিবার যো নাই। নাটকের দুষ্মন্ত প্রকৃতপক্ষে শকুন্তলার রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। সেই রূপ দেখিয়া তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন,—

"ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্ন বেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্লোমি হাতুম্॥"

উপাখ্যান ও নাটক উভয়েই শকুন্তলার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সমাবেশিত। কিন্তু নাটকের কবিত্ব-তত্ত্ব উপাখ্যানে আছে কি?

উপাখ্যানের পুরোহিত বলিলেন, শকুন্তলার রূপ দেখিলে, অন্যরূপ আর দেখিতে লালসা হইবে না। নাটকে স্পষ্টই দেখা গেল—রাজা, শকুন্তলার নিষ্কলঙ্ক অতুল-রূপ-সৌন্দর্য্যাবলোকনে বিস্মিত হইলেন বটে;

কিন্তু তাঁহাকে বিবাহিত পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না। প্রতিহারীও বুঝাইল, "আর কেহ এরূপ রূপ দেখিলে নিশ্চিতই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না।" উপাখ্যানের পুরোহিত যাহা বলিলেন, কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা ঘটিল না। উপাখ্যানেও আছে ;—

ইতি রাজ্ঞানুনীতেনাভ্যনুজ্ঞাতো দ্বিজোত্তমঃ।
আনায়য়ামাস মুনী তাঃ স্ত্রিয়শ্চ সুলক্ষণাঃ॥
আশীর্ভিরনুযোজ্যাথ কণ্বশিষ্যৌ মহামতী।
ঊচতুঃ কণ্বসন্দেশং নিষণ্ণৌ জগতীপতিম্॥
ত্বামাশিষা বর্দ্ধয়িত্বা প্রাহ ত্বামাবয়োর্গুরুঃ।
তচ্ছৃণুষ মহারাজানন্তরং বক্তুমর্হসি॥
ইয়ং শকুন্তলা নাম বিশ্বামিত্রসুতানঘ।
মেনকাসঙ্গমাজ্জাতা পালিতা দুহিতা মম॥
মৃগয়াচারিণারণ্যে গান্ধর্ব্বেণ মহীপতে।
বিধিনা যদ্‌গৃহীতাভূন্মমানুজ্ঞাং বিনাপি হি॥
তৎ সাধুরিতি তং মন্যে ক্ষত্রিয়াণাময়ং বিধিঃ।
তব সা বিভ্রতী তেজো বস্তুং নার্হেৎটজে মম॥
মহিষী রাজরাজস্য সাক্ষাৎ শ্রীরিব রূপিণী।
সেয়ং প্রগৃহ্যতাং রাজন্ কল্যাণী মহিষী তব॥
জনয়িষ্যতি যং পুত্রমিমং রাজ্ঞী শকুন্তলা।
চক্রবর্ত্তী রাজরাজো মহাত্মা স ভবিষ্যতি॥
ইত্যাশিষা নিযুজ্য ত্বাং গুরুরাহ মহাতপাঃ।

ইয়ং প্রিয়ংবদা নাম সখী চাস্যা মুনেঃ সুতা ॥
ইয়ঞ্চ ব্রাহ্মণী বৃদ্ধা রাজন্ গৌতমবংশজা।
রাজন্ বয়মিহায়াতা অনয়া গুরুবাক্যতঃ ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

পুরোহিত এই প্রকার অনুনয়পূর্ব্বক রাজার অনুমতি লইয়া, মুনিদ্বয় ও সুলক্ষণা স্ত্রীলোকদিগকে আনয়ন করিলেন। কণ্বের দুই শিষ্য রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উপবেশনানন্তর কহিলেন,—"আমাদিগের গুরুদেব কণ্ব আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা শুনুন; তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য করুন। তিনি বলিয়াছেন,—'এই শকুন্তলা বিশ্বামিত্রসুতা, মেনকার গর্ভজাতা এবং আমার পালিতা। আপনি মৃগয়াপ্রসঙ্গে, গান্ধর্ব্ববিধানে, আমার বিনানুমতিতে ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাহা ভালই হইয়াছে। ইহা ক্ষত্রিয়-বিধি। ইনি এখন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী রাজমহিষী; বিশেষতঃ ভবদীয় তেজ ধারণ করিতেছেন; আমার পর্ণকুটীরে ইহাঁর থাকা উচিত নহে। হে রাজন্! আপনার এই কল্যাণী মহিষীকে গ্রহণ করুন। ইনি যে পুত্র প্রসব করিবেন, সে রাজচক্রবর্ত্তী এবং মহাত্মা হইবে।' রাজাকে এই সব কথা বলিয়া, শিষ্যগণ প্রিয়ংবদা ও গৌতমীর পরিচয়

দিয়া দিলেন। তাঁহারা প্রিয়ংবদাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি শকুন্তলার সখী ও মুনির কন্যা এবং গৌতমীকে দেখাইয়া বলিলেন,—"ইনি গৌতম-বংশজা। আমরা গুরুর আদেশে এই শকুন্তলাকে লইয়া এইখানে আসিয়াছি।"

উপাখ্যানের এই ভাব; নাটকেরও তাহাই। তবে উপাখ্যানের এইটুকু নাটকে বিশ্লেষিত হইয়াছে। উপাখ্যানে যাহা অস্পষ্ট, নাটকে তাহা স্পষ্টীকৃত; উপাখ্যানে যাহা সংযমিত, নাটকে তাহা বিস্ফারিত। উপাখ্যানে দুই শিষ্যের মুখে যাহা ব্যক্ত হইল, নাটকে বুদ্ধিমান্ শার্ঙ্গরব তাহাই বলিবার ভার লইয়াছেন। অভিনয়ে ত আর দুই জনে এককালে এত কথা কহিতে পারেন না।

উপাখ্যানে শিষ্যদ্বয়ের ছায়ামাত্র দেখিলাম। নাটকে এই দুই শিষ্যে কালিদাসের চরিত্রসৃষ্টির অপূর্ব্ব শক্তি দেখা যায়। অল্পাবসরেই দুইটী মুনিশিষ্যের অপূর্ব্ব পরিচয়। শার্ঙ্গরব বা শারদ্বত আর কখন রাজপুরীতে আসেন নাই এবং রাজপুরীর এত জনসমাগমও দেখেন নাই। শার্ঙ্গরব বিস্মিত হইলেন।

যিনি নিরন্তর নির্জ্জন নিবিড় বনে বাস করিতেন,

আশ্রমে দুই চারি জনের বেশী ব্যস্তসমস্ত লোক যাঁহার কখন নয়নগোচর হয় নাই; যদি কোন সময় পর্ণশালায় আগুণ লাগিত, তাহাই নিবাইতে অনেক লোক একত্র সমবেত হইত, তিনি তাহাই দেখিয়াছেন, তদ্ভিন্ন কখনই জনতা যাঁহার নয়নগোচর হয় নাই; আজ রাজবাড়ীতে হঠাৎ জনতা দেখিয়া নির্জ্জনবাসী সেই মুনির মনে আর কি ভাবের উদয় হইবে? কি ভাবের উদয় হয়, তীব্র তীক্ষ্ণ-অন্তর্দ্দৃষ্টিশক্তিমান্ কবি কালিদাস ভিন্ন তাহা কে বুঝিতে পারে? তাই কালিদাসের শার্ঙ্গরব বলিলেন,—

> "তথাপীদং শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা
> জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব।"

শারদ্বতও তাহাই বলিলেন। তিনি কিন্তু আরও বলিলেন,—

> "অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
> বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি॥"

শারদ্বত বিষয়ানসক্ত, তাই বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সবই বিপরীত দেখেন। রাজপুরীর জনসমাগম দেখিয়া তিনি মনে করিতেছেন, নিজে স্নাত, অপরে

অস্নাত ; নিজে শুচি, অপরে অশুচি ; নিজে প্রবুদ্ধ, অপরে নিদ্রিত এবং স্বয়ং স্বৈরগতি, অপরে আবদ্ধ।

এ উচ্চাদর্শের উচ্চতম উপমা আর কোথায় পাইবে ? এমন উপমা যে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের পত্রে পত্রে প্রকটিত। নহিলে, "উপমায় কালিদাস" অদ্বিতীয় হইবেন কেন ? কবি যাহা বুঝেন, ভাষায় তাহাই বুঝান। যাহা মহাভারতে পাই নাই, যাহা পুরাণেও পাইলাম না, নাটকে তাহাই পাইলাম। ইহা কি কম কৃতিত্বের কথা ? কৃতিত্ব আরও বুঝা যাইবে, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান ব্যাপারে।

উপাখ্যানের শিষ্যদ্বয়ের কথা শুনিয়া রাজা বলিয়াছিলেন,—

> কতি সন্তীহ গণিকা ভ্রমন্তি কামসেবয়া।
> রাজরাজস্য মহিষী কা নো ভবিতুমিচ্ছতি।
> ব্রাহ্মণা বিবিধাঃ সন্তি তাপসাশ্ছদ্মরূপিণঃ।
> তাসামনুগ্রহেণৈব সমং তাভির্ভ্রমন্তি চ।
> ভুঞ্জতে বিপুলান্ ভোগান্ গণিকাভিরুপার্জ্জিতান্॥
>
> পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

কত বেশ্যা আছে, এই কামসেবায় ভ্রমণ করে। রাজরাজের মহিষী হইতে কাহার না অভিলাষ হয় ? এমন ব্রাহ্মণও অনেক আছে, যাহারা কপট তাপসবেশে

ঐ সকল গণিকার সহিত ভ্রমণ করে এবং তাহাদের উপার্জ্জিত বিপুল ভোগ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

নিশম্য নৃপতের্বাক্যং শিষ্যৌ কণ্বস্য তাপসৌ।
শেপতুর্বিরহেণাস্যাঃ পশ্চাত্তাপমবাপ্স্যসি॥
ইত্যুক্ত্বা তৌ গতৌ ক্রুদ্ধৌ তাপসৌ ব্রহ্মবাদিনৌ।
গৌতমস্তৌ প্রসাদ্যাথাবাসয়ৎ স্বে চ বেশ্মনি॥
অথ সা গৌতমী বৃদ্ধা জগাদ জগতীপতিম্।
নৈবমর্হসি ভো রাজন্ বিশ্বামিত্রসুতাং প্রতি॥
এবং লাবণ্যমাপন্না ক্ব দৃষ্টা গণিকা ত্বয়া।
অন্তঃসত্ত্বা মহাভাগা ত্বয়া রাজন্ বিবাহিতা॥
সমাহিতেন মনসা স্মর পশ্য চ সুন্দরীম্।
ইত্যুক্ত্বা মোচয়ামাস শিরশ্ছাদনমম্বরম্॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

রাজার এই কথা শুনিয়া, শিষ্যেরা শাপ দিয়া কহিলেন,—"ইঁহার বিরহে তোমায় পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইতে হইবে।" এই বলিয়া সেই ব্রহ্মবাদী তাপসদ্বয় সক্রোধে প্রস্থান করিলেন। পুরোহিত তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। তৎপরে বৃদ্ধা গৌতমী নিকটস্থ হইয়া কহিলেন,—"মহারাজ! বিশ্বা-মিত্র-পুত্রীকে এরূপ কথা বলিবেন না। কোথায় কোন্ বেশ্যার এ প্রকার লাবণ্য দেখিয়াছেন? আপনি

এই মহাভাগাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইনি এখন অন্তঃ-সত্ত্বা। ভাল করিয়া মনে করুন ও সুন্দরীকে দেখুন।” এই বলিয়া তিনি শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন।

উপাখ্যানে গৌতমীর এইটুকুমাত্র পরিচয়। ইহাতে গৌতমীর কি পরিচয় হইল? পরিচয় লউন নাটকে। গৌতমীচরিত্র সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট। চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, “ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, প্রাচীনা, মাতৃভাবযুক্তা গৌতমী পরম পবিত্র দৃশ্য।” উপাখ্যানে গৌতমীর ছায়া, নাটকে পূর্ণ কায়া।

রাজার মন ফিরিল না। রাজা বলিলেন,—

পৌরবাণাং কুলে জাতাঃ সতাং মার্গে কৃতাসনাঃ।
ন বয়ং রূপমাত্রেণ গণিকানাং ভ্রমামহে॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

আমরা পুরুবংশে জন্মিয়াছি এবং সৎপথে বিচরণ করি, বেশ্যার রূপমাত্রে ভুলিবার পাত্র নহি।

এবং বদতি ভূপালে ব্রীড়িতেব মনস্বিনী।
নিঃসংখ্যেন চ দুঃখেন তস্থৌ স্থাণেব নিশ্চলা॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

রাজার কথায় লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া শকুন্তলা স্তম্ভের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন।

উপাখ্যানে বুঝা গেল, শিষ্যেরা শকুন্তলাকে গ্রহণ করিবার জন্য রাজাকে বুঝাইলেন; রাজা কিছুতেই কিছু শুনিলেন না। নাটকে ইহাই বুঝিব। তবে নাটকে যে চরিত্র-বিশ্লেষণ হইয়াছে, উপাখ্যানে তাহা হয় নাই। উপাখ্যানের দৃষ্টি গল্পাংশে; নাটকের দৃষ্টি চরিত্রের আমূল অন্তস্তলে। নাটক পড়িলেই বুঝা যায়, শিষ্য হইলেও মুনিশিষ্যেরা কক্ষভ্রষ্ট কোটিসূর্য্যসম জ্বলন্ত জ্বালাময়; আবার তেমনই ধীরপ্রশান্ত গুরু-গম্ভীর গিরিসম গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। নাটক পড়িলে বা অভিনয় দেখিলে স্পষ্টই চক্ষের উপর দেখিতে পাইবে, সংশিতব্রত মহা-তেজস্বী অতুল-তপোবলসম্পন্ন উগ্রমূর্ত্তি ঋষির বাক্য কিরূপ অব্যর্থ শক্তিশেলসম দুষ্মন্তের হৃদয়ে নিহিত হইয়াছে। ঋষিবাক্য ঠেলিয়া, শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করা অভিশাপের অব্যর্থ ফল। অভিশাপের অলক্ষ্য সন্ধানে ত্রিভুবনবিজয়ী বীরকেশরী দুষ্মন্তও জরজর। প্রতীকার বা প্রতিবিধান অসাধ্য। উপাখ্যান ও নাটকে দুষ্মন্তের চরিত্রশুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় প্রতিভাত। পরদারবিমুখতার পরিচয় উভয়েই। পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য নহে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের দুষ্মন্ত-মুখে এই কথাই শুনা যায়।

দুষ্মন্ত বলিয়াছেন,—"ইহা অসৎসঙ্কল্প প্রশ্ন। এ কল্পিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।" নাটকে শার্ঙ্গরব বিনাশের ভয় দেখাইলেও দুষ্মন্ত নির্ভীকচিত্তেই বলিয়াছেন,—"পূরুবংশ বিনষ্ট হইবে, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না।" এইরূপ রাজ-কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার প্রমাণ উপাখ্যানে যেমন পাওয়া যায়, নাটকেও সেইরূপ। তবে উপাখ্যানের দুষ্মন্তে যে অতি-উগ্রতা এবং কঠোর-তীক্ষ্ণ তীব্রতা আছে, নাটকের দুষ্মন্তে তাহা নাই। উপাখ্যানের দুষ্মন্ত স্পষ্ট বলিয়াছিলেন,—"এমন ব্রাহ্মণ অনেক আছে, যাহারা গণিকার উপার্জ্জিত ভোগ সম্ভোগ করিতে পারে।" বেশ্যা বলিয়া যাহাকে বিশ্বাস, তাহার সহচরকে ছদ্মবেশী বা পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব নহে। তবে উপাখ্যানে দুষ্মন্তের মুখে যেরূপ রুক্ষ কটূক্তি ব্যক্ত হইয়াছে, নাটকে সেরূপ হয় নাই। বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ নহে। তপস্বী ব্রাহ্মণেরা এরূপ অসৎ আজ্ঞা করিতে পারেন, দুষ্মন্তের মনে এ ধারণা হয় নাই। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরাজের মনে সে ধারণা হইতেই পারে না। সত্যইত এ ক্ষেত্রে ঋষিরা অসত্য বলেন নাই।

শকুন্তলাকে গ্রহণ করিবার জন্য যখন ঋষিশিষ্যদ্বয় প্রথম অনুরোধ করেন, তখনও দুষ্মন্ত ভাবিয়াছিলেন,

আমার বুঝি ভ্রম হইয়াছে ; ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলেন নাই। কিন্তু যখন তিনি অনুধাবন করিয়া বুঝিলেন, তিনি শকুন্তলাকে বিবাহ করেন নাই, তখন তাঁহার ধারণাই হইয়াছিল, মুনি-শিষ্যদ্বয় ব্রাহ্মণ নহে। শিষ্যদ্বয় যখন বলিলেন, পুরুবংশ বিনষ্ট হইবে, তখন দুষ্মন্ত বুঝিয়াছিলেন, এ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের অভিশাপে কি হইবে? তাই অম্লান বদনে বলিয়াছিলেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না*।

এখন উপাখ্যানে এইখানে শকুন্তলাচরিত্র কিরূপ

* এখানে দুষ্মন্তের চরিত্র-বিশ্লেষণে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমার মতভেদ আছে। চন্দ্রনাথ বাবুর অভিমতি আলোচনা করিলে বুঝা যায়, দুষ্মন্ত যখন ঠিক বুঝিলেন, তিনি শকুন্তলাকে বিবাহ করেন নাই, তখন তাঁহার ধারণা হইল, ঋষিরাই অসত্য বলিতেছেন। তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া, তিনি চরিত্রবলই দেখাইয়াছিলেন। আমরা বলি, ঋষিরা অসত্য বলিয়াছিলেন, দুষ্মন্তের এমন ধারণা হয় নাই। ঋষিরা অসত্য বা অন্যায় বলিতে পারেন, এখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের ধারণা হইতে পারে। এইরূপ ধারণা হয় বলিয়া, তাঁহাদের অধোগতি হইতেছে। দুষ্মন্তের ন্যায় চিরব্রাহ্মণপরায়ণ রাজার সে ধারণা হয় নাই ; হইতেও পারে না। তাঁহার ধারণা, বেশ্যার সহচর ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ।

প্রকটিত হইয়াছে, তাহারই পরিচয় অগ্রে গ্রহণ করুন।

সংরক্তামর্ষতাম্রাক্ষী স্ফুরমাণৌষ্ঠসংপুটা।
কটাক্ষৈর্নির্দ্দহন্তীব তির্য্যগ্রাজানমৈক্ষত॥
আকারং গূহমানা চ মন্যুনাতিসমীরিতম্।
তপসা সম্ভৃতং তেজো ধারয়ামাস বৈ তদা॥
সা মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা দুঃখামর্ষসমন্বিতা।
ভর্ত্তারমভিসংপ্রেক্ষ্য ক্রুদ্ধা রাজানমব্রবীৎ॥
কথং ন স্মরসে রাজন্ মৃগয়ামধিগচ্ছতা।
গান্ধর্ব্বেণ গৃহীতো যৎ পাণির্মে বিধিনা নৃপ॥
ইতি শ্রুত্বা চ বচনং শাপেনাস্তমিতস্মৃতিঃ।
অব্রবীন্ন স্মরামি ত্বাং কস্য ত্বং দুষ্টতাপসি॥
ধর্ম্মকামার্থসম্বন্ধং ন স্মরামি ত্বয়া সহ।
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা কামং যদ্বাপীচ্ছসি তৎ কুরু॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড ৩য় অধ্যায়।

অমর্ষ ও অভিমানে শকুন্তলার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইল এবং ওষ্ঠপুট কম্পমান হইতে লাগিল। তখন তিনি তির্য্যগ্ ভাবে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কটাক্ষ দ্বারা তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি রোষপরবশ হইয়াও বাহ্য আকার সংগোপন করত তপস্যা-সঞ্চিত তেজ সহ্য করিলেন। অনন্তর ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক দুঃখ ও অমর্ষযুক্ত হইয়া, ক্রোধভরে ভর্ত্তার

প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ! মৃগয়া করিতে গিয়া গান্ধর্ব্ব বিধানে আমার যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, একথা কেন মনে করিতেছেন না? অভিশাপে রাজার স্মৃতিভ্রংশ করিয়াছে, সেই জন্য তিনি কহিলেন,—"দুষ্ট তাপসি! তুমি কে? তোমায় আমি চিনি না। তোমার সঙ্গে আমার কোন ধর্ম্মার্থকাম সম্বন্ধ আছে কি না, আমার মনে হয় না। অতএব থাক বা যাও, ইহার যা ইচ্ছা তাই কর।

কুতঃ প্রিয়ংবদে সাধ্বি অভিজ্ঞানমিহানয়।
ধূর্ত্তমেনং সভামধ্যে হ্রেপয়ামি নরাধিপম্॥
ইত্যুক্ত্বা পাণিমুৎক্ষিপ্য ভূয়োভূয়ঃ প্রিয়ংবদাম্।
উবাচ দেহি দেহীতি হ্রেপয়ামি নরাধিপম্॥
প্রিয়ংবদা তু নীচৈস্তাং জগাদ মৃগলোচনাম্।
কর্ণান্তিকে সমাসাদ্য পতিতং তে তদম্ভসি॥
তদুপশ্রুত্য কল্যাণী রম্ভেব মরুতা হতা।
পপাত ভূমৌ নিশ্চেষ্টা হা হতাস্মীতি বাদিনী॥
অথ তাং গৌতমী বৃদ্ধা বাহুভ্যাং মৃগলোচনাম্।
আশ্লিষ্য সান্ত্বয়ামাস লেভে সংজ্ঞাং ততঃ পুনঃ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

শকুন্তলা কহিলেন, "সাধ্বী প্রিয়ংবদে! কোথায় অভিজ্ঞান, আনয়ন কর। এই ধূর্ত্ত রাজাকে সভামধ্যে

অপ্রস্তুত করিব।" এই কথা বলিয়া, তিনি হস্তোত্তোলন করিয়া, "দাও দাও, রাজাকে লজ্জা দিব" বলিতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদা সেই মৃগলোচনার কাছে গিয়া কাণে কাণে বলিলেন, "তাহা জলে পড়িয়া গিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া কল্যাণী শকুন্তলা বাতভগ্ন কদলীর ন্যায় "হায় হত হইলাম" বলিয়া নিশ্চেষ্টা হইয়া, ভূমিতে পতিতা হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধা গৌতমীর আশ্লেষ ও সান্ত্বনায় শকুন্তলা সংজ্ঞা লাভ করিলেন।

এইখানে কালিদাসের কৃতিত্ব প্রিয়ংবদাকে লইয়া। উপাখ্যানের শকুন্তলা প্রিয়ংবদাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। প্রিয়ংবদা এতাবৎ একটী কথাও কহে নাই; কেবলমাত্র বলিল, "অঙ্গুরীয়কটী জলে পড়িয়া গিয়াছে।" উপাখ্যান ও নাটকের প্রিয়ংবদা অভিশাপ-বৃত্তান্ত জানিত; কিন্তু সে কথা কাহাকেও বলে নাই। উপাখ্যানের প্রিয়ংবদা রাজসমীপে শকুন্তলার দুরবস্থা দেখিয়াও সে কথা প্রকাশ করে নাই। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই হইল, এখন প্রিয়ংবদা সে কথা কোন্ মুখে বলিবে? বলিলেও বা বিশ্বাস করে কে? এরূপ অবস্থায় কালিদাস প্রিয়ংবদাকে শকুন্তলার সঙ্গে না আনিয়া অন্যায় কার্য্য করেন নাই; বরং তাহাকে

আশ্রমে রাখিয়া মহামুনি কণ্বের কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তবে রাজসমীপে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ের প্রয়োজন হইবে ভাবিয়া, কালিদাসের প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া শকুন্তলাকে আসিবার সময় কৌশলে বলিয়া দিয়াছিল। কালিদাসের শকুন্তলা তাই রাজাকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সে অঙ্গুরীয় তাঁহারই নিকট হইতে নদীজলে পড়িয়া গিয়াছিল। শকুন্তলা অভিশাপের কথা কিছুই জানিতেন না; সুতরাং অঙ্গুরীটী না পাইলেও, রাজাকে স্মরণ করাইবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করেন।

পূর্ব্বে আশ্রমে মিলনসময়ে, শকুন্তলার পোষিত হরিণশিশু রাজার হস্ত হইতে জল গ্রহণ না করিয়া, শকুন্তলার হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। শকুন্তলা এখন ঐ কথারই উল্লেখ করিলেন; রাজার তাহাতেও স্মরণ হইল না। এ ভাব উপাখ্যানে নাই। ইহাই কালিদাসের কৃতিত্ব। কালিদাসের আরও কৃতিত্ব শকুন্তলা-চরিত্রে। উপাখ্যানের শকুন্তলা, দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যানের প্রথম কথা হইতে প্রখরা ও মুখরামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এ চরিত্রের আভাস উপাখ্যানের প্রারম্ভেই পাওয়া যায়। কালিদাসের সেই ধীরস্থির-প্রশান্ত-

মূর্ত্তি কমনীয়-কান্তিমতী শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রথম প্রত্যা-খ্যানের কথা শুনিয়া প্রকম্পিত হইয়াছিলেনমাত্র। দুষ্মন্তের বচনে উপাখ্যানের শকুন্তলা একান্ত ক্রোধ-পরীত হইয়া যেরূপ মুখ ছুটাইয়াছিলেন, কালিদাসের শকুন্তলা সেরূপ পারেন নাই। কালিদাসের শকুন্তলা শেষে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে; মনের আবেগে অকথ্যও কহিয়াছিলেন; কিন্তু উপাখ্যানের শকুন্তলার মত অত কথা এক সঙ্গে বলিতে পারেন নাই। উপা-খ্যানের শকুন্তলা, রাজার সম্মুখে কিরূপভাবে কি কি বলিয়াছিলেন, অগ্রে তাহাই বিবৃত হইল।

অথ ক্রুদ্ধা মহাভাগা সব্রীড়া রাজ্ঞে চ ভামিনী।
উবাচাশ্রূণি সংমার্জ্জ্য স্মরন্তী পিতরং মুনিম্॥
জানন্নপি মহারাজ কস্মাদেবং প্রভাষসে।
ন জানামীতি নিঃশঙ্কং যথান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
অত্র তে হৃদয়ং বেদ সত্যস্যৈবানৃতস্য বা।
কল্যাণং বদ সাক্ষ্যেণমাত্মানমবমন্যথাঃ॥
যোঽন্যথাসন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা।
একোঽহমস্মীতি চ মন্যসে ত্বং
ন হৃচ্ছয়ং বেৎসি মুনিং পুরাণম্।

যো বেদিতা কর্ম্মণঃ পাপকস্য
যস্যান্তিকে ত্বং বৃজিনং করোষি॥
মন্যতে পাতকং কৃত্বা কশ্চিদ্বেত্তি ন মামিতি।
বিদন্তি চৈনং দেবাশ্চ স্বস্যৈবান্তরপুরুষঃ॥
আদিত্য-চন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্ম্মো হি জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥
যমো বৈবস্বতস্তস্য নির্যাতয়তি দুষ্কৃতম্।
হৃদিস্থিতঃ কর্ম্মসাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞো যস্য তুষ্যতি।
ন তু তুষ্যতি যস্যৈষ পুরুষস্য দুরাত্মনঃ।
তং যমঃ পাপকর্ম্মাণং নির্যাতয়তি দুষ্কৃতম্॥
যোঽবমন্যাত্মনাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
ন তস্য দেবাঃ শ্রেয়াংসো যস্যাত্মাপি ন কারণম্।
স্বয়ং প্রাপ্তেতি মামেবং মাবমংস্থাঃ পতিব্রতাম্।
অর্চ্চার্হাং নার্চ্চয়সি মাং স্বয়ং ভার্য্যামুপস্থিতাম্।
কিমর্থং মাং প্রাকৃতবদুপপ্রেক্ষসি সংসদি।
ন খল্বরণ্যে রুদিতমস্ত মে শৃণু ভাষিতম্॥
যদি মে যাচমানায়া বচনং ন করিষ্যসি।
কণ্বশাপেন তে মূর্দ্ধা শতধৈব ফলিষ্যতি।
ভার্য্যাং পতিঃ সমাবিশ্য যস্মাজ্জায়েত নরাধিপ।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং পৌরাণাঃ কবয়ো বিদুঃ॥

যদাগমবতঃ পুংসস্তদপত্যং প্রজায়তে।
তত্তারয়তি সন্তত্যা পূর্ব্বপ্রেতান্ পিতামহান্॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥
মুনিনাভিহিতা চাহং তব পুত্রো ভবিষ্যতি।
রাজরাজশ্চক্রবর্ত্তী ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি॥
সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥
অৰ্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলঞ্চ সন্ততেঃ॥
ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ॥
সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ॥
কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্রাস্তস্তস্মাদ্ দারাঃ পরা গতিঃ॥
সংসরন্তমপি প্রেতং বিষমেষ্বেকপাতিনম্।
ভার্য্যৈবান্বেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা॥
প্রথমং সংস্থিতা ভার্য্যা পতিং প্রেত্য প্রতীক্ষতে।
পূর্ব্বং মৃতঞ্চ ভর্ত্তারং পশ্চাৎ সাধ্ব্যনুগচ্ছতি॥
এতস্মাৎ কারণাদ্ভূপ পাণিগ্রহণমিষ্যতে।
যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যামিহ লোকে পরত্র চ॥

আত্মাত্মনৈব জনিতঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাদ্ ভার্য্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্ ॥
ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষ্বিব চাননম্।
হ্লাদতে জনিতা প্রেক্ষ্য স্বর্গং প্রাপ্যেব পুণ্যকৃৎ ॥
দহ্যমানা মনোদুঃখৈর্ব্যাধিভিশ্চতুরাঃ নরাঃ।
হ্লাদন্তে স্বেষু দারেষু ঘর্ম্মার্ত্তাঃ সলিলেষ্বিব ॥
সুসংরব্ধোঽপি রামাণাং ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং নরঃ।
রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি ॥
আত্মনো জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণ্য রামাঃ সনাতনম্।
ঋষীণামপি কা শক্তিঃ স্রষ্টুং রামামৃতে প্রজাঃ ॥
পরিপত্য যথা সূনুর্ধরণীরেণুগুণ্ঠিতঃ।
পিতুরাশ্লিষ্যতেঽঙ্গানি কিমস্ত্যভ্যধিকং ততঃ ॥
বরং প্রসূয় পুত্রং তে বিধায় চ সুখং তব।
গমিষ্যামি মহারাজ কণ্বস্য পিতুরাশ্রমম্ ॥
অণ্ডানি বিভ্রতি স্বানি ন ভিন্দন্তি পিপীলিকাঃ।
ন ভরেথাঃ কথং নু ত্বং ধর্ম্মজ্ঞঃ সন্ স্বমাত্মজম্ ॥
ন বাসসাং ন রামাণাং নাপাং স্পর্শস্তথাবিধঃ।
শিশোরালিঙ্গ্যমানস্য স্পর্শঃ সূনোর্যথা সুখঃ ॥
ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো গৌর্বরিষ্ঠশ্চতুষ্পদাম্।
গুরুর্গরীয়সাং শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ স্পর্শবতাং বরঃ ॥
স্পৃশতু ত্বাং সমাশ্লিষ্য পুত্রো মে প্রিয়দর্শনঃ।
পশ্চাদহং গমিষ্যামি পিতুরেবাশ্রমং প্রতি ॥

আহর্ত্তা বাজিমেধস্থ শতসংখ্যস্থ পৌরব।
ভবিতা তনয়স্তেঽয়মিত্যাহ মাং গুরুর্মুনিঃ ॥
মৃগয়াবকৃষ্টেন হি তে মৃগয়াং পরিধাবতা।
অহনাসাদিতা রাজন্ কুমারী পিতুরাশ্রমে ॥
উর্ব্বশী পূর্ব্বচিত্তিশ্চ সহজন্যা চ মেনকা।
বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ ষড়েবাপ্সরসাং বরাঃ ॥
তাসাং মাং মেনকা নাম ব্রহ্মযোনির্ব্বরাপ্সরাঃ।
দিবঃ সংপ্রাপ্য জগতীং বিশ্বামিত্রাদজীজনৎ ॥
সা মাং হিমবতঃ প্রস্থে সুষুবে মেনকাপ্সরাঃ।
অবকীর্য্য চ মাং যাতা পরাত্মজমিবাসতী ॥
কিং নু কর্ম্মাশুভং পূর্ব্বে কৃতবত্যস্মি জন্মনি।
যদহং বান্ধবৈস্ত্যক্তা বাল্যে সংপ্রতি চ ত্বয়া ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

অনন্তর মহাভাগা ভামিনী শকুন্তলা রাজা ও সখীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে তিনি অশ্রু সংমার্জ্জন-পূর্ব্বক পিতা কণ্বকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ! আপনি সমুদায় বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও কি নিমিত্ত সামান্য লোকের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে ‘জানি না’ এই কথা বলিতেছেন? এ বিষয় সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, আপনার হৃদয় সকলই জ্ঞাত আছে, অত-এব আত্মার সাক্ষ্য দ্বারা যাহা মঙ্গলদায়ক হয়, তাহা

বলুন ; আত্মাকে অবজ্ঞা করিবেন না। যে ব্যক্তি অন্তঃ-করণে এক প্রকার থাকিতে বাহিরে অন্য রূপ প্রকাশ করে, সেই আত্মাপহারী চৌর-কর্ত্তৃক কোন্ পাপকর্ম্ম কৃত না হয়? আপনি কি ইহা মনে করিয়াছেন যে, 'আমি একাকী এই কর্ম্ম করিয়াছি, সঙ্গে কেহ ছিল না, কে জানিতে পারিবে?' আপনি কি জানেন না যে, পুরাণ মুনি পরমেশ্বর সকলের হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বদা জাগ-রূক আছেন? তাঁহার নিকট পাপকর্ম্ম গোপন থাকে না। আপনি তাঁহার সাক্ষাতেই এই পাপকর্ম্ম করিতে-ছেন। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া মনে করে যে, কেহ ইহা জানিতে পারিল না; কিন্তু দেবগণের এবং অন্তরস্থ পরম-পুরুষের কিছুই অবিদিত থাকে না। আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, যম, দিবা, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা ও ধর্ম্ম; ইহাঁরা লোকের সমুদয় চরিত্র জ্ঞাত থাকেন। সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী হৃদিস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যাঁহার প্রতি তুষ্ট থাকেন, বৈবস্বত কাল তাঁহার সমুদয় দুষ্কৃতি হরণ করেন। আর যে দুরাত্মার আত্মা তুষ্ট না হয়, কাল তাহাকে পাপপঙ্কে লিপ্ত করিয়া নিপীড়ন করেন। যে ব্যক্তি আপনি আত্মাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্য প্রকার প্রতিপন্ন করে এবং আত্মার সাক্ষ্য

প্রমাণ না করে, দেবগণ তাহার শ্রেয়োবিধান করেন না। আমি পতিব্রতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া, আমাকে অবজ্ঞা করিবেন না। আমি আপনার সমাদরণীয়া ভার্য্যা স্বয়ং আসিয়াছি, এক্ষণে আপনার সমাদরপূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করা উচিত ; কিন্তু তাহা করিতেছেন না। আপনি কি নিমিত্ত ইতর লোকের ন্যায় আমাকে এই সভামধ্যে উপেক্ষা করিতেছেন ? আমি কি অরণ্যে রোদন করিতেছি ? আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। হে দুষ্মন্ত! আমি পুনঃপুনঃ যাচ্ঞা করিতেছি, যদি আমার কথায় মনোযোগ না করেন, তাহা হইলে, কণ্বশাপে আপনার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। প্রাচীন কবিগণ বলিয়া থাকেন যে, ভর্ত্তা স্বয়ং গর্ভরূপে ভার্য্যাতে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার পুত্ররূপে জন্ম-পরিগ্রহ করে, স্বামীর ঐ জন্মগ্রহণ-হেতুই ভার্য্যাকে জায়া বলা যায়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তির পুত্র জন্মিলে সেই পুত্র সন্তানসন্ততি দ্বারা পরলোক-প্রাপ্ত পিতামহগণকে উদ্ধার করে। ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং বলিয়াছেন যে, যেহেতু তনয় পুন্নামক নরক হইতে নিস্তার করে, এ নিমিত্ত তাহাকে 'পুত্র' বলা যায়। মহাভাগ! পিতা কণ্ব আমাকে বলিয়াছেন,—'তোমার রাজাধিরাজ

চক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে,’ তাহা কখন মিথ্যা হইবে না।

যিনি গৃহকর্ম্মে দক্ষা, তিনিই ভার্য্যা; যিনি পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তিনিই ভার্য্যা; যিনি পতিপ্রাণা তিনিই ভার্য্যা; যিনি পতিব্রতা, তিনিই ভার্য্যা। মনুষ্যের ভার্য্যা অর্দ্ধাঙ্গ, ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যাই ধর্ম্ম,অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল এবং ভার্য্যাই সন্তান-উৎপাদনের নিদান। যাহার ভার্য্যা আছে, তাহারই ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে; যাহার ভার্য্যা আছে, সেই গৃহমেধী; যাহার ভার্য্যা আছে, সেই আমোদপ্রমোদে কাল হরণ করে; যাহার ভার্য্যা আছে, সেই শ্রীমান্। প্রিয়ংবদা ভার্য্যা নির্জ্জন স্থানে সৎপরামর্শ-দায়ক সখা-স্বরূপ, ধর্ম্ম-কর্ম্মে হিতৈষী পিতার তুল্য, পীড়িতাবস্থায় স্নেহবতী মাতার সদৃশ এবং দুর্গম পথে পথিক-স্বামীর বিশ্রামস্থল; অপিচ যাহার ভার্য্যা থাকে, তাহার শ্রান্তি কদাচ হয় না। অতএব মনুষ্যের ভার্য্যাই পরম গতি। কোন ব্যক্তি সংসার-লীলা সংবরণ করিয়া নিরয়গামী হইলে, তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত কেবল পতিপ্রাণা ভার্য্যাই সহগামিনী হয়; পত্নী প্রথমে পরলোক গমন করিলে, পতির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং পতি

অগ্রে দেহত্যাগ করিলে সাধ্বী ভার্য্যা পশ্চাৎ তাহার অনুগামিনী হয়। হে রাজন্! যেহেতু ভর্ত্তা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত পাণিগ্রহণ কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনা হইতে আপনিই পুত্ররূপে জন্মে, অতএব পুত্রজননী ভার্য্যাকে স্বীয় মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিবে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে যেমন আহ্লাদিত হন, আদর্শে দৃষ্ট আননের ন্যায় ভার্য্যা-গর্ভ-জাত পুত্রকে দেখিয়া জনক সেইরূপ আনন্দিত হন; ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি শীতল সলিলে যেমন আহ্লাদিত হয়, মানবগণ মনোদুঃখে দহমান ও ব্যাধিতে আতুর হইলেও ভার্য্যাতে তদ্রূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; পতি অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেও পত্নীর অপ্রিয় কর্ম্ম করা কদাচ বিহিত নহে, কারণ রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম সমুদায়ই ভার্য্যার আয়ত্ত। রামাগণ আত্মার সনাতন পবিত্র জন্মক্ষেত্র। ঋষিদিগেরও এমন শক্তি নাই যে, স্ত্রী ব্যতিরেকে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারেন। পুত্র যদ্যপি ধরণী-ধূলি-ধূসরিত হইয়া নিকটে আসিয়া পিতার অঙ্গ আলিঙ্গন করে, তবে তদপেক্ষা অধিক সুখ আর কি আছে? রাজন্! আমি তোমার পুত্ররত্ন প্রসব ও সুখ বিধান করিয়া, বরং

পিতার আশ্রমে গমম করিব। দেখুন, পিপীলিকাগণ ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়াও প্রসূত অণ্ড সকল রক্ষা করিয়া থাকে, নষ্ট করে না; আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কি নিমিত্ত স্বীয় তনয়কে ভরণপোষণ না করিবেন? শিশু সন্তানকে আলিঙ্গন করিলে তাহার স্পর্শ পিতার যেমন সুখকর বোধ হয়, সুকোমল বসন, সলিল ও কামিনীর স্পর্শও তাদৃশ সুখদায়ক হয় না। যেমন দ্বিপদ প্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ শেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, এবং গরীয়ান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সুখস্পর্শের মধ্যে পুত্রস্পর্শই শ্রেষ্ঠ। অগ্রে মদীয় প্রিয়দর্শন পুত্র আপনাকে গাঢ়তর ,আলিঙ্গন করুক, আপনি স্পর্শ করুন, পশ্চাৎ আমি পিতার আশ্রয়ে গমন করিব। পৌরব! পিতৃদেব বলিয়াছেন, 'তোমার ঐ পুত্র শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে।' মহারাজ! আমি যখন পিতার আশ্রমে কুমারী ছিলাম, তখন আপনি মৃগয়ায় গমন করিয়া, মৃগানুসরণক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া, আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী এই ছয় অপ্সরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা; তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা হইতে উৎপন্না মেনকা অপ্সরা দেবলোক হইতে ভূতলে আসিয়া বিশ্বামিত্র-

সংসর্গে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। পরে হিমালয় পর্ব্বতের প্রস্থে আমাকে প্রসব করিয়া, দুষ্টা রমণী যেমন পরকীয় সন্তানকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। হা! আমি পূর্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে মাতা-পিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিও পরিত্যাগ করিতেছেন।”

উপাখ্যানের শকুন্তলা শরৎকালের প্রখর-মধুর-কর সূর্য্যসম জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে, কখন বা কটুকষায়িত, কখন বা স্থির-স্নিগ্ধ-মধুর রসাশ্রিত, নানা বাগ্‌বিন্যাসে অধীর অমর্ষণে মহারাজ দুষ্মন্তকে অনেক কথা বলিলেন ; নানা ভীতিপ্রদ প্রবল ভর্ৎসনা-বাক্যে এবং নানা জ্ঞান-গরিমান্বিত সারগর্ভ সরল উপদেশ-বচনে, রাজাকে অনেক বুঝাইলেন। রাজা কিন্তু কিছু শুনিলেন না ; কিছুই বুঝিলেন না ; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর ক্রোধ-বেগে অধীর হইয়া বলিলেন,—

ন গর্ভমভিজানামি ত্বয়ি মত্তেজসার্জ্জিতম্।
অসত্যবচনা নার্য্যঃ কস্তে শ্রদ্ধাস্যতে বচঃ॥
মেনকা নিরনুক্রোশা বন্ধকী জননী তব।
যয়াসি হিমবৎপ্রস্থে নির্ম্মাল্যমিব চোজ্ঝিতা॥

স চাপি নিরনুক্রোশঃ ক্ষত্রযোনিঃ পিতা তব।
বিশ্বামিত্রো ব্রাহ্মণত্বলুব্ধ কামবশং গতঃ॥
মেনকাপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা মহর্ষীণাং পিতা চ তে।
তয়োরপত্যং কস্মাৎ ত্বং পুংশ্চলীব প্রভাষসে॥
অশ্রদ্ধেয়মিদং বাক্যং কথয়ন্তী ন লজ্জসে।
বিশেষতো মৎসকাশে দুষ্টতাপসি গম্যতাম্॥
ক্ক মহর্ষি ক্ক চৈবোগ্রঃ কাপ্সরাঃ সা চ মেনকা।
ক্ক চ ত্বমেবং কৃপণা তাপসীবেশধারিণী॥
সুনিকৃষ্টা চ তে যোনিঃ পুংশ্চলীব প্রভাষসে।
যদৃচ্ছয়া কামরাগাৎ কয়াচিজ্জনিতা হ্যসি॥
সর্ব্বমেতৎ পরোক্ষং মে যৎ ত্বং বদসি তাপসি।
নাহং ত্বামভিজানামি যথেষ্টং গম্যতাং ত্বয়া।

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

আমা হইতে তোমার গর্ভ হইয়াছে, এ বিষয় আমার বিদিত নহে। স্ত্রী-জাতি স্বভাবতঃ মিথ্যা-বাদিনী; কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে? ত্বদীয় জননী মেনকা বন্ধকী; তাহার দয়া নাই। সে তোমায় নির্ম্মাল্যের ন্যায় হিমালয়ের পার্শ্বে পরিত্যাগ করিয়াছে। ক্ষত্রযোনি তোমার পিতাও অতিমাত্র নির্দ্দয়, তোমার সেই পিতা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে অভি-লাষী এবং কামবশ হইয়াছিলেন। মেনকা যেমন

অপ্সরামধ্যে প্রধান, তোমার পিতাও তেমনি মহর্ষিমধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি তাদৃশ পিতা-মাতার অপত্য হইয়া, কিরূপে পুংশ্চলীর মত কথা কহিতেছ? এই প্রকার অশ্রদ্ধেয় বাক্য প্রয়োগ করিতে তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? বিশেষতঃ আমার নিকটে। রে দুষ্ট তাপসি! এখান হইতে দূর হও। কোথায় উগ্রতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কোথায় অপ্সরা মেনকা, আর কোথায় বা তাপসবেশধারিণী ত্বাদৃশ কৃপণস্বভাবা রমণী! তুমি অতি নীচ যোনিতে জন্মিয়াছ; সেই জন্য বেশ্যার ন্যায় কথা বলিতেছ। কোন রমণী যদৃচ্ছাক্রম কামরাগে তোমার জন্ম দিয়াছে। তুমি যাহা বলিতেছ, সমস্তই আমার অপরিজ্ঞাত। আমি তোমায় চিনি না। তুমি যথেচ্ছ গমন কর।

দুর্ব্বাসা-শাপানভিজ্ঞা ও আত্ম-পাবিত্র্য-বিশ্বস্তা শকুন্তলা, রাজার সেই ঘোর মর্ম্মান্তিক বাক্য শুনিবামাত্র আহত সুপ্তোত্থিত ফণীর মত, সঘন গভীর গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। এবার তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোর কটূতর তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালাময় বাক্যে যেন ঝলকে ঝলকে অনলরাশি উদ্গিরণ করিতে করিতে এবং বিষদিগ্ধ শাণিত শেলসম কঠোর কটাক্ষপাতে অবিরলধারে বিষ বর্ষণ করিতে করিতে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন,—

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি ।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি ॥
মেনকা ত্রিদশেষ্বেব ত্রিদশাশ্চানু মেনকাম্ ।
মমৈবোদ্রিচ্যতে জন্ম রাজেন্দ্র তব জন্মতঃ ॥
ক্ষিতাবটসি রাজেন্দ্র অন্তরীক্ষে চরাম্যহম্ ।
আবয়োরন্তরং পশ্য মেরু-সর্ষপয়োরিব ॥
মহেন্দ্রস্য কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ ।
ভবনান্যনুসংযামি প্রভাবং পশ্য মে নৃপ ॥
সত্যশ্চ জনবাদোঽয়ং তং প্রবক্ষ্যামি তে নৃপ ।
নিদর্শনং ব্রবীমীতি ন কোপং কর্ত্তুমর্হসি ॥
বিরূপো যাবদাদর্শে স্বমুখং নৈব পশ্যতি ।
মন্যতে তাবদাত্মানমন্যেভ্যো রূপবত্তমম্ ॥
যদা তু মুখমাদর্শে বিকৃতং পশ্যতেঽত্মনঃ ।
তদেতরং বিজানাতি স্বমেব নেতরং নরঃ ॥
যস্তু স্যাদ্রূপসম্পন্নো ন স নিন্দতি কঞ্চন ।
অতীব জল্পন্ দুর্ব্বাচো ভবতীহ বিকত্থনঃ ॥
মুর্খোহি জল্পতাং নৃণাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভঃ ।
অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ ॥
প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ ॥
অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে ।
তথা পরিবদন্নন্যান্ হৃষ্টো ভবতি দুর্জ্জনঃ ॥

অভিবাদ্য যথা বৃদ্ধান্ সন্তোগচ্ছন্তি নির্বৃতিম্।
এবং সজ্জনমাক্রুশ্য মূর্খোভবতি নির্বৃতঃ॥
সুখং জীবন্ত্যদোষজ্ঞা মূর্খা দোষানুদর্শিনঃ।
যত্র বাচ্যাঃ পরৈঃ সন্তঃ পরানাহুস্তথাবিধান্॥
অতো হাস্যতরং লোকে কিঞ্চিদন্যন্ন বিদ্যতে।
যত্র দুর্জ্জন ইত্যাহ দুর্জ্জনঃ সজ্জনং স্বয়ম্॥
সত্যধর্ম্মচ্যুতাৎ পুংসঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব।
অনাস্তিকোঽপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ॥
স্বয়মুৎপাদ্য বৈ গর্ভং ন মমেতি বদত্যহো।
তস্য দেবাঃ শ্রিয়ং ঘ্নন্তি ন চ লোকানুপাশ্নুতে।
পুত্রস্তে ভবিতা রাজন্নপুত্রস্য মহাগুণঃ।
চক্রবর্ত্তী রাজরাজ উত্তমঃ সর্ব্বধন্বিনাম্॥
স ত্বং নৃপতিশার্দ্দূল ন পুত্রং ত্যক্তুমর্হসি।
আত্মানং সত্য-ধর্ম্মৌ চ পালয়ন্ পৃথিবীপতে॥
বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ।
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরম্॥
অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥
রাজন্ সত্যং পরংব্রহ্ম সত্যঞ্চ সময়ঃ পরম্।
মা ত্যাক্ষীঃ সময়ং রাজন্ সত্যং সঙ্গতমস্তু তে॥
অনৃতে চেৎ প্রসঙ্গস্তে শ্রদ্দধাসি ন চেৎ স্বয়ম্।
কণ্বস্যৈবাশ্রমং গচ্ছে ত্বাদৃশে নাস্তি সঙ্গতম্॥

। শ্রুতেঽপি ত্বাং মহারাজ শৈলরাজাবতংসকাম্।
চতুর্ব্বর্ণামিমামুর্ব্বীং পুত্রো মে পালয়িষ্যতি।
। মুনেঃ কণ্বস্য বৈ বাক্যং ভবিতা কথমন্যথা॥
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

রাজন্ অন্যের সর্ষপ-প্রমাণ দোষও দেখিতে পান; কিন্তু নিজের বিল্বপ্রমাণ দোষ দেখিয়াও দেখেন না। মেনকা দেবগণের প্রধান এবং দেবগণ তাঁহার অনুগত; অতএব আপনার জন্ম অপেক্ষা আমার জন্ম শতগুণে শ্রেষ্ঠ। আপনি পৃথিবীতে বিচরণ করেন, আমরা অন্তরীক্ষে বিচরণ করিয়া থাকি। অতএব মেরু ও সর্ষপে যেমন, আপনাতে ও আমাতে তেমন প্রভেদ। রাজন্! আমার প্রভাব দেখুন। মহেন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণের গৃহেও গমন করিতে পারি। এই লোকপ্রবাদ সত্য, তাহার নিদর্শন বলিতেছি, আপনি রাগ করিবেন না। বিরূপ ব্যক্তি যাবৎ আদর্শে স্ব-রূপ অবলোকন না করে, তাবৎ আপনাকে অন্য অপেক্ষা রূপবত্তর মনে করে। যখন আদর্শে নিজ বিকৃত মুখ দর্শন করে, তখন স্বয়ং আপনার নীচতা অবগত হয়। প্রকৃত রূপবান্ ব্যক্তি কাহারও নিন্দা করে না। অতীব দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলে, আত্মশ্লাঘী হইতে হয়। শূকর যেমন বিষ্ঠা

গ্রহণ করে, মূর্খ তেমনই শুভাশুভ কথার মধ্যে অশুভ বাক্যই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর হংস যেমন নীর ত্যাগ করিয়া, ক্ষীর গ্রহণ করে, প্রাজ্ঞ তেমনই দুষ্ট বাক্য ত্যাগ করিয়া গুণবিশিষ্ট বাক্য পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। সাধু যেমন পরপরীবাদ করিয়া পরিতপ্ত হন, অসাধু তেমনই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। সুজন বৃদ্ধদিগের অভিবাদন করিয়া যেমন নির্বৃত্ত হন, মূর্খ তেমনই সজ্জনের নিন্দা করিয়া পরম আপ্যায়িত হয়। ইহা অপেক্ষা লোকে অধিক হাস্যের বিষয় আর কি আছে? যে দুর্জ্জন, সে স্বয়ং সজ্জনকে দুর্জ্জন বলিয়া থাকে। যাহার সত্যধর্ম্ম নাই, সে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায়। আস্তিকের কথা কি, নাস্তিকেরাও তাদৃশ ব্যক্তি হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। হায়! যে ব্যক্তি স্বয়ং গর্ভ উৎপাদন করিয়া, আমার কৃত নহে বলিয়া থাকে, দেবতারা তাহার শ্রীনাশ করেন এবং তাহার সমস্ত লোক ভ্রষ্ট হয়। রাজন! আপনি অপুত্র; আমার পুণ্যবান্ রাজরাজ-চক্রবর্ত্তী ও সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পুত্র জন্মিবে। আপনি সেই পুত্রকে ত্যাগ করিবেন না। রাজন্! আত্মা ও সত্যধর্ম্মের রক্ষা করুন। দেখুন, এক শত কূপ অপেক্ষা একমাত্র বাপী শ্রেষ্ঠ; এক শত বাপী অপেক্ষা একমাত্র যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ;

এক শত যজ্ঞ অপেক্ষা একমাত্র পুত্র শ্রেষ্ঠ এবং একশত পুত্র অপেক্ষা একমাত্র সত্য শ্রেষ্ঠ। সহস্র অশ্বমেধ ও সত্য পরস্পর তুলায় ধারণ করিলে, অশ্বমেধ সহস্র অপেক্ষা সত্য অতিরিক্ত হইয়া থাকে। রাজন্! সত্যই পরম ব্রহ্ম। সত্য প্রতিজ্ঞা পরম শ্রেষ্ঠ। আপনি সেই সময় বা প্রতিজ্ঞা পরিহার করিবেন না। আপনার সত্য-সঙ্গতি হউক। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন এবং যদি মিথ্যাই আপনার প্রিয় হয়, তবে আমি পিতার আশ্রমেই গমন করিব। আপনার ন্যায় মিথ্যাবাদী জনে আমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মহারাজ! আপনি আশ্রম না দিলেও, আমার পুত্র শৈলরাজাবতংসা চতুর্ব্বর্ণা এই মেদিনী পালন করিবে। মহর্ষি কণ্বের বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে।

সাধ্বী-সতী পতিব্রতা কামিনীর প্রতি কুলটার কলঙ্কারোপ! শকুন্তলার ন্যায় পতিগত-প্রাণা রমণীর পক্ষে কষ্টকর হওয়াতে অসম্ভব নহে! উপাখ্যানে শকুন্তলা-চরিত্রের যে চিত্র প্রথম হইতে দেখিয়া আসিতেছি, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, এ বিষম বিপর্য্যয়-ব্যাপারে তাহার অন্যথা হয় নাই। অন্যথ্যা মনে হয়, “অভিজ্ঞান-শকুন্তলে”র চরিত্র-চিত্রে। “অভিজ্ঞান-শকুন্তলে”র সেই

কুসুমিত-কলেবরা, ফুল্লেন্দু-বদনা, লজ্জাবতী-লাঞ্ছনা স্বভাব-সলজ্জা, চির-আশ্রমপালিতা, বিশুদ্ধাত্মা শকুন্তলাও ক্রোধোচ্ছ্বসিত দীর্ঘচ্ছন্দবিজৃম্ভিত কঠোর-কটুবাক্যে দুষ্মন্ত-সম্মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অভাবনীয়। সত্য সত্যই ত শকুন্তলা বলিয়াছেন,—

অণজ্জ অত্তণো হিঅআণুমাণেণ
কিল সর্ব্বং পেক্‌খসি।
কো ণাম অণ্ণো ধর্ম্মকঞ্চুঅব্যবদেসিণো
তিণচ্ছণ্ণকূবোবমস্‌স তুহ অণুআরী ভবিস্‌সদি॥

কেবলই কি ইহাই? এখানে শকুন্তলা যত কথা বলিয়াছিলেন, শকুন্তলা যদি দুষ্মন্ত-কর্ত্তৃক এইরূপ প্রত্যাখ্যাত না হইয়া, সাদরসম্ভাষণে রাজমহিষীরূপেই পরিগৃহীত হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, সারা-জীবনে তিনি একসঙ্গে ইহার শতাংশের একাংশ কথাও কহিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। অতি বড় লাঞ্ছনা-তাড়নায় এমনই হওয়াতে অসম্ভব নহে। সেই অসূর্য্যম্পশ্যা সম্রাট-মহিষী একবস্ত্র রজস্বলা দ্রৌপদী, শ্বশুর, স্বামী প্রভৃতি গুরুজনসম্মুখে রাজসভার মাঝে, গভীর মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদে কি না বলিয়াছিলেন? সিসিলি-রাজমহিষী "হারমিয়নী" নিজ নির্দ্দোষতা প্রমাণার্থে

রাজসভায় মুক্তকণ্ঠে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বদতাংবর "আণ্টনি"কেও বোধ হয়, তাহার কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হয়। (১) বেশী বলিতে হইবে, কেন? বাঙ্গালী বীর সীতারামের বাঙ্গালী-বনিতা রমা সভার মাঝে দাঁড়াইয়া, কত কথা না বলিয়াছিলেন ? (২) কিন্তু পতিপ্রাণা শকুন্তলার মুখে "অনার্য্য" কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালার শক্তিশালী সমালোচকেরা এ কথায় শকুন্তলাচরিত্রে ঘোর কলঙ্ক বিলেপন করিয়াছেন। কলঙ্কেরই কথা বটে ; কিন্তু কালিদাসের কৃতিত্ব এইখানে। কবি ইহাতে বুঝাইলেন, শকুন্তলা যদি মেনকাগর্ভে জন্মগ্রহণ না করিয়া, গৌতমীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারিতেন না। শকুন্তলা পবিত্র আশ্রম-পালিত চরিত্রের পরিচয় বরাবরই দিয়া আসিয়াছেন ; উপস্থিত ক্ষেত্রে কিন্তু গর্ভ-দোষের পরিচয় দিয়া ফেলিলেন। একটুকু কেবল কবির কৃতিত্ব।

যাহা হউক, এইখানে উপাখ্যান এবং "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র শকুন্তলা-চরিত্রের সামঞ্জস্য কতকটা

(১) Winter's Tale Act II Sc. II. Shakespere.

(২) বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত সীতারাম। ৩য় খণ্ড, ৩অঃ।

পরিলক্ষিত হইল। তবে উপাখ্যানকার লোকশিক্ষাচ্ছলে যত কথার অবতারণা করিয়াছেন, কবির তাহা আবশ্যক হয় নাই। নাই হউক; ফল সেই একই হইল। শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হইলেন। উপাখ্যানের দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথায় বিচলিত না হইয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

কিং নালপন্তি পুংশ্চল্য এবমেব সুদুর্ব্বচঃ।
যাহি ত্বং গচ্ছ বাচাটে দূষয়িষ্যন্তি মাং জনাঃ॥
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

পুংশ্চলীরা এইরূপে কি না দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে? মিথ্যা বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই; তুমি প্রস্থান কর। অন্যথা, লোকে আমায় দোষ দিবে।

বিরহানুভূতি ও নাটকের পরিণতি।

ইহার পর উপাখ্যানে যাহা আছে, নাটকেও তাহাই আছে। যাঁহারা পদ্মপুরাণ পাঠ করেন নাই, তাঁহারা বুঝেন, এইখানে কালিদাসের কল্পনা-কৃতিত্ব অপূর্ব্ব। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। নাটকে এই আছে,—রাজা যখন একান্তপক্ষে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, শকুন্তলা তখন শার্ঙ্গরবের সহিত কণ্বাশ্রমে যাইতে উদ্যত হইলেন; শার্ঙ্গরব কিন্তু স্বামিপরিত্যক্ত

শকুন্তলাকে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। তখন শার্ঙ্গরব, শারদ্বত এবং গৌতমী শকুন্তলাকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। রাজাও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অবশেষে পুরোহিতের উপদেশে তাঁহাকে পুরোহিত-গৃহে রাখাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন। পুরোহিত যখন সাশ্রুনয়না শকুন্তলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, তখন স্বর্গ হইতে এক সুন্দরী দিব্যাঙ্গনা আসিয়া শকুন্তলাকে তুলিয়া লইয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। উপাখ্যানে কি আছে, দেখুন।

রজা যখন একান্ত শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন পুরোহিত বলিলেন,

অত্র বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং শৃণু রাজন্ মহামতে।
যাবৎপ্রসবমাত্রৈব নারী তিষ্ঠতু তে গৃহে॥
যদি তে সদৃশং পুত্রং কামিন্যেষা প্রসোষ্যতি।
ততস্তবৈব ভার্য্যেতি বেৎস্যামস্তদনন্তরম্।
শালিবীজাদ্বিজায়েত ন কদাচিদ্ যবাঙ্কুরঃ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

মহারাজ! আমার কথা শুনুন। যে পর্য্যন্ত এই রমণী প্রসব না করেন, সে পর্য্যন্ত ইনি আপনার ঘরে থাকুন। যদি এ কামিনী আপনার সদৃশ পুত্র প্রসব

করেন, তাহা হইলে ইহাঁকে আপনার ভার্য্যা বলিয়া জানিব। শালিবীজ হইতে কখন যবাঙ্কুর জন্মায় না।

রাজা বলিলেন,—

নৈষা শুদ্ধান্তমধ্যেঽপি মম বাসমিহার্হতি।
সংসর্গাদপি পুংশ্চল্যো দূষয়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

পুংশ্চলীর সংসর্গে কুলরমণীরা দূষিত হইতে পারে; অতএব ইহাকে অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

পুরোহিত বলিলেন,—

অদৃষ্টতনয়াস্যোঽসি রাজরাজোঽপি ভূতলে।
অতস্ত্বৎসন্ততৌ শ্রদ্ধা রাজন্ মে জায়তেঽধিকা॥
ইয়ং সাধ্বী বরারোহা কণ্বেন পরিপালিতা।
ব্যভিচারমতো রাজন্ নাহং মন্যে মনাগপি॥
যাবৎপ্রসবমেতাস্তু বাসয়েঽহং নিজালয়ে।
প্রসবে সতি কল্যাণীং স্বয়মেব গ্রহীষ্যসি॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

আপনি রাজরাজ বটেন; কিন্তু নিঃসন্তান। এই কারণে আপনার সন্তানের প্রতি আমার বড় শ্রদ্ধা হইতেছে। আর এই কামিনী মহর্ষি কণ্বকর্ত্তৃক প্রতিপালিতা; সুতরাং ইহাঁকে ছন্দাংশেও ব্যভিচারিণী বলিয়া বোধ হয় না। অতএব প্রসবকাল পর্য্যন্ত ইনি

আমারই গৃহে অবস্থিতি করুন; পরে ইহাঁকে আপনি গ্রহণ করিবেন।

ইত্যুক্ত্বা গৌতমো ব্রহ্মন্ সান্ত্বয়িত্বা শকুন্তলাম্।
স্বগৃহায়ৈব তাং নেতুং বিমনামুপচক্রমে॥
সা চাপি মুক্তকণ্ঠং বৈ রুদতী মৃগলোচনা।
শনৈঃশনৈর্গৌতমং তমনুগন্তুং প্রচক্রমে॥
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র মেনকাপ্সরসাং বরা।
তেজোরূপা ব্যোমমধ্যাৎ তড়িৎপাতং পপাত সা॥
কিমিদং কিমিদং চিত্রমিতি জল্পৎসু সর্ব্বতঃ।
সভাস্থেষু চ সর্ব্বেষু তেজসা ধর্ষিতেষু চ॥
আলোকনেঽপ্যশক্তেষু দুষ্মন্তে ভয়বিহ্বলে।
শকুন্তলাং সমাদায় অঙ্কমারোপ্য সত্বরা।
অম্বরং বিজগাহে সা তৎ কেনাপি ন লক্ষিতম্॥
এবং গতে তু দুষ্মন্তঃ খেদমাপ ততো ভৃশম্।
দেবেন চরিতাং মায়ামবুধ্যত তদা নৃপঃ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

এই বলিয়া গৌতম সান্ত্বনাপূর্ব্বক শকুন্তলাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে, শকুন্তলা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ধীরপদবিক্ষেপে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। এমন সময় তেজোরূপিণী মেনকা বিদ্যুদ্বেগে ব্যোমমধ্য হইতে পতিতা হইলেন।

সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়া, "কি ও; কি ও" বলিয়া উঠিলেন। মেনকার তেজে ধর্ষিত হওয়াতে, তাঁহারা আর দেখিতে পারিলেন না। দুষ্মন্ত ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। মেনকা সত্বর শকুন্তলাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া অম্বরমধ্যে অবগাহন করিলেন। কেহই তাহা দেখিতে পাইল না। এই প্রকার ঘটনা উপস্থিত হইলে, দুষ্মন্ত দৈবমায়া ভাবিয়া অতিমাত্র খিন্ন হইলেন।

গল্পাংশে সম্পূর্ণ মিল, অমিল যা কিছু গঠন-প্রণালীতে বৈত নয়। নাটকে শকুন্তলা ও মেনকার অন্তর্দ্ধান ব্যাপার নেপথ্যে হইয়াছে। পুরোহিত রাজসভায় প্রবেশ করিয়া অন্তর্দ্ধানব্যাপার যথারূপ বর্ণন করেন। এইটুকু কেবল অভিনয়-সৌকর্য্যসাধক।

শকুন্তলাত প্রত্যাখ্যাত হইলেন; ইহার পর উপাখ্যান ও নাটকের তুলনায় সমালোচনা করিতে গেলে, গল্পাংশে আবার সেইরূপই সামঞ্জস্য দেখা যাইবে। বুঝা যাইবে, গল্পাংশে কল্পনা কৃতিত্বের যে প্রতিষ্ঠা অনেকেরই নিকট পরিচিত, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বলিয়াছি ত, কৃতত্ব কেবল কবিত্বে এবং চরিত্র-চিত্র-অঙ্কনে। অগ্রে উপাখ্যানের বিবৃতি হউক।

একদা স মহীপালোমন্ত্রিভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
প্রজানাং বেদিতুং বৃত্তং বভ্রাম নগরে দ্বিজ॥
তত্র রাজভটঃ কশ্চিদ্ দৃঢ়মাবধ্য ধীবরম্।
দণ্ডেন তাড়য়ন্ রৈবে চোক্তিঃ সমতর্জ্জয়ৎ॥
রাজাভরণমেতদ্ধি যৎ ত্বয়া চোরিতং ছলাৎ।
অতো বধ্যত্বমাপন্নং ত্বাং নয়ামি নৃপান্তিকে॥
ইত্যুক্ত্বা তং করে গৃহ্য তাড়য়ন্ বহু মূর্দ্ধনি।
রাজান্তিকমুপানীয় রাজানমিদমব্রবীৎ॥
এষ ধীবরকোরাজংশ্চোরয়িত্বাঙ্গুরীয়কম্।
ত্বন্নামচিহ্নিতং লোকে বিদিতং রত্ননির্ম্মিতম্।
বিক্রেতুমুদ্যতঃ পাপো ময়া দৃষ্টো মহীপতে॥
রাজা তং প্রাহ দাশেদং কুতো লব্ধমিহ ত্বয়া।
কথয়াভয়মেতৎ তে দত্তং জানীহি সাম্প্রতম্॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

একদা মহীপতি মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রজাগণের ব্যবহার-বিজ্ঞান বাসনায় নগর ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, এক জন রাজভট কোন ধীবরকে হস্তে বন্ধন করিয়া, সহসা তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! এই ধীবর ভবদীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় চুরি করিয়া বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল; আমি দেখিতে পাইয়া ধরিয়া আনিয়াছি। আপনার

রত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরীয় সর্ব্বলোকবিদিত। রাজা ধীবরকে অভয় দিয়া কহিলেন, তুমি সত্য বল, এই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে?

ধীবর বলিল,—

জাত্যাহং ধীবরো রাজন্ মৎস্যমাত্রোপজীবকঃ।
চৌরিকাং নৈব জানামি ন চ স্তনাং ন ধূর্ত্ততাম্॥
জালেন মৎস্যান্ বধ্নামি সরস্বত্যা হি রোধসি।
একদা জালমাতত্য সরস্বত্যামহং নৃপ॥
স্থিতঃ প্রত্যাশয়া তত্র তীরস্থং তরুমাস্থিতঃ।
রোহিতঃ কোঽপি সুমহান্ জালে বদ্ধো বভূব হ॥
ততোঽহং জালমুত্তার্য্য দৃষ্ট্বা রোহিতমুদ্ধতম্।
খড়্গেন কৃত্তবান্ সদ্যঃ পরমানন্দনির্বৃতঃ॥
ততস্তদুদরে লব্ধমেতদ্ ভূপাঙ্গুরীয়কম্।
কস্যেতি ন বিজানামি তদহং নগরে তব।
বিক্রেতুমাগতো বদ্ধো ভটেনানেন ভূমিপ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

ধীবর নিবেদন করিল,—মহারাজ! আমি ধীবর; মৎস্যমাত্র আমার উপজীবিকা; আমি চৌর্য্যের বা ধূর্ত্ততার নামও জানি না। আমি সরস্বতী নদীতে জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিয়া থাকি। একদা জাল ফেলিয়া মৎস্য-লাভ-প্রত্যাশায় সরস্বতীতীরস্থ তরুতলে বসিয়া

আছি, এমন সময়ে এক সুবৃহৎ রোহিত মৎস্য জালে পড়িল। তখন জাল উত্তারণপূর্ব্বক সেই উৎকৃষ্ট রোহিত-দর্শনে পরমানন্দিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ খড়গ দ্বারা তাহা ছেদন করিলাম। তাহারই উদরে এই অঙ্গুরীয় পাইয়াছি। ইহা কাহার, জানি না। ইহাই নগরে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলাম। আপনার ভট আমাকে আবদ্ধ করিয়াছে।

রাজা বলিলেন,—

দেহি পশ্যামি কস্যৈতৎ কিংরূপমঙ্গুরীয়কম্।
ত্বমেতন্মূল্যমাগৃহ্য সুখেনৈব ব্রজালয়ম্॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

দাও দেখি, এই অঙ্গুরীয় কাহার ও কি প্রকার? তুমি ইহার মূল্য গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে গমন কর।

ইত্যুক্ত্বা পাণিনাদায় যাবদ্রাজা স পশ্যতি।
নিপতন্তি স্ম নেত্রাভ্যাং তাবদেবাশ্রুবিন্দবঃ॥
প্রেয়সীং তামনুস্মৃত্য তথা গান্ধর্ব্বকর্ম্ম চ।
গর্ভাধানঞ্চ সর্ব্বং তন্মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ॥
তদা পুরোহিতামাত্যা ভৃশমুদ্বিগ্নচেতসঃ।
উত্থাপ্য তং মহীপালং নিবেশ্য চ বরাসনে।
লব্ধসংজ্ঞং শনৈর্ব্রহ্মন্ পপ্রচ্ছুঃ কিমিদং তব॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

এই বলিয়া হস্ত-প্রসারণ করিয়া রাজা তাহা গ্রহণ-পূর্ব্বক যেমন দেখিলেন, অমনি তাঁহার নেত্র-যুগল হইতে দর-দরিত ধারায় অশ্রুবারি পতিত হইল। আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা স্মরণ হওয়াতে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতল আশ্রয় করিলেন। পুরোহিত ও অমাত্যেরা এই ব্যাপার অবলোকনপূর্ব্বক উদ্বিগ্নচিত্তে রাজাকে উত্থাপিত করিয়া আসনে বসাইলেন। পরে রাজা সংজ্ঞালাভ করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! এ কি?

দুষ্মন্তোঽপি সমাশ্বস্য প্রেয়সীং তামনুস্মরন্।
নিশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ অশ্রুমিশ্রমভাষত॥
প্রত্যাখ্যাতা বরারোহা মন্দভাগ্যেন যন্ময়া।
তদদ্য মাং দুনোত্যেব অঙ্গুরীয়স্য দর্শনাৎ॥
তয়া যদুক্তং মাং প্রাপ্য মম তেজোদধানয়া।
নানৃতং তত্র বৈ কিঞ্চিন্ময়ৈবানৃতকং কৃতম্॥
মৃগয়াচারিণারণ্যে সৈব কণ্বাশ্রমে ময়া।
গান্ধর্ব্বেণৈব ধর্ম্মেণ নির্ব্বন্ধেন বিবাহিতা॥
উষিতঞ্চ তয়া সার্দ্ধং প্রতিজ্ঞাতঞ্চ সর্ব্বথা।
বলেন চতুরঙ্গেণ নয়িষ্যে নগরং প্রতি॥
অভিজ্ঞানঞ্চ মে দত্তমেতদ্রত্নাঙ্গুরীয়কম্।
কেনাপি দৈবযোগেন সর্ব্বং তদ্বিস্মৃতং ময়া॥

হন্ত পাপং কৃতং ভূরি ময়া নিষ্করুণাত্মনা।
আসন্নপ্রসবা ভার্য্যা ত্যক্তা দেবসুতোপমা॥
অনুকূলো ন মে ধাতা নরকায় চ নিষ্কৃতিঃ।
প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকং পাণিগৃহীতী যদ্বিবর্জ্জিতা॥
শ্রীরূপিণী সমাগত্য স্বয়মেব কৃপান্বিতা।
অর্পয়ন্তী মহারত্নং যথা কেনাপি বর্জ্জিতে॥
তথা ময়া পুত্রফলা পরা সাধ্বী পতিব্রতা।
যাচমানা সবৈয়গ্র্যং দূরাদেব বিবর্জ্জিতা॥
মেনকাপ্সরসো জাতা বিশ্বামিত্রসুতা সতী।
কণ্বেন পালিতা কন্যা চারুশীলা তপস্বিনী॥
চিন্তামণিরিবায়াতা কামমর্পয়িতুং স্বয়ম্।
ময়া নিরাকৃতা বালা অন্তঃসত্ত্বা সুলোচনা॥
কল্পবল্লীব কামানাং সংপ্রদানেঽভ্যুপস্থিতা।
উন্মূলিতা ময়া তন্বী প্রসোষ্যন্তী নরোত্তমম্॥
সংরম্ভারুণনেত্রায়াঃ স্মরচাপায়িতভ্রুবঃ।
বচাংসি গূঢ়গর্ব্বাণি বিদুন্বন্তি স্মৃতানি মাম্॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

রাজা প্রিয়তমা শকুন্তলাকে স্মরণ করত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অশ্রুমিশ্রিত বাক্যে কহিলেন, হতভাগ্য আমি বরারোহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া, তৎপ্রযুক্ত নিরতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হই-

তেছে। তিনি আমার তেজ ধারণপূর্ব্বক আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। আমিই মিথ্যা বলিয়াছি। আমি অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াই কণ্বা-শ্রমে গমনপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধসহকারে গান্ধর্ব্ববিধানে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম এবং তাঁহার সহিত বাস ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—"চতুরঙ্গ-বলসহায়ে তোমাকে নগরে লইয়া যাইব।" অভিজ্ঞানস্বরূপ আমার এই অঙ্গুরীয় দান করিয়াছিলাম। অনিবার্য্য দৈবযোগবলে তৎসমস্তই আমার স্মৃতিপথ পরিহার করে। হায়! নির্দ্দয়-হৃদয় আমি গুরুতর পাপ করিয়াছি! দেবসুতাসদৃশী আসন্না-প্রসবা ভার্য্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইবেন না। নরক হইতেও আমার নিষ্কৃতি হইবে না। সেই লক্ষ্মীরূপিণী অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং সমাগতা হইয়াছিলেন। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। ওরূপ অবস্থায় তাঁহাকে ত্যাগ করিলাম। সেই পরমপবিত্র, পুত্রফলা সাধ্বী বারংবার ব্যগ্রতা সহকারে যাচ্ঞা করিলেও দূর হইতেই তাঁহাকে বর্জ্জন করিলাম। সেই চারুশীলা তপস্বিনী, অপ্সরশ্রেষ্ঠা মেনকার গর্ভে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের ঔরসে জন্মিয়া, মহর্ষিশ্রেষ্ঠ কণ্বের হস্তে প্রতিপালিতা

হইয়াছেন; সুতরাং সাক্ষাৎ চিন্তামণির ন্যায় আত্মদান করিবার জন্য স্বয়ং সমাগতা হইয়াছিলেন। সেই সুলোচনা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। তথাপি আমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। তিনি কল্পলতার ন্যায় অভীষ্ট সম্প্রদান জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে উন্মূলিত করিলাম। তাঁহার গর্ব্ভে নরোত্তম পুত্রের জন্ম হইবে। সেই স্মরচাপায়িতভ্রূশালিনী ক্রোধকষায়িত লোচনে যে সকল গূঢ় গর্ব্ব কথা বলিয়াছেন, তৎসমস্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া, আমাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিতেছে।

এবং বিলপমানং তং রাজানং গৌতমোঽব্রবীৎ।
তদ্‌যাতং নানুশোচস্ব সমাশ্বস পরন্তপ॥
কথিতঞ্চ ময়া তত্র দৃষ্ট্বা তস্যাঃ সুলক্ষণম্।
সদ্রূপশালিনী বালা রাজ্ঞী ভবিতুমর্হতি॥
সা হি মেনকয়া জাতা চারুরূপা মনস্বিনী।
দেবীরনাবমান্যার্হা ত্বয়া রাজন্ বিবাহিতা॥
যদ্ভূতং মহদাশ্চর্য্যং প্রত্যাখ্যাতবতি ত্বয়ি।
তদ্দৃষ্ট্বা কে ন শোচন্তি বদন্তস্তং হতশ্রিয়ম্॥
ভদ্রং বাপ্যথ বা ভদ্রং প্রিয়মপ্রিয়মেব বা।
যদ্‌যাতং তদ্‌গতং রাজন্ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

রাজা এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তৎকালে বলিয়াছিলাম, এই দেবীরূপিণী নিশ্চয়ই আপনার ভার্য্যা; ইহাঁর অবমাননা করিবেন না। প্রত্যাখ্যানে যে ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা অতীব বিস্ময়াবহ। তাহা দেখিয়া কে না শোক করিতেছে এবং বলিতেছে, আপনি হতশ্রী হইলেন! যাহা হউক, ভাল বা মন্দ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তজ্জন্য শোক করেন না।

উপাখ্যানে যাহা দেখিলেন, নাটকেত তাহাই আছে। তবে ধীবর ও পুলিস-চরিত্রের পরিচয় দিবার জন্য কবি এখানে ষষ্ঠাঙ্কের অবতারণা করিয়াছেন মাত্র। কবি বিদূষকের অবতারণায় যে হাস্যরসাবতারণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, এইখানে সে শক্তিরও কতক পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দভাগ্য পুলিসের চরিত্র কলঙ্কশূন্য নহে, এ কথা দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের লোকও যে বুঝিত; কবি কৌশলে এইখানে তাহাও কতক বুঝাইয়াছেন। এইটুকু কবির কৃতিত্ব ইহার পর অতুলকৃতিত্ব বিরহ-ব্যাপার। অঙ্গুরীয়দর্শনে ত্রিভুবনবিজয়ী বিপুলবিক্রম মহারাজ দুষ্মন্ত শকুন্তলার বিরহ-শোকে যে কিরূপ কাতর

হইয়াছিলেন, উপাখ্যানে অবশ্য তাহার বিশদ বর্ণনা হইয়াছে; কিন্তু নাটকের বিশাল চিত্রপটে যে বিরহ-মূর্ত্তির জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আর ইহ জগতের কোন সাহিত্য-সংসারে নাই। উপাখ্যান অবলম্বনীয় হইলেও, নাটক অতুলনীয়। উপাখ্যান আদর্শ হইলেও, চরিত্র-সমাবেশে কালিদাস অদ্বিতীয়। এখানকার কৃতিত্ব বুঝিতে হইলে, "অভিজ্ঞান-শকুন্তলের" ষষ্ঠ অঙ্ক সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে হয়। আভাসে কৃতিত্ব বুঝাইতে হইলেও সংক্ষেপে কয়েকটী কথা একান্তই বলিতে হয়।

পাঠক অবশ্য বুঝিয়াছেন, উপাখ্যানের দুষ্মন্ত, শকুন্তলাবিরহে কিরূপ মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। উপাখ্যানকার কেবল বহিস্তাপে দুষ্মন্তের বিরহভাব অনুভব করিয়াছেন, নাটককার অন্তরের অন্তস্তলনিহিত জ্বলন্ত জ্বালাময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-দহনশীল অগ্নিস্তূপ নবদর্পণে প্রদর্শন করিয়াছেন। উপাখ্যানকারের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া, রাজ-প্রাসাদের মধ্যে, মহারাজ দুষ্মন্তের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, সেই জীবনময়ী বিরহমূর্ত্তির প্রকটতা উপলব্ধি করিতে হয়; নাটককারের সঙ্গে অতদূর যাইতে হইবে না; বাহিরে বাহিরে, অন্তঃপুরের বহির্ভাগে, নব বসন্ত-বিরাজিত বিপুল-বিশ্ববিনোদন বিরামদায়ক রাজোদ্যানে প্রবেশ-

মাত্রেই বিরহের শক্তিসঞ্চার অনুভব করিতে হয়। উপাখ্যানের বিরহ, দুষ্মন্তের দেহ অবলম্বী; নাটকের বিরহ, অনন্ত বিশ্বব্যোমব্যাপী। নাটকের বিরহভাব কেবল রাজমূর্ত্তিতেই অঙ্কিত নহে; জলে, স্থলে, ফুলে, ফলে, ভ্রমরে, কোকিলে,—চেতন-হীন জড়তাময় জগতের সর্ব্বত্র বিজড়িত। বিশ্বজনীন বিরহ-ভাব প্রকটন করিতে কালিদাস ভিন্ন ইহজগতে আর বুঝি কেহই সক্ষম নহেন। নাটকে দুষ্মন্তের বিরহ বুঝিতে সানুমতী * নাম্নী অপ্সরা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উপাখ্যানে সানুমতী কোথায়? নাটকে সানুমতীর আবির্ভাব অপ্রাসঙ্গিক নহে; অথচ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চরম নিদর্শন। সানুমতী মেনকার আত্মীয়া। মেনকা দুষ্মন্তপুরী হইতে প্রিয়তমা কন্যা শকুন্তলাকে লইয়া গিয়া. সানুমতীকেই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ভার দিয়াছেন। শকুন্তলা এখন সানুমতীর শরীরভূতা। সেই সানুমতীই রাজার বিরহভাব বুঝিতে মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। রাজাকে বুঝিবার জন্য যতক্ষণ না বুঝা হইল, ততক্ষণই তিনি অন্তরালে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পালনীয়ার প্রতি প্রেম

---

* মিশ্রকেশী (পাঠান্তরে)

বাৎসল্য বুঝাইবার জন্যই কালিদাস সানুমতীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

দুষ্মন্তের দারুণ বিরহ! চিরাচরিত বসন্তোৎসব বন্ধ হইল। উদ্যান-চেটী পরভৃতিকা এবং মধুকরিকা রাজার বিরহব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও অবগত নহেন। উভয়েই একপ্রাণ; উভয়েই যুবতী; অধিকন্তু রসবতী; সুতরাং উভয়েই নবচূত-মুকুল ভাঙ্গিয়া সম ফলের প্রত্যাশায় কামদেবের পূজা করিলেন। নাটকে যুবতী সখি-সম্মিলনের একপ্রাণতা পূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত।

নাটকের বৃদ্ধ কঞ্চুকী জানিতেন; দুষ্মন্তের বিরহে দাবানল জ্বলিয়াছে; সমগ্র সাম্রাজ্যে উৎসব বন্ধ; তাই উদ্যান-চেটীকে উৎসবান্বিত দেখিয়া, ভর্ৎসনা করিলেন; বিরহ-ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন; চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইলেন :—

> চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ
> সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরুবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
> কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
> শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্দ্ধকৃষ্টং শরম্॥

যুবতীরা এইবার বিরহব্যাপার বুঝিলেন, সবিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। রসবতীদের রস-

কর্পূর উড়িয়া গেল। তখন তাঁহারা ভয়-চকিত চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই শাসনবিকাশেও কালি-দাসের কৃতিত্ব।

ইহার পরই কবি দেখাইলেন, রাজার সেই জীবনময়ী বিরহ-মূর্ত্তি রাজার সঙ্গে রহস্য-পটু বিদূষক ও ভক্তিমতী অনুচারিণী বেত্রবতী। জ্বলন্ত উত্তপ্ত লৌহখণ্ডে নিপতিত বারবিন্দুর ন্যায় দুষ্মন্তের বিরহ-তপ্ত প্রাণে বিদূষকের অমৃতোপম রহস্য-রস-ধারা মুহূর্ত্তে লুকাইয়া যাইতেছে। সৌগন্ধ্য-মান্দ্যবাহী সুশীতল পবন-বীজনেও হৃদয়ে শান্তি নাই। নির্ম্মন হাহাকার, মর্ম্মোচ্ছ্বাসের ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। শকুন্তলার প্রেম-স্মৃতিতে মুহুর্ম্মুহু নবশোকের সঞ্চার হইতেছে! অসহ্য সে শোক-সন্তার!

রাজা শোকে অসক্ত। তাই রাজকার্য্য-পর্য্যালোচ-নার ভার মন্ত্রীর হস্তে বিন্যস্ত। বিদূষক রহস্যের ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। হাস্য-রস-সুধার-তরঙ্গ ছুটিল। তবুও জ্বালা জুড়াইল না। অবাক্ বিদূষক! অবাক্ কঞ্চুকী! অবাক্ বেত্রবতী! বিদূষকের রহস্য বিশুষ্ক হইল। তখন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণোচিত গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়িল। কবি এইবার দেখাইলেন, বিদূষক তোষামোদপরতন্ত্র বাবুদের মো-সাহেব নহেন। এইবার বিদূষক দ্বিতীয় বৃহস্পতি-

সম বিবিধ গভীর ভাবপূর্ণ উপদেশে রাজাকে সান্ত্বনা করিবার প্রয়াস পাইলেন।

সান্ত্বনালাভ দূরের কথা। রাজা উন্মত্ত জড় অঙ্গুরীয়ককে সকল অনর্থের মূল ভাবিয়া রাজা ইহাকে ভৎর্সনা করিবার উপক্রম করিলেন। চির-সহচর বিদূষক বলিয়া ফেলিলেন,—“এবে ঘোর উন্মাদ!” সত্য সত্যই উন্মাদ! সত্য সত্যই তন্ময়তা! জীব-জগতের এ যে অতুলনীয় উন্মত্ততা! অপার প্রেম-রাজ্যের এ যে অভাবনীয় তন্ময়তা! চিত্রপটে শকুন্তলা অঙ্কিত। শকুন্তলার মুখকমলের সন্নিকটে অঙ্কিত মধুকর ঝঙ্কার করিতেছে। রাজা বুঝিলেন, সত্য সত্যই বুঝি, তাঁহার জীবনময়ী শকুন্তলাকে জীবন্ত মধুকর উত্যক্ত করিতেছে। রাজা বিনয়নম্র বচনে মধুকরকে স্থানান্তরে সরিয়া যাইতে বলিলেন। মধুকর তাহা শুনিল না। রাজা তখন কোপকষায়িত লোচনে বলিলেন,—“মধুকর! তোমায় কোমলকোরকে আবদ্ধ করিয়া রাখিব।” বিদূষক রাজাকে ঘোর উন্মাদ ভাবিয়া বলিলেন,—“এ যে চিত্রাঙ্কিত”—রাজা বলিলেন, “চিত্রাঙ্কিত অসম্ভব।” চরিত্র-বিশ্লেষণে বিরহ-ভাবের এখন অমানুষিকী অভিব্যক্তি সত্য সত্যই সাহিত্য-সংসারে সুদুর্লভ। বিরহের দারুণ যন্ত্রণা বটে; কিন্তু

এ যে প্রেমপরাকাষ্ঠার পবিত্র প্রতিকৃতি। সাধে কি বলি, নাটককারের বিরহ অনন্ত বিশ্ব-ব্যোম-ব্যাপী ? এইখানে নাটককারের কৃতিত্ব চারি প্রকার। (১) অন্তর্ভাবের অতুল অভিব্যক্তি। (২) চিত্রাঙ্কণের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন। চিত্রপটে তিন মূর্ত্তি চিত্রিত ; ইহার মধ্য হইতে বিদূষক বুঝিয়া লইলেন, কোন্ বিশ্ববিমোহিনী বরাঙ্গনার বিরহে আজ বিশ্ব-বিজয়ী দুষ্মন্ত অসহ্য অবসাদে মুহুর্ম্মুহুঃ মুহ্যমান ; অথচ বিদূষক এ পর্য্যন্ত একবারও শকুন্তলাকে দেখেন নাই। (৩) কবি বুঝাইলেন, পূর্ব্বে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরও চিত্রাঙ্কণে অভ্যস্ত থাকিতেন। মহারাজ দুষ্মন্ত এই চিত্র স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়াছেন। (৪) নাটকের লক্ষণসংরক্ষণ। বিরহব্যাপারে চিত্রাদির অবতারণ কাব্যের অন্যতম লক্ষণ। এইরূপ লক্ষণনির্ণয় আছে,—

বিয়োগাবস্থায়াং প্রিয়জনসদৃক্ষানুভবনং
ততশ্চিত্রং কর্ম্ম স্বপনসময়ে দর্শনমপি।
তদঙ্গস্পৃষ্টানামুপগতবতাং স্পর্শনমপি
প্রতীকারোঽনঙ্গব্যথিতমনসাং কোঽপিগদিতঃ॥

এখানে কালিদাস আর যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, উপাখ্যানে তাহা নাই। রাজা সংবাদ পাইলেন, রাণী

বসুমতী তাঁহার নিকট আসিতেছেন। তখন তিনি বিদূষককে শকুন্তলার চিত্রপট লুকাইয়া রাখিতে বলিলেন। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার বিরহে মুহ্যমান হইয়াও যে, প্রথম বনিতার অনুরাগ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; কবি এখানে সেইটুকু বুঝাইলেন। এইখানে অন্তরালস্থিতা সানুমতী রাজার প্রেমচ্যুতি সম্বন্ধেও সন্দিহান হন। এসব ত আর উপাখ্যানে নাই।

এই সব ব্যাপারের পরবর্ত্তী ঘটনার গল্পাংশে কালিদাসের কল্পনাকৃতিত্ব নাই। মৃত বণিকের প্রতি রাজকর্ত্তব্যতা প্রদর্শন কবির কল্পনা-সম্ভূত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। শকুন্তলাসমালোচক এই টুকুতে নাটকত্বের মহিমা আরোপিত করেন। রাজা সংবাদ পাইলেন,—"ধনমিত্র নামে এক বণিক্ নৌকানিমজ্জনে গতাসু হইয়াছে। সুতরাং তাহার সম্পত্তি রাজবিষয়ীভূত হওয়াই উচিত। রাজা বলিলেন,—"মৃত বণিকের যদি কোন গর্ভবতী স্ত্রী থাকে দেখ"। সংবাদ আসিল,—"অযোধ্যার কোন বণিক্-দুহিতা, মৃত বণিকের স্ত্রী। তিনি এখন গর্ভবতী।" রাজা বলিলেন, "গর্ভস্থ শিশুই বণিকের যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী"। কেবল ইহাই নহে, তিনি বলিলেন,—"ঘোষণা কর, যদি কাহারও

নিষ্পাপ প্রিয়জন নষ্ট হয়, তাহা হইলে দুষ্মন্তই স্নেহ-বাৎসল্যে সেই প্রিয়জনের স্থানীয়”। ইহারই পর তিনি নিজের অপুত্রকত্ব স্মরণ করিয়া, শকুন্তলার শোকে অধিকতর বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। নাটকের এই ভাবই উপাখ্যানে বিবৃত দেখিবে।

উপাখ্যানে আছে,—

বিসৃষৎস্বেব তেস্বেবং দেশান্তরচরশ্চরঃ।
রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস যদৃষ্টং সাগরাম্ভসি ॥
রাজন্ সাংযাত্রিকো নাম্না ধনবৃদ্ধির্মহাধনঃ।
বিপন্নঃ সাগরে সপ্ত বাহয়ন্ সম্ভৃতাস্তরীঃ ॥
স চানপত্যস্তস্যৈষ্টা নাবো রত্নৈঃ প্রপূরিতাঃ।
তবৈব কোষমর্হন্তি গৃহ্যন্তামচিরেণ তাঃ ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

সকলে এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে দেশান্তর-বিচরণশীল চর আসিয়া রাজাকে নিবেদন করিল,—মহারাজ! ধনবৃদ্ধি নামে মহাধনশালী কোন পোত-বণিক্ সাগরে সুসম্ভৃত সাত খানি তরী বাহিত করিতে করিতে জলমগ্ন হইয়াছে। তাহার পুত্র নাই। তাহার নৌকা সকল বিবিধ-রত্নে পরিপূর্ণ। এক্ষণে তৎসমস্ত আপনারই কোষ-সাৎ হওয়া উচিত। অতএব সত্বর সেই সকল গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করুন।

এতদুত্তরে রাজা বলিলেন,—

যান্তু মে মন্ত্রিণঃ সম্যগ্ জানন্তু তৎপরিগ্রহান্।
যদি কাচিত্তবেদ্ ভার্য্যা গর্ভিণী বণিজঃ কচিৎ।
সৈব তদ্ধনমাদদ্যান্নাধিকারী তদা নৃপঃ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

সেই বণিকের কোন গর্ভবতী ভার্য্যা আছে কি না, আমার মন্ত্রী সকল গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানুন। যদি গর্ভবতী ভার্য্যা থাকে, তবে সে ঐ ধন গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে, রাজা আর অধিকারী হইবে না।

তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো গত্বা বিজ্ঞায় চ বিশেষতঃ।
রাজ্ঞে নিবেদয়ামাসুর্ব্বৃত্তান্তং ব্রাহ্মণর্ষভ॥
অত্রৈব নগরে রাজন্ ভার্য্যা তস্য বিলাসিনী।
অন্তঃসত্ত্বা বণিক্‌পুত্রী বর্ত্ততে চ পতিব্রতা॥
রাজা প্রাহ তরীস্থানি যানি যানি ধনানি চ।
তানি তস্যৈ দদত্বদ্য ভটা মে যান্তু সত্বরাঃ॥
ইতি প্রস্থাপ্য রাজেন্দ্রো ভটাংস্তদ্ধনরক্ষণে।
দ্বিগুণেনৈব শোকেন দহ্যতে স্ম ততোঽব্রবীৎ॥
মমাপ্যস্তে এবমেব মম রাজ্যস্য দুর্গতিঃ।
কং যাস্যতি মহীয়ং হি ধার্ম্মিকং বাপ্যধার্ম্মিকম্॥
অন্তঃসত্ত্বা মহাভাগা যা মে ভার্য্যাপ্যুপস্থিতা।
উপেক্ষিতা প্রমাদেন মন্দভাগ্যেন সা ময়া॥

অত উৰ্দ্ধং ময়া দত্তঃ পানীয়ং বিবিধানি চ।
পাস্যন্তি পিতরঃ কোষ্ণনিশ্বাসেন মলীমসম্ ॥
পিণ্ডবিচ্ছেদদুঃখার্ত্তাঃ পিণ্ডানি চ তথৈব হি।
ক্ব লভ্যতে সা ললনা সাক্ষাৎ শ্রীরিব রূপিণী ॥
ন মন্দভাগ্যং পাপিষ্ঠং জ্ঞাত্বা মাং পুনরেষ্যতি ॥
নৈবংবিধস্য দুষ্টস্য দারুণস্য দুরাত্মনঃ।
তথাবিধা বরারোহা ভার্য্যা ভবিতুমর্হতি ॥
এবং বিলপমানস্য দুষ্মন্তস্য মহীপতেঃ।
ব্যতীয়ুস্ত্রীণি বর্ষাণি শোচতোঽহর্নিশং দ্বিজ ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

অনন্তর মন্ত্রীরা জানিয়া আগমন করত রাজাকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! এই নগরে বিলাসিনী নাম্নী সেই বণিকের গর্ভবতী এক ভার্য্যা আছে"। রাজা কহিলেন,—"নৌকা ও যাবতীয় দ্রব্য তাহাকে সত্বর প্রদান করা হউক"। এই বলিয়া তিনি ভটদিগকে সেই ধনরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দ্বিগুণ শোকে দহ্যমান হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার মৃত্যু হইলে আমার রাজ্যেরও এই প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিবে এবং এই পৃথিবী ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিকের হস্তে পতিত হইবে! হায়! আমি হতভাগ্য; প্রমত্ত হইয়া, গর্ভবতী মহাভাগা স্বয়মাগতা ভার্য্যাকে উপেক্ষা করিয়াছি। অতঃপর বিধিপূর্ব্বক

জল প্রদান করিলেও পিতৃগণ ঈষৎ উষ্ণ নিশ্বাস পরিহার পূর্ব্বক সেই জল নিতান্ত আবিল করিয়া পান করিবেন এবং পিণ্ড-বিচ্ছেদ জন্য দুঃখে একান্ত ব্যাকুল হইয়া পিণ্ডও সেইরূপে ভক্ষণ করিবেন। এক্ষণে আমি কোথায় যাইলে সেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী ললনাকে পাইব? তিনি আমায় হতভাগ্য ও নিতান্ত পাপাত্মা জানিয়া ছাড়িয়া গিয়াছেন; পুনরায় আসিবেন না। অথবা এরূপ দারুণ দুষ্ট দুরাত্মার তদ্বিধা বরারোহা ভার্য্যা হওয়া উচিত নহে”। এই প্রকার দিবানিশি বিলাপ করিতে করিতে রাজা দুষ্মন্তের তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল।

অতঃপর দৈত্য-দমনার্থ ইন্দ্র-প্রেরিত মাতালি আসিয়া রাজা দুষ্মন্তকে স্বর্গে লইয়া যান। এ কথা নাটকেও আছে; উপাখ্যানেও আছে। উপাখ্যানের কথা এই,—

অথাসৌ দেবরাজেন সমাহূতো যযৌ দিবম্।
ত্রিদিবেশৈরবধ্যানাং নিধনায় সুরদ্বিষাম্॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

অনন্তর তিনি দেবরাজের আহ্বানে দেবগণের অবধ্য অসুরদিগের বিনাশার্থ স্বর্গে গমন করিলেন।

এইখানে কালিদাস একটু কবিজনোচিত কৌশল খেলিয়াছেন। মাতলি একেবারে বিরহ-সন্তপ্ত দুষ্মন্তের সম্মুখে উপস্থিত হন নাই। পাছে বিরহ-ভাবমগ্ন রাজা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করেন, এই ভয়ে তিনি রাজার মতি-পরিবর্ত্তনের উপায়ান্তর দেখেন। তিনি অন্তরালে বিদূষককে আক্রমণ করেন। বিদূষকও প্রাণ-ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করিতে থাকেন। প্রিয় সহচর মাধব্যের ভয়-ব্যাকুলস্বরে আর্ত্তনাদ শুনিয়া রাজাও শত্রু-দমনে উদ্যত হন। তখন মাতলির রহস্যব্যাপার উদ্ঘাটিত হইল। কালিদাসের ইহাই কৃতিত্ব।

অতঃপরবর্ত্তী ঘটনায়ও গল্পভাগের তারতম্য নাই। তারতম্য যা কিছু গঠনে ও আকারে। অভিনয়-সৌকর্য্য-সাধন-উদ্দেশে কোন কোন স্থানে উপাখ্যানোল্লিখিত কোন কোন প্রধান চরিত পরিত্যক্ত এবং কোন কোন স্থানে কোন কোন ভাবাদি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এইকুটু বুঝিবার জন্য আমরা পাঠকবর্গকে অভিজ্ঞান শকুন্তলের সপ্তম অঙ্কটী পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি। এইখানে উপাখ্যানের উপসংহারটুকু বিবৃত করিব।

নির্ব্বাহ্য দেবতাকর্ম্ম রথং মাতলিসারথিম্।
আরুহ্য ভুবমায়াস্যন্ মারীচাশ্রমমাগমৎ॥

তত্র কাচিজ্জরা নারী ব্রাহ্মণী বালমদ্ভুতম্।
লালয়ন্তী নৃপং বীক্ষ্য দদাবাসনমন্তিকে ॥
বালস্তু তাবদ্বেগেন প্রবিশ্য গহনং বনম্।
নিবধ্য পঞ্চ পঞ্চাস্যান্ লতাভিঃ সমুপানয়ৎ ॥
উবাচ বৃদ্ধামেতেষাং কতি দন্তাঃ সমুন্নতাঃ।
নিম্না বা কতি মধ্যা বা গণয়িত্বা বদাশু মে ॥
দুষ্মন্তস্তু তদালক্ষ্য বালস্যাদ্ভুতবিক্রমম্।
চিন্তয়ামাস মেধাবী ভার্য্যাবিরহকাতরঃ ॥
পৌরবাদপ্যহো বালো ধত্তেঽধিকপরাক্রমম্।
সর্ব্বরাজশ্রিয়া যুক্তো ন বিপ্রস্তদয়ং ভবেৎ ॥
চেতো মে বহতে স্নেহং দৃষ্ট্বা বালং দুরাসদম্।
কারণং তত্র পশ্যামি যন্মমেয়মপুত্রতা ॥
ইতি চিন্তাপরে রাজ্ঞি সিংহঃ কোঽপি স্ববন্ধনম্।
ছিত্ত্বা নখেন দুর্ব্বার্য্যো গন্তুং প্রাক্রমত দ্বিজ ॥
দূরাদুৎপ্লুত্যাম্ তং বালো নিগৃহ্য পুনরেব তম্।
উবাচ কিং রে পঞ্চাস্য প্রাপ্তোঽসি ব্রহ্মবালকম্ ॥
পৌরবোঽস্মি ন জানাসি ক্ষত্রিয়ো রণকোবিদঃ।
তদুপশ্রুত্য রাজর্ষেঃ কিঞ্চিদুচ্ছ্বসিতং মনঃ ॥
বালভাষিতমিত্যেব সম্যক্ শ্রদ্ধাপি নো ভবেৎ।
অথাগমৎ কশ্যপোঽপি বনাৎ কুশসমিদ্ধরঃ ॥
বিলোক্য তত্র রাজানং দুষ্মন্তং মুমুদে ভৃশম্।
আশীর্ভিস্তমথাভ্যর্চ্চ্য বিধায়াতিথিসৎক্রিয়াম্ ॥

পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্যে দেবানাঞ্চ তপোধনঃ।
রাজা তং সর্ব্বমাচষ্ট মুনিবাচা গতশ্রমঃ॥
অথোবাচ বিহস্যৈবং কোঽয়ং বালস্তপোধন।
মহাবলো মহাবাহুঃ পৌরবোঽহমিতি ব্রুবন্॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

দেবকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া মাতলি-সারথি রথারোহণে রাজা দুষ্মন্ত পৃথিবীতে আসিবার সময় মরীচাশ্রমে অবতরণ করিলেন। তথায় কোন বৃদ্ধা রমণী একটী অদ্ভুত-প্রকৃতি বালকের লালন করিতে-ছিলেন। তিনি রাজাকে দেখিয়া আসন দিলেন। বালক ঐ সময়ে সবেগে গহন বনে প্রবেশ করিয়া, পাঁচটী সিংহশাবককে লতাপাশে বন্ধনপূর্ব্বক তথায় আনয়ন করিল এবং বৃদ্ধাকে কহিল, "ইহাদের কতগুলি দন্ত উন্নত, কতগুলি নিম্ন ও কতগুলি বা মধ্যভাবাপন্ন, গণনা করিয়া শীঘ্র আমাকে বল।"

ভার্য্যা-বিরহ-কাতর মেধাবী দুষ্মন্ত, বালকের এই অদ্ভুত বিক্রম দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! পৌরব অপেক্ষাও এই বালকের পরাক্রম অধিক। এই বালক যেরূপ সর্ব্বতোভাবে রাজশ্রী-সম্পন্ন, তাহাতে কখনই ব্রাহ্মণবালক হইতে পারে না।

এই দুরাসদ বালককে দর্শন করিয়া আমার মনে স্নেহ-সঞ্চার হইতেছে। বোধ হয়, আমি নিঃসন্তান বলিয়াই এই প্রকার হইতেছে।

রাজা এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কোন সিংহ, নখ দ্বারা স্বীয় বন্ধনচ্ছেদন করিয়া, দুর্ব্বার হইয়া পলায়ন উপক্রম করিল। বালক দূর হইতে লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় তাহাকে নিগৃহীত করিয়া, কহিতে লাগিল, "রে সিংহশাবক! আমি ব্রাহ্মণবালক নহি, আমি যে রণদুর্ম্মদ পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়, তুই কি ইহা জানিস্ না?"

এই কথা শুনিয়া রাজার মন কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; কিন্তু ইহা বালকের কথা ভাবিয়া, তাঁহার সম্যক্ শ্রদ্ধা হইল না। ঐ সময়ে কশ্যপ মুনি কুশসমিধ্ গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্য হইতে সমাগত হইলেন ও রাজাকে তথায় দর্শন করিয়া অতিমাত্র আনন্দিত হইলেন এবং আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক অভ্যর্থনা ও অতিথিসৎকার করিয়া, রাজ্যের ও দেবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি-বাক্যে সমস্ত শ্রম বিগত হইলে, রাজা তৎসমস্ত নিবেদন করিয়া লজ্জিত বাক্যে কহিলেন, "তপোধন! এই বালকটী কে? এই মহাবল মহাবাহু বালক আপনাকে পুরুবংশীয় বলিতেছে।"

কশ্যপ কহিলেন,—

তবৈব তনয়ো রাজন্ যমসূত শকুন্তলা।
দমনঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং সিংহাদীনাং মহাবলঃ॥
তং সর্ব্বদমনো নাম ময়ৈবাস্য নিরূপিতম্।
ভরস্বেতি চ বচ্মি ত্বাং ততোঽসৌ ভরতো ভবেৎ॥
দুর্ব্বাসসো হি শাপেন ত্বয়া যা বিস্মৃতা পুরা।
ত্যক্তা মেনকয়ানীয় ময়ি ন্যস্তা মনস্বিনী।
সা তে শকুন্তলা রাজ্ঞী সুষাবেমং কুমারকম্॥
মহাবলো মহাপ্রাণো দুর্দ্ধর্ষঃ সর্ব্বভূভুজাম্।
বদ্ধৈঃ ক্রীড়তি পঞ্চাস্যৈঃ প্রবিভেত্যপি নান্তকাৎ॥
ময়া বিসৃষ্টং দুর্দ্দান্তঃ শিশুরেষ মমাশ্রমে।
বস্তুং নার্হতি বাল্যাদ্ধি কদা কিংনু সমাচরেৎ॥
অত এনং মহীভর্ত্তুঃ সুতং তং প্রাপয়াম্যহম্॥
ত্বমথো দেবকার্য্যার্থং গতঃ স্বর্গং ততো ময়া।
কৃতো বিলম্বো রাজর্ষে শাপান্তেঽপি তব প্রভো॥
এষ তে গৃহ্যতাং পুত্রশ্চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যতি।
আহর্ত্তা সর্ব্বযজ্ঞানাং মহাভাগবতো নৃপ॥
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণীং প্রাহ বৃদ্ধাং দেবগুরুর্মুনিঃ।
শকুন্তলামিহানীয় সমর্পয় মহীপতৌ।
ইত্যুক্তা ব্রাহ্মণী গত্বা সমাদায় শকুন্তলাম্।
রাজ্ঞে সমর্পয়ামাস রাজা চ মুমুদে ভৃশম্॥
অথানুজ্ঞাপ্য মারীচং সভার্য্যঃ সসুতো নৃপঃ।

হৃষ্টঃ স্বপুরমাগচ্ছদ্দেবযানেন মারিষ ॥
স এব ভরতো নাম দুষ্মন্ততনয়ো মহান্।
ববৃধে তত্র বিপ্রেন্দ্র শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৫ অধ্যায়।

কশ্যপ কহিলেন,—"এই বালক তোমারই পুত্র, শকুন্তলা ইহাকেই প্রসব করিয়াছেন। এই মহাবল বালক, সিংহাদি সমস্ত প্রাণীরই দমন করিয়া থাকে বলিয়া, ইহার নাম সর্ব্বদমন রাখিয়াছি। এক্ষণে তুমি ইহাকে ভরণ কর, বলিতেছি; তাহা হইলে, ইহার নাম ভরত হইবে। তুমি পূর্ব্বে দুর্ব্বাসার শাপে যাহাকে বিস্মরণ ও বর্জ্জন করিয়াছ, মেনকা তাহাকে আমার হস্তে আনিয়া ন্যস্ত করেন। তোমার রাজ্ঞী সেই মনস্বিনী শকুন্তলা এই পুত্রকে প্রসব করিয়াছেন। এই বালক মহাবল, মহাপ্রাণ, সমুদায় রাজার দুর্দ্ধর্ষ এবং সিংহদিগকে বন্ধন করিয়া ক্রীড়া করে। যমকেও ইহার ভয় নাই। এই সকল দেখিয়া আমি বিবেচনা করিলাম, এই বালক যেরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর কোন অংশেই আশ্রমে বাস করিবার যোগ্য নহে। কেন না, বাল্যস্বভাবপ্রযুক্ত কখন কি করিয়া বসিবে। অতএব ইহাকে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিব। ইতিমধ্যে আপনি

দেবকার্য্য-সাধনার্থ স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি বিলম্ব করিয়াছি। ওদিকে তোমার শাপেরও অবসান হইয়াছে। এই তোমার পুত্রকে গ্রহণ কর। এই পুত্র চক্রবর্ত্তী হইবে এবং সমস্ত যজ্ঞের আহরণকারী ও পরম ভগবদ্ভক্ত হইবে।" এই বলিয়া সেই দেবগুরু মহর্ষি কশ্যপ, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "শকুন্তলাকে আনয়ন করিয়া, এই মহীপতির হস্তে সমর্পণ কর।" তখন ব্রাহ্মণী গমনপূর্ব্বক শকুন্তলাকে আহ্বান করিয়া রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজার আহ্লাদের সীমা রহিল না। মহাভাগ! অনন্তর রাজা মহর্ষির অনুমতি লইয়া ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত হৃষ্টচিত্তে দেবযানে আরোহণ করিয়া স্বপুরে সমাগত হইলেন। বিপ্রেন্দ্র! ভরত নামক সেই দুষ্মন্ততনয় তথায় শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

উপাখ্যানের উপসংহার হইল। পুরাণের উপাখ্যানে যাহা আছে, মহাভারতের তাহা নাই। মহাভারতে রাজা দুষ্মন্ত লোকলাজভয়ে শকুন্তলাকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মহাভারতের দুষ্মন্ত-চরিত্রের কি দোষাদোষ ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা এ গ্রন্থে করিব না।

এখন পুরাণের উপাখ্যান পড়িয়া বুঝা গেল, গল্পাং-শের উপসংহার উপাখ্যানে যাহা, নাটকেও তাহা; তবে যদি আভ্যন্তরীণ জগতের ঘাত-প্রতিঘাত ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়া দেখিতে চাও; যদি বুঝিতে চাও, বহু বৎসরব্যাপী বিরহান্তে, প্রিয় বস্তুর সমাগমে, মানব-চরিত্রের কিদৃশী অবস্থা উপস্থিত হয়; যদি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তাদৃশী অবস্থার অন্তর্ব্যূহনিহত শিরা-সঞ্চারের লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও, তাহা হইলে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সপ্তমাঙ্কের পর্য্যালোচনা কর। কবিত্বের কৃতিত্ব এখানেও অতুল-নীয়। কালিদাসের কল্পনা ভিন্ন, কে বুঝাইতে পারে, স্বর্গ হইতে রথারোহণে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইবার সময় চরাচর-স্থাবর-জঙ্গমের কীদৃশী অবস্থা অনুভূত হয়?

"শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণস্বান্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে॥"

কি চমৎকার চিত্র। এ শ্লোকের যথানুবাদ দুঃসাধ্য। তবে ৺গোবিন্দচন্দ্র রায় অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অনুবাদে এ শ্লোকের যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে ইহার সৌন্দর্য্য-মাহাত্ম্য অনেকটা অনুভূত হইবে। সেই অনুবাদ এই,—

"গিরিশির হতে ধরা যেন নেমে গেল,
পাদপেরা পত্র ভেদি স্কন্ধ প্রকাশিলা,
বিপুল হইয়া ক্ষুদ্র শুষ্কতোয়া নদী।
কেহ যেন করে করি তুলিয়া ধরিত্রীরে,
আজি মোর পার্শ্বে এনে দিল।"

তুমি বৈজ্ঞানিক ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়া আবার অবতীর্ণ হইয়াছ। অবতীর্ণ হইতে হইতে এই দৃশ্যও বহুবার দেখিয়াছ। দেখিয়াছ বটে; কিন্তু এ চিত্র আঁকিয়া দেখাইতে পার কি? এ চিত্র দেখিয়া বৈজ্ঞানিক! বল দেখি, তোমাকেও সবিস্ময়ে সহস্র বার মস্তক অবনত করিতে হয় নাকি? মেঘের উপর দুষ্মন্তের রথ, কালিদাসের কল্পনা সেখানেও বিকসিত। কালিদাস কি মর্ত্ত্যের কবি?—কালিদাস যে স্বর্গের।

আজ কাল এখানকার নাট্য-মঞ্চের শূন্যপথে রথ যানাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে। যাঁহারা শকুন্তলা পড়েন নাই, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে ভাবিয়া থাকেন, এ অভিনয়-কৌশল বিদেশীর অনুকরণ। শকুন্তলা-পাঠকদিগের অবশ্য সেরূপ ভাবিবার কারণ নাই।

কালিদাসের কৃতিত্ব এখানে বহু প্রকার।

সংক্ষেপে দুই চারিটীর উল্লেখ আবশ্যক। (১) উপাখ্যানে কশ্যপ রাজার নিকট আসিয়াছিলেন। নাটকে রাজা কশ্যপের নিকট গিয়াছিলেন। কালিদাস সুরাসুর-গুরু জগতের পিতা কশ্যপের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। (২) উপাখ্যানে বুঝিলাম, শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের সম্মিলন হইল। নাটকে দেখিবে,—সেই বিরহ-বিধুরা এক-বেণী-ধরা মলিন-কলেবরা, পরিধূসর-বসন-পরিধানা শকুন্তলার জীবনময়ী মূর্ত্তি। নাটক-লক্ষণ-নির্ণয়েও কৃতিত্ব এইখানে। একবেণীধারণ বিরহ-বিধুরতার অন্যতম লক্ষণ। যথা,—

"তত্রাঙ্গ-চেলমালিন্যমেকবেণীধরং শিরঃ।"

সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ, ২২১ সূত্র।

(৩) শকুন্তলা ও পুত্র সর্ব্বদমনের সহিত রাজা দুষ্মন্তের অপূর্ব্ব সম্মিলন-সমাবেশ। এ সম্বন্ধে কালিদাস যে কৌশল খেলিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার অতুল কৃতিত্বের পরিচয় পাইবে।

রাজা প্রিয়া-বিরহাশোকে নিদারুণ সন্তপ্ত ; সুতরাং অকস্মাৎ সম্মিলনে রাজার নিদারুণ দশা-বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে ; তাই সম্মিলনে ক্রম[illegible]বিকাশ। নাটকত্ব এই-খানে। রাজা দেখিলেন, [illegible]ক সর্ব্বদমনের [illegible]স্তে